১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী
মিশরীয় ঔপন্যাসিক

নগীব মাহ্‌ফুজ

খোঁজ

অনুবাদ

আলী আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৮ সনে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী মিশরীয় ঔপন্যাসিক নগীব মাহ্‌ফুজের উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'খোঁজ' (আরবী 'আল তারিক') একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ১৯৬৪ সনে পরিণত বয়সে লেখা এই উপন্যাসে নগীব মাহ্‌ফুজ মিশরীয় তথা প্রাচ্যের পটভূমিতে পাশ্চাত্যের কলা-কৌশল ও উদ্ভাবনী রীতির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। সময়ের একরৈখিক গতিকে ভেঙ্গে দিয়ে, ঘটনাবলীর আগুপিছু ঘটিয়ে এবং কখনো চেতনা-প্রবাহ রীতি ব্যবহার করে, পাশ্চাত্যের সমসাময়িক উপন্যাস শৈলী কাজে লাগিয়ে মিশরের পটভূমিতে আরেকটি সার্থক উপন্যাস রচনা করেছেন নগীব মাহ্‌ফুজ।

ISBN 984 70209 0013 9
9 847020 900139

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সাবের এক ভয়ংকর নিঃসঙ্গ জীবনের অধিকারী। কাহিনীর শুরুতেই আমরা দেখি তার সদ্য কারামুক্ত মা রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যাওয়ায় তার দাফনের তোরজোড় চলছে। প্রচলিত অর্থে অর্থনৈতিক জীবন যাপনকারিণী মা তাকে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ করলেও, কারামুক্তির পর এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সাবেরকে রেখে যায় চরম দারিদ্র ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে। মায়ের সাথে সুদর্শন এক যুবক, এই যুগল ছবি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলা হয় সে তাঁর বাপ। যে বাপকে সাবের কখনো দেখেনি, ছবি দেখিয়ে তাকেই খোঁজ করার দায়িত্ব দিয়ে যায় মা তাকে। তারপর আলেকজান্দ্রিয়া থেকে শুরু করে কায়রো পর্যন্ত চলে খোঁজা। উপরি-দৃষ্টিতে এই খোঁজা বাপকে হলেও, আসলে সাবের খোঁজে তার সামাজিক অবস্থান, তার অস্তিত্বকে। আর এই খোঁজা উপলক্ষেই সে জড়িয়ে পড়ে এক রমণীর মোহে। পরিণতিতে খুন।

প্রায় রহস্যোপন্যাসের মতো ঠাঁসবুনটের অস্তিত্ববাদী এই উপন্যাস বাঙালি পাঠকের ভালো লাগবে বলে আমাদের ধারণা। বাংলায় অনূদিত নগীব মাহ্‌ফুজের এটি দ্বিতীয় উপন্যাস। বাংলায় তাঁর প্রথম অনূদিত উপন্যাস 'চোর ও সারমেয় সমাচার'-এর মতো এই উপন্যাসখানিও পাঠকানুকূল্য পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

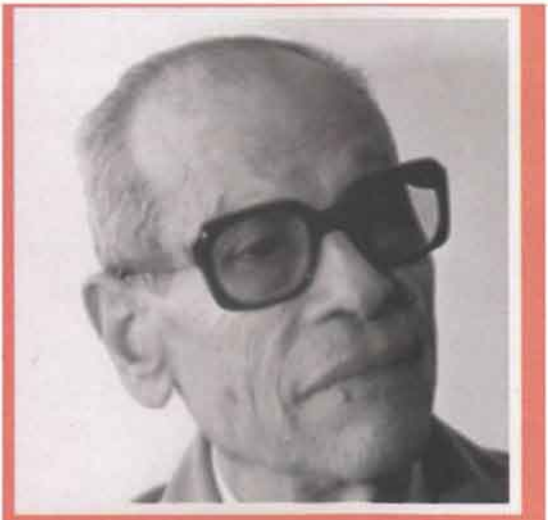

১৯৮৮ সনের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মিশরীয় ঔপন্যাসিক নগীব মাহফুজ ১৯১১ সনের ১১ ডিসেম্বর মিশরের রাজধানী কায়রোর জামালিয়া কোয়ার্টারে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। পুরো নাম নগীব মাহফুজ আবদুল আজীজ ইব্রাহিম আহমদ আল-বাশা। চাকরিজীবী পিতা ও স্বল্পশিক্ষিত কিন্তু সংস্কৃতিমনস্ক মায়ের সপ্তম সন্তান নগীব মাহফুজ প্রশান্ত পারিবারিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন।

কায়রোর আল-ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে ১৯৩৪ সনে তিনি বি.এ. পাস করেন। পরবর্তী দু-বছর এম. এ. অধ্যয়ন করলেও তিনি তা শেষ করেননি। স্কুলে থাকতেই ছোটগল্প লেখা শুরু করেন এবং ১৯৩২ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় জেমস্ বেকির 'Ancient Egypt' বই আরবিতে অনুবাদ করেন। এর থেকেই প্রাচীন মিশরীয় ইতিহাসকে উপজীব্য করে উপন্যাস লেখার প্রেরণা পান এবং ১৯৩৯, '৪৩ ও '৪৪ সনে যথাক্রমে তিনটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস ভিত্তিক আরো উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা আদিতে তাঁর ছিল এবং সেই লক্ষে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ তিনটি উপন্যাস লেখার পর সেদিকে আর না গিয়ে ১৯৪৫ মতান্তরে ১৯৪৬ সালে 'নব কায়রো' উপন্যাসে তিনি সমসাময়িক সমাজচিত্র আঁকলেন। তার অব্যবহিত আগের উপন্যাস দিয়ে তাঁর তথাকথিত বাস্তবভিত্তিক উপন্যাস লেখা শুরু।

নগীব মাহফুজ ২০০৬ সালের ৩০ আগস্ট কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদক : **আলী আহমদ** বাংলাদেশের তরুণ অনুবাদকদের অন্যতম। জন্ম ১৯৪৮ সালে বাংলাদেশের বরিশালে। অর্থনীতিতে কৃতী ছাত্র হয়েও আবাল্যে ঝোঁক সাহিত্যচর্চায়। সাহিত্য সমালোচনা, মননশীল প্রবন্ধ, অনুবাদ-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর লেখনী ক্রিয়াশীল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

al-Tariq

(The Search)

Naguib Mahfouz

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক

নগীব মাহ্‌ফুজ

খোঁজ

অনুবাদ : আলী আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

প্রত্যয়-কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১.

তার দুই চোখ পানিতে ভরে গেল। নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো এবং এই লোকগুলোর সামনে কেঁদে ফেলায় তার বেজায় অপছন্দ, তা সত্ত্বেও সে ভাবাবেগে বেশ আপ্লুত হয়ে উঠল। শাদা কাফনে ঢাকা দৃশ্যত ওজনহীন লাশটি খাটিয়া থেকে নামিয়ে নতুন খোঁড়া কবরের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় ভিজে চোখে সেই দিকে সে তাকায়। হায়, তুমি কেমন শুকিয়ে গেছ, মা।

এই দৃশ্যটি অস্পষ্ট হতে হতে মুছে গিয়ে সে শুধুই আঁধার দেখতে পেল, ধুলো তার নাসারন্ধ্রে জ্বালা ধরিয়ে দিল, এবং তার চারপাশে গিজগিজ করতে থাকা লোকগুলোর শরীরের গা-গুলিয়ে ওঠা গন্ধে চারদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

মেয়েলোকগুলোর চিৎকার করে কান্না আর ধুলোর জ্বালা তাকে তিতিবিরক্ত করে তুললো এবং এখনো খোলা কবরের একেবারে ধার ঘেঁষে সেদিকে গলা বাড়িয়ে তাকাতে তাকাতে সে সামনের দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু পেছন থেকে একটি হাত তাকে টেনে ধরল এবং একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো।'

লোকটির ছোঁয়াচ পেয়ে তার গা ঘিনঘিন করে উঠল এবং মনে মনে সে তাকে গালাগাল দিলো। অন্য সব লোকগুলোর মতো ঐ লোকটিও একটি শুয়োর। কিন্তু মুহূর্তের বিহ্বলতা অনুশোচনায় এক তীব্র যন্ত্রণায় তাকে জাগিয়ে তুললে সে বলল, 'সিকি শতাব্দীর ভালোবাসা, স্নেহ, যত্ন সব চলে গেল, এর যেন কোনো অস্তিত্বই ছিল না কোনোদিন এমনি করে মাটি তাকে চাপা দিলো।'

সজোরে কাঁদতে কাঁদতে একদল অন্ধ লোক প্রবেশ করে কবরের চারপাশ ঘিরে আসন গেড়ে বসল। সে অনুভব করল অনেকগুলো চোখ তার ওপর তীব্র দৃষ্টি হেনে একটানা চেয়ে আছে এবং চোরাচাউনিতেও দেখছে কেউ কেউ। এসব চাউনির অর্থ তার জানা এবং সেইজন্যই বেপরোয়া অবজ্ঞায় সে তার কৃশদেহ আড়মোড়া ভেঙে টান টান করল। ওরা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছে যে চেহারা সুরত ও পোশাকআশাকে তাকে এমন অদ্ভুত কেন লাগছে? মনে হয় যেন সে তাদের একজন নয়। মা তাকে এই স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে দূরে আলাদা করে রেখেছিল, আর এখনই বা কেন পরিত্যাগ করে চলে গেল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার শোকে সান্ত্বনা দিতে তারা কেউ এখানে আসেনি, এসেছে তোমার দুরবস্থা দেখে মজা পাওয়ার জন্য।

সহকারীসহ কবর খননকারী নিচ থেকে ওপরে উঠে এসে ঝুরা মাটি দিয়ে বেশ জোরেসোরে কবরটা ভরে তুলতে শুরু করল। ওদের নেতার ইশারা পেয়ে অন্ধ লোকগুলো তেলাওয়াত শুরু করে দিল।

মা এখন সত্যিকারের নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে। এই শুয়োরগুলোর কি বলার আছে? গ্রীষ্মকালীন মেঘের মতো মুখ ঢেকে সম্মান প্রদর্শন। সে অধৈর্য হয়ে পড়ল। এখন সে একান্তভাবে কামনা করছিল নিজের ঘরের নির্জনতায় বসে তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে। কবরের অন্ধকারে তার মাকে বিব্রতকর সব প্রশ্ন করা হবে। এই শয়তানগুলো কেউই তখন তার কোনো উপকারে আসবে না। কিন্তু তোমার সময় আসবে।

সমস্ত শব্দ আস্তে আস্তে থেমে গেলে বোঝা গেল বর্তমান পর্ব শেষ হয়েছে। কবর খননকারী তখন তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলে তার ডান দিকে দাঁড়ানো লোকটি তাকে থামিয়ে দিল। 'এই ব্যাপারটা আমি দেখছি। এদেরকে ভালো করে চেনা আছে আমার।' আবার তার গা ঘিনঘিন করে উঠল, কিন্তু এই সমস্ত কিছুর সমাপ্তি ঘটেছে এইটে যখন সে অনুভব করল, তখন নিঃসঙ্গতা তার অন্য সব বোধকে ছাপিয়ে উঠল। শেষবারের মতো আরেকবার কবরের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল, এবং সব কিছু ঠিকঠাক মতো হয়েছে দেখে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করল। জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে কবরের চারদিকের দেয়ালের গায়ে সে লতিয়ে ওঠা লতাগুলো দেখতে পেল। তার মা, আল্লাহ্ তার রুহের মাগফেরাত করুন, সুন্দর জীবনের প্রতি আসক্ত ছিল, কিন্তু এখন একমাত্র কবর ছাড়া আর কিছুই তার বাকি নেই।

লোকেরা পায়ে পায়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তাকে শোকবাণী জানাল। প্রথমেই মেয়েলোকেরা। তাদের ফোঁপানো কিংবা সশব্দ কান্না অথবা শোকের পোশাক সত্ত্বেও, চোখের কামুক দৃষ্টি তারা গোপন করতে পারছিল না; তারপরে পুরুষগুলো, মাদকফড়িয়া, গুণ্ডা, ঠগ, মাগির দালাল, সবাই অসংবদ্ধ সান্ত্বনাবাণী বলে গেল। তাদের সবার দিকে এক নিরুত্তাপ চাউনি মেলে সে তাকিয়ে থাকল, ভালো করেই সে জানত ও তরফ থেকেও এই অনুভূতি ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

বাড়ি ফেরার পথে এক ঝলক প্রাণ জুড়ানো বাতাস বসন্তের সুবাস নিয়ে তার শরীরে যেন প্রশান্তি বুলিয়ে গেল। আল নবী দানিয়াল সড়কে তার বাড়ি, তার জীবনের একটা সুখী, আরামদায়ক অধ্যায়ের রঙ্গমঞ্চ। যাহোক, সেই আরামের যে চিহ্ন এখন অবশিষ্ট তা হলো একটি বড় হল ঘর ও তার মায়ের শূন্য বিছানার নিচে পরিত্যক্ত একটি পানির পাইপ।

নবী দানিয়াল আর সাম্বদ জগলুল সড়ক দুটো আড়াআড়িভাবে এসে যেখানটায় মিশেছে তার ওপরের ঝুল বারান্দায় বসে সে সিগারেট ফুঁকছিল। রাস্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্টোদিকের একটি ফ্ল্যাটের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল; ওখানে বিদেশীরা থাকে এবং সেখানে পার্টি দেয়ার তোড়জোর চলছিল এই রোদ ঝকঝকে দিনের বেলায় বেমানান এমন একটি এই আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় একজন পুরুষ ও একটি মহিলা তার চোখে পড়ল।

সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে আজ থেকে জীবন বাস্তবে যেমন হয় সে তেমন ভাবেই তাকে চিনবে। সে বন্ধুহীন, পরিবারহীন, কর্মহীন, নিঃসঙ্গ এবং স্বপ্নসদৃশ এক ধরনের আশা ছাড়া তার কাছে আর কিছুই নেই। ঠিক এই মুহূর্ত থেকে নিজেরটা তাকে নিজেকেই করে খেতে হবে; আগে এটি ছিল তার মায়ের দায়িত্ব, এবং সেই জন্য জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করার স্বাধীনতা তার ছিল। এই গতকালকেও মৃত্যু-চিন্তা তার মন থেকে শত যোজন দূরে ছিল। গতকালকেই, প্রায় আজকের এই সময়, তার মাকে নিয়ে গাড়ি এসে বাড়িতে পৌঁছেছিল। মা তার জন্য যে বাড়ি প্রস্তুত করিয়েছিল, সেই বাড়ির মধ্যে মাকে সে নিজে গিয়ে এগিয়ে এনে তুলেছিল। মাকে খুব দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্য লাগছিল, পঞ্চাশের সামান্য কিছু বেশি সময়ের সেই মাকে অন্তত আরো তিরিশ বছর যোগ করলে যা হয় সেই রকম বুড়ো মনে হচ্ছিল। পাঁচ বছর জেল খাটার পর আগের দিন মা যখন বাড়ি এলো, সেই অবস্থায় বাসিমা ওমরান অর্থাৎ মাকে তার তেমনই মনে হয়েছিল।

'তোমার মার এখানেই শেষ, সাবের।'

নিজের বাহুতে কোনো রকম কষ্ট ছাড়া তাকে বয়ে নিয়ে আসতে আসতে সে বলল, 'বাজে কথা, তোমার জীবনসূর্য এখন মাঝ আকাশে।'

কাপড়-চোপড় পরা অবস্থায়ই মা তার বিছানায় শুয়ে পড়ল, তারপর একদিকে ঝুঁকে আয়নার দিকে চেয়ে আবার বলল, 'তোমার মা খতম হয়ে গেছে, সাবের। কে বিশ্বাস করবে যে এই হচ্ছে বাসিমা ওমরানের মুখ... '

কত সত্যি! গোলগাল, সুন্দর একখানা মুখ আর রং যেন পাক-ধরা আপেলের মতো। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিটি ড্রয়িংরুমে গম গম করে ওঠা তার সেই প্রাণোচ্ছল হাসি আজ সেই বড়সড় শুকনো মুখে একটু মৃদু আলোড়নও আর তুলতে পারে না।

'অসুখ আর রুগ্‌ণতার ওপর আল্লাহ্‌র গজব পড়ুক।'

ঠাণ্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও, মুখমণ্ডল মুছে সে বলল, 'এ রুগ্‌ণতা নয়, জেল। জেলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তোমার মার জন্ম হয়েছিল তো জেলের জন্য নয়। ওরা বলল, আমার যকৃৎ, আমার রক্তচাপ, তারপর আমার হৃৎপিণ্ড গোল্লায় যাক সবগুলো। আমি যা ছিলাম, কোনোদিন কি আর সেই আমি হতে পারব?'

'ওষুধ আর বিশ্রাম আগের চেয়েও তোমাকে ভালো করে দেবে।'

'আর টাকা?'

ব্যথায় সাবেরের মুখ কিছুটা কুঁচকে গেল, কিন্তু কিছু বলল না সে।

'তোমার কাছে আর কত টাকা আছে?'

'খুব সামান্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রাম্বস এল তিন-এর বাড়িটা তোমার নামে লিখে দিয়ে ভালোই করেছিলাম; নাহলে ওটাও তো নিয়ে যেত।'

'কিন্তু টাকার অভাবে সেটাও তো বেচে দিয়েছি। তোমাকে তখনই আমি জানিয়েছিলাম কিন্তু।'

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মা হাতটা তার নিজের কপালের ওপর রাখল। 'হায়, আমার কপাল, বাড়িটা যদি তুমি বেচে না ফেলতে। অনেক টাকা ছিল তোমার; আমি চেয়েছিলাম, তুমি সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেদের মতো সুন্দর, স্বচ্ছল জীবনযাপন কর। অঢেল টাকা পয়সা আমি তোমার জন্য রেখে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু... '

'একটা আঘাতে সমস্ত কিছু হারিয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, আল্লাহ্ তাকে মাফ করুন, নীচু প্রকৃতির একটা লোকের কাছ থেকে অত্যন্ত নীচু প্রকৃতির একটি প্রতিশোধ। আমার সমস্ত ধন-দৌলত উপভোগ করে শেষে কিনা আমাকে রাস্তার পাশে একটা বাজে মেয়েলোকের মতো ফেলে যাওয়া! শুয়োরের বাচ্চা, হঠাৎই আইন, সম্মান, দায়িত্ববোধ, এই সবের কথা তার মনে পড়ল। আদালতে দাঁড়িয়ে আমি তার মুখে থুতু দিয়েছি।'

একটি সিগারেট চাইল সে; সিগারেট ধরিয়ে দিতে দিতে সাবের বলল, 'তোমার এখন সিগারেট না খাওয়াই ভালো। ওখানে কি তুমি সিগারেট টেনেছ?'

'সিগারেট, গাঁজা, আফিম, কিন্তু তোমার জন্য সব সময়ই উদ্বিগ্ন ছিলাম।' দম বন্ধ করে সিগারেট টানলো অনেকক্ষণ সে, তারপর মাতসেঁতে মুখ ও ঘাড় মুছে বলল,

'তোমার ভবিষ্যতের কি হবে, বাবা?'

'আমি কেমন করে জানব? এখন কোনো গুণ্ডা, প্রতারক, কিংবা বেশ্যার দালালী করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই।

'তুমি!'

'আমি জানি, এর চেয়ে ভালোভাবে জীবন চালানোর শিক্ষা তুমি আমাকে দিয়েছিলে, কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, তা আমার কোনো কাজেই আসবে না।'

'তোমাকে তো ঐ ধরনের জীবনের জন্য তৈরি করা হয়নি।'

'এই পৃথিবীতে এ ছাড়া আমি আর কী করতে পারি?' তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি যখন জেলে আটক ছিলে, তখন আমার দুশমনদের সে কি উল্লাস!'

'সাবের। রাগ ছাড়। রাগই আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল; যে বদমাশ আমাকে প্রতারণা করেছিল, তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে সামাল দেয়া অনেক সহজ হতো।'

'চারদিকে এমন সব লোক চোখে পড়ে যাদের মাথা গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে।'

'ওরা যা বলে বলুক, কিন্তু তুমি কখনো মুষ্টি ব্যবহার করো না।'

হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে গর্জন করে উঠল, 'এই মুষ্টি দুটোই যদি না থাকত, তাহলে যেখানে যেতাম সেখানেই চরম অবমাননার মুখোমুখি হতে হতো; তুমি যখন জেলে ছিলে, তখন কোনো শুয়োরের বাচ্চা টু শব্দটি পর্যন্ত করতে সাহস পায়নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগতভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে বলল, 'তোমার মায়ের মান ইজ্জত ওদের মায়েদের চেয়ে বহুগুণে বেশি। আমি বুঝেসুঝেই একথা বলছি। ওরা জানে না, কিন্তু ওদের ঐ মায়েরা না থাকলে আমার ব্যবসাই তো মাঠে মারা যেত!'

সাবেরের ঠোঁটে আবার হাসি ফিরে এলো।

'হাসি খুশির বেপরোয়া সেই দিনগুলি কোথায়?' বাসিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে ভালোবাসতাম; যা কিছু আমার ছিল, সবই ছিল তোমার জন্য। আমার জগৎ থেকে বহু দূরে এই সুন্দর বাড়িতে আমি তোমায় থাকতে দিয়েছি। যদি তোমার প্রতি কখনো কোনো অন্যায় করে থাকি, তা করেছি নিতান্তই অজান্তে। তোমার চেহারা সুন্দর কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মেজাজ খারাপ করবে না, কিংবা আমার কি হলো তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে না।' তার বিষণ্নতা সাবেরকেও আক্রান্ত করল।

মৃদু উচ্চারণে সাবের বলল, 'যেমন ছিল সব কিছু আবার তেমনই হয়ে যাবে।'

'যেমন ছিল... আমি তো খতম। পুরনো দিনের সেই বাসিমা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না; আমার স্বাস্থ্য তা হতে দেবে না, আর পুলিশও তা হতে দেবে না।'

সাবের মেঝের দিকে দৃষ্টি নামাল, 'বাড়ি বেচার টাকা অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে।'

'কি করা? যে জীবনযাত্রায় তোমাকে অভ্যস্ত করেছি, সে মান তোমাকে অবশ্য বজায় রাখতে হবে।'

'এর আগে তোমাকে কখনও হতাশ হতে দেখিনি।'

'শুধু এই একবার মাত্র।'

'তাহলে আমাকে অবশ্য কাজ করা শুরু করতে হবে, কিংবা খুনখারাবি।'

বাসিমা সিগারেট নিভিয়ে ফেলে যেন একটি মাত্র আইডিয়ার ওপর মনোনিবেশ করবে এমন করে চোখ বুঁজলো।

'নিশ্চয়ই কোনো না-কোনো উপায় একটা পাওয়া যাবেই,' সাবের পুনরায় বলল।

'হ্যাঁ,' বাসিমা বলে চলল, 'ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি জেলে বসে।'

এই প্রথম বারের মতো মায়ের ওপর তার আস্থা কিছুটা নড়ে উঠল।

'হ্যাঁ,' বাসিমা বলে চলল, 'এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি আর এ বিষয়ে এখন আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, যেহেতু এখানে থাকা তোমার জন্য মঙ্গলজনক নয়, তাই তোমাকে রাখার আমার আর কোনো অধিকার নেই।'

তার কালো চোখে প্রশ্নবোধক চাউনি নিয়ে সে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

তারপর স্বরে পরাজয়ের ম্লানিমা মেখে বাসিমা ফিসফিসিয়ে বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না। আমার সমস্ত অর্থ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সময় সরকার তোমাকেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে। তোমার মালিকানা নেয়ার অধিকারও আমার আর নেই। যেদিন আমার জেলের হুকুম হলো, সেইদিনই আমি তা জেনেছিলাম।' বাসিমা খানিকক্ষণ নির্বাক থাকল, মুখে তার চরম হতাশার ছায়া। 'সাবের, এর অর্থ এই যে তোমাকে অবশ্যই আমায় ছেড়ে যেতে হবে,' সে বলল।

'কোথায়?' ক্ষুব্ধস্বরে সে জিজ্ঞেস করল।

'তোমার বাবার কাছে,' শোনা যায় কি যায় না এমন অস্পষ্ট স্বরে বাসিমা উত্তর করল।

হতভম্ব হয়ে চোখ কপালে তুলে সাবের চিৎকার করে উঠল, 'আমার বাবা... '

তার মা মাথা নাড়ল।

'কিন্তু সে তো মৃত। তুমি বলেছিলে আমার জন্মাবার আগেই সে মারা গিয়েছে।'

'তা তোমাকে বলেছিলাম। কিন্তু তা সত্যি নয়।'

'আমার বাবা, জীবিত... অবিশ্বাস্য... আমার বাবা... জীবিত... '

সে যখন 'আমার বাবা জীবিত... তুমি আমার কাছ থেকে একথা কেন গোপন রেখেছিল?' বলে চলছিল, তখন তার মা তার দিকে হঠাৎ অবজ্ঞাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

'হ্যাঁ, হিসেবনিকেশ মেলাবার সময় এবার এসেছে,' তার মা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'না, না। কিন্তু আমার তো জানার অধিকার আছে।'

'আমি তোমার জন্য, তোমার সুখের জন্য, যা যা করেছি, কোন্ বাপ তা করতে পারতো... ?'

'আমি মোটেই তা অস্বীকার করছি না... '

'তাহলে আমাকে বকাঝকা না করে তার খোঁজ করা শুরু কর।'

'খোঁজ?'

'হ্যাঁ, একটি লোক, তিরিশ বছর আগে যাকে আমি বিয়ে করেছিলাম এবং যে এখন কোথায় আছে জানি না, সেই লোকটির কথাই আমি বলছি।' কথা শুনে খানিকটা শান্তভাবে কিন্তু এখনও হতভম্ব অবস্থায় সাবের জিজ্ঞেস করল, 'মা, এসবের অর্থ কি?'

'এর অর্থ এই যে, তোমার সংকট থেকে মুক্তি পাবার যে একটি মাত্র পথ, তাই আমি তোমাকে দেখাবার চেষ্টা করছি।'

'কিন্তু সে তো মৃতও হতে পারে।'

'কিংবা জীবিত।'

'তাহলে এমন একজন ব্যক্তি যে আদৌ বেঁচে আছে কিনা জানি না, তারই খোঁজে কি আমি আমার জীবন নষ্ট করব।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত খুঁজে বের না করতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারবে না যাই হোক, কোনো কাজ কিংবা কোনো আশা ছাড়া এখন যে অবস্থায় তুমি আছ, এটা তার চেয়ে ভালো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এটা খুব অদ্ভুত আর অনীর্ষণীয় একটা অবস্থা!'

'এর একমাত্র বিকল্প যা তোমার আছে, তা হলো ঠগ, জোচ্চোর, বেশ্যার দালাল কিংবা খুনী হওয়া। সুতরাং যা করতেই হবে, তুমি অবশ্যই তা করবে।'

'কেমন করে তাকে আমি পেতে পারি?'

তার মা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এবং বিষণ্ণতার আরো গভীরতর ছায়া তার মুখে ঘনিয়ে এলো। তোমার জন্ম সার্টিফিকেটে তার নাম লেখা আছে সৈয়দ সায়ীদ আল রহিমি।' সে বলে যেতে থাকলে তার চোখ বাষ্পাকুল হয়ে উঠল। 'তিরিশ বছর আগে সে আমার প্রেমে পড়েছিল। সে কায়রোর ঘটনা।'

'কায়রো.. তাহলে সে এমনকি আলেকজান্দ্রিয়াও নেই।'

'আমি জানি, তাকে খুঁজে বের করাই হবে তোমার আসল সমস্যা।'

'সে আমাকে কেন খুঁজে বের করার চেষ্টা করেনি?'

'তোমার কথা সে জানে না।'

অবজ্ঞা ও ঘৃণার একটি দৃষ্টি তার চোখে ফুটে উঠল। 'থামো,' তার মা বলল, 'অমন করে আমার দিকে চেয়ো না, কাহিনীর বাকিটুকু আগে শুনে নাও। যে কোনো ভাবেই বলা হোক না কেন সে ধনবান ব্যক্তি। ঐ সময় সে ছিল ছাত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও তখুনি তার যথেষ্ট মানসম্মান ও অর্থ সম্পত্তি ছিল।'

এবার সে তার মায়ের দিকে যেমন করে চাইলো, তাতে তার আগ্রহের মাত্রা যদিও আগের তুলনায় একটু বেশি, তবু মনে হলো এ যেন দূর থেকে দৃষ্টি ফেলা।

'সে আমাকে ভালোবেসেছিল। আমি ছিলাম সুন্দরী কিন্তু দিশেহারা একটি মেয়ে। সে সবার অলক্ষ্যে আমাকে সোনার খাঁচায় পুড়ে রেখেছিল।'

'সে কি তোমাকে বিয়ে করেছিল?'

'হ্যাঁ, সে কাবিননামা এখনও আমার কাছে আছে।'

'সে কি তোমাকে তালাক দিয়েছিল?'

বাসিমা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, 'আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম।'

'তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে?'

'কয়েক বছর পরে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। তুমি তখন আমার পেটে। নর্দমার একটি বাজে লোকের সঙ্গে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম।'

'অবিশ্বাস্য,' মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে সাবের বলল।

'এক মুহূর্তের মধ্যেই তোমার সমস্ত সমস্যার জন্য তুমি আমাকেই দোষী করতে যাচ্ছ।'

'কোনো কিছুর জন্যই তোমাকে আমি দোষারোপ করছি না। কিন্তু সে কি তোমার কোনো খোঁজ করেনি?'

'জানি না। আমি আলেকজান্দ্রিয়ায় পালিয়ে এসেছিলাম, তারপরে তার সম্পর্কে আর কোনো কিছুই শুনিনি। বহুবার আমার কোনো না কোনো স্থাপনায় তার সাক্ষাৎ পাওয়ার প্রত্যাশা আমি করেছিলাম, কিন্তু কোনোদিনই সে আর আমার চোখে পড়েনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরুত্তাপ একটু হাসি হেসে সাবের বলল, 'আর তিরিশ বছর পর এখন কিনা তুমি আমাকে পাঠাচ্ছ তার খোঁজে।'

'হতাশা এরও চেয়ে অদ্ভুত কাজ আমাদের দিয়ে করিয়ে নেয় কখনো কখনো। কাবিননামাটি তোমার কাজে লাগবে। আর বিয়ের সময়ে তোলা ছবি। দেখতে পাবে চেহারার কি অপূর্ব মিল।'

'অবাক লাগছে তুমি কাবিননামা আর সেই ছবি এখনো পর্যন্ত নিয়ে বসে আছ।'

'ছবিটার কথা আমি ভাবছিলাম। আমি অসহায় একটি মেয়ে একটা ঠকের সাথে বসবাস করছিলাম, যখন আমি অর্থসম্পদ করে নিজের পায়ে দাঁড়ালাম, তখন তোমাকেও দাঁড় করাবার ইচ্ছে হলো।'

'কিন্তু তবু স্মৃতির বাকি অংশটুকু তুমি কখনো ঝেড়ে ফেলতে পারনি।'

ধৈর্যহীনভাবে সে তার মুখ ও ঘাড় মুছে বলে উঠল, 'অনেক করেই আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু কি ঘটবে তার যেন একটা পূর্বাভাস আমি পেতাম, তাই পরে আবার মন পরিবর্তন করে ফেলতাম।'

ঘরটির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পায়চারি করা শুরু করে দিল সাবের, তারপর তার মায়ের বিছানার সামনে এসে থেমে গেল। 'যদি আমার এত সব চেষ্টার পরে সে আমাকে অস্বীকার করে বসে, তাহলে কি হবে?'

'ঐ ছবি দেখার পর কে তোমাকে অস্বীকার করতে পারবে?'

'কায়রো অনেক বড় শহর, আর সেখানে এর আগে আমি কখনও যাইনি।'

'সে যে কায়রোতেই সে কথা তোমাকে কে বলল? সে আলেকজান্দ্রিয়া, আসিউত, কিংবা দামানহুর-এও থাকতে পারে। আমার কোনো ধারণা নেই আজ সে কোথায়? কি সে করছে? সে কি এখনও একা না বিয়ে করেছে? আল্লাহ্ই শুধু জানেন।'

সাবের রাগতভাবে হাত ছুঁড়লো, 'কি ভাবে আমি তাকে খুঁজে বের করব, মনে কর?'

'আমি জানি কাজটি খুব সোজা হবে না। কিন্তু এটা অসম্ভবও নয়। কিছু পুলিশ অফিসার ও উকিলদের সাথে তোমার জানাশোনা আছে। স্বনামধন্য কোনো ব্যক্তিই কায়রোতে অপরিচিত নন।'

'আশঙ্কা হচ্ছে, তাকে খুঁজে পাওয়ার আগেই আমার বাকি টাকা ক'টা ফুরিয়ে যাবে।'

'সেই জন্য তোমাকে এক্ষুনি শুরু করতে হবে।'

মুহূর্তখানেক চিন্তা করে সে জিজ্ঞেস করল, 'তার জন্য এত কষ্ট, পরিশ্রম, একি পোষাবে?'

'এ বিষয়ে সন্দেহের সামান্যতম অবকাশ নেই। যে জীবন তুমি চাও, সেটা তার সাথেই পাবে। গায়ে খাটুনির অপমান কিংবা অপরাধ জগতের সদস্য হতে বাধ্য হওয়া এর কোনোটাই তোমাকে সহ্য করতে হবে না।'

'আর যদি দেখি যে সে খুব গরিব? তুমিও কি অনেক ধনী ছিলে না?'

'তোমাকে আমি একটা বিষয়ে নিশ্চিত করছি, আর তা হলো এই যে টাকা-পয়সা তার অনেকগুলো সম্পদের একটি মাত্র। সত্য যে আমি ধনী ছিলাম, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মানজনক কোনো জীবন তোমাকে আমি দিতে পারিনি, এবং তুমিও যা করেছ তা হলো তোমার মা ও নিজের সম্মান রক্ষার জন্য নিজের মুষ্টি দুটোই ব্যবহার করে বেরিয়েছ সব খানে।'

আমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি, সে ভাবল। 'তাকে আমি খুঁজে পাব, তুমি কি সত্যিই তাই বিশ্বাস কর?'

'কে যেন আমাকে বলছে, সে জীবিত এবং হতাশ হয়ে যদি তুমি হাল ছেড়ে না দাও, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি তাকে খুঁজে পাবে।'

বিহ্বলতা আর হতাশা– এই দুইয়ের টানাপোড়েনে পড়ে সে মাথা দোলাতে লাগল। 'আমি কি সত্যিই তার খোঁজ করা শুরু করব? আমার শত্রুরা যদি এ কথা জানতে পারে, তাহলে তারা কি আমাকে উন্মাদ ভাববে না?'

'আর যদি তোমাকে বেশ্যার দালালি করতে দেখে তাহলে তারা কি বলবে? তাকে খোঁজা ছাড়া তোমার গত্যন্তর নেই।' সে যে কত শ্রান্ত এই কথা বিড়বিড় করতে করতে তার মা চোখ বন্ধ করল। সুতরাং পরদিন সকালে আবার তারা এ বিষয়ে আলাপ করবে এই কথা বলে মাকে সে এখন ঘুমোবার জন্য অনুরোধ জানালো। সাবের তার মায়ের পায়ের জুতা খুলে নিয়ে একটা বিছানার চাদরে তার শরীর ঢেকে দিল, কিন্তু বেখেয়ালে স্নায়ুর অনিয়ন্ত্রিত ঝটকায় সে তা ফেলে দিয়ে গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ল এবং একটু পরেই তার হাল্কা একটু নাক ডাকার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

নিদ্রাহীন, বিশ্রামহীন একটি রাত কাটানোর পর, পরদিন সকাল নটায় সাবের জেগে উঠল। মায়ের ঘরে তাকে জাগাতে গিয়ে সে তার মাকে মৃত আবিষ্কার করল। সে কি ঘুমের মধ্যেই বিদায় নিয়েছে, নাকি রাতে বেঁচে ছিল? কোনো মনোযোগ না পাওয়া একটা চিৎকার। কিছু এসে যায় না। এই তো তার মা, মৃতা, আগেরদিন যে পোশাকে সে জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছিল, সেই পোশাক পরে শুয়ে আছে। বিয়ের ছবিটি সে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল। তিরিশ বছর আগের এক বাপের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী। কত সত্য। সে যেন তার বাপেরই কার্বন কপি। বেশ তেজী, সুপুরুষমার্কা চেহারা। মনে দাগ কাটার মতো দৈহিক গড়ন। ডানদিকে সামান্য হেলানো টুপি এইটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলছে।

পড়শিদের বাড়িতে মেহমানরা আসতে শুরু করে দিয়েছে, মরহুমার শোবার ঘর থেকে ভেসে আসা কোরান তেলাওয়াতের শব্দ আর সঙ্গীতের ধ্বনি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

বাস্তবতাই বা কি, আর স্বপ্নই বা কি? আমার যে মায়ের শেষ কথাগুলো এখনও তোমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই মা এখন কবরে শুয়ে আছে। তোমার মৃত বাবা এখন পুনরুজ্জীবন চাচ্ছে। আর তুমি, কপর্দকহীন, নিপীড়িত, অপরাধ আর পাপে লবজবে, সেই তুমি স্বাধীনতা আর মনের শান্তিসহ সম্মানজনক এক জীবনে টেনে নিয়ে যাবে এমন এক অলৌকিক চাবি খুঁজে বেড়াচ্ছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২.

আপাতত ব্যাপারটা গোপন রাখাই ভালো। হতাশায় খোঁজ করা ছেড়ে দিতে হলে পরিচিত লোকজনের কাছে সে সাহায্য চাইতে পারবে। আলেকজান্দ্রিয়া দিয়েই সে শুরু করবে, যদিও এটা খুবই অস্বাভাবিক যে তার বাবার স্তরের একজন লোক আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকবে আর তার মা তা কখনো জানতে পারবে না।

টেলিফোন নির্দেশিকা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। সায়ীদ আল রহিমি। সুতরাং 'স' অক্ষর দিয়েই আরম্ভ করা যায়। আহা... তার ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়। আল মানশিয়া বইয়ের দোকানের মালিক জনৈক সৈয়দ সায়ীদ আল রহিমি। তার বাবার সামাজিক অবস্থান-অলা একজন লোকের পক্ষে এ প্রায় অসম্ভব। আর যাই হোক, আল মানশিয়া এলাকায় গত সিকি শতাব্দী ধরে তার মা কাজকর্ম করে আসছে। কিন্তু তবু সহায়ক কোনো সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

বইয়ের দোকানের মালিক পঞ্চাশোর্ধ্ব এক ব্যক্তি, ছবিটির সঙ্গে যার কোনো সামঞ্জস্য নেই। হাতে ওর মায়ের ছবিটি ঢেকে রেখে লোকটিকে সে ছবিখানা দেখাল।

'না, এই লোককে আমি চিনি না,' দোকান মালিক জানাল।

সাবের বুঝিয়ে বলল যে এ ছবিটি তিরিশ বছর আগের তোলা।

'একে কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'এ কি কোনো আত্মীয়টাত্মীয় হতে পারে?'

'আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার লোক; আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন এখানেই বসবাস করে। মায়ের দিকে কিছু আত্মীয় গ্রামে থাকে। এই লোককে আপনি খুজছেন কেন?

মুহূর্তখানেক ইতস্তত করার পর সে ঝটপট বলে ফেলে, 'আমার মরহুম বাবার তিনি একজন বন্ধু। রহিমি-দের কেউ কেউ কি অন্য কোথাও বসবাস করেন?'

সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে লোকটি বলল, 'আল-রহিমি আমার ঠাকুর্দা, আর এ তরফে আমি ও আমার বোন ছাড়া আর কেউই নেই।'

ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তার কাছে আর মাত্র দুশো পাউণ্ড আছে এবং প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় তা অতি দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই টাকাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মানজনক জীবনযাপনের আশাও শেষ হয়ে যাবে। চলমান প্রত্যেকটি লোককে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে তার চোখ ব্যথা করা শুরু করেছে। পরিচিত একজন আইনজ্ঞের সাথে পরামর্শ করলে, সে জানাল যে তার বাবার টেলিফোন নম্বরটি তালিকা বহির্ভূত হতে পারে। 'স্থানীয় শেখ আল হারা (আক্ষরিক অর্থে 'গলির বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি।' ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি সুদীর্ঘ সময় ধরে শহরের একটা বিশেষ এলাকায় বসবাস করেন। ঐ এলাকার জন্ম-মৃত্যু, ঠিকানা, ইত্যাদি জানা এবং সংরক্ষণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপর নির্ভর করে।) – কে জিজ্ঞেস করো, লোকটি বুদ্ধি দিল।

'আমার বাবা একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি,' ঘৃণাভরে সাবের তার দিকে কথাটা ছুঁড়ে মারল।

'তিরিশ বছরে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে পারে। আমি তো বলতে যাচ্ছিলাম যে বিভিন্ন জেলখানায় তুমি তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখতে পার।'

'জেলখানায়?'

'না-কেন? জেল তো মসজিদেরই মতো, সবার জন্য খোলা। মহৎ কাজ করেও লোকে অনেক সময় জেলে যায়।' ছোট্ট একটু হাসি দিয়ে উকিল বলে চলল, 'রেজিস্ট্রি অফিস দিয়ে শুরু করে, তারপর জেল ও সম্পত্তি মালিকদের তালিকা দেখা যাক। ওতে যদি কোনো হদিস না পাওয়া যায়, তাহলে স্থানীয় শেখদের জিজ্ঞেস করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকবে না।' কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেয়ার ধারণাটা সাবের বাতিল করে দিল। এ নিয়ে তার শত্রুরা তাহলে মস্করা করার সুযোগ পাবে। তার এই শহর ত্যাগ করে যাওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তিকে অপেক্ষা করতে হবে। আলেকজান্দ্রিয়ার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত সে স্থানীয় শেখ সবার সাথেই যোগাযোগ করল।

'কি করেন তিনি?

'সে অতি পরিচিত এক ধনী ব্যক্তিত্ব। এ ছাড়া তার সম্বন্ধে আমি আর কিছুই জানি না। এই হলো তিরিশ বছর আগে তোলা তার একটি ছবি।'

'তাঁর খোঁজ করছ কেন?'

'সে আমার বাবার এক পুরনো বন্ধু এবং আমাকে তার খোঁজ করতে বলা হয়েছে।'

'তুমি কি নিশ্চিত তিনি এখনও বেঁচে আছেন?'

'কোনো কিছু সম্পর্কেই আমি নিশ্চিত নই।'

'তিনি যে আলেকজান্দ্রিয়াই আছেন তা তুমি কেমন করে জানলে?'

'শুধুই অনুমান, তার বেশি কিছু নয়।'

তারপর শেষ উত্তর জেলের ভারী দরোজা বন্ধ হওয়ার মতো ঘটাং করে উঠত, 'দুঃখিত, তাকে আমরা চিনি না।' অনুসন্ধানের চলিষ্ণু আবর্তে, প্রত্যেক পথচারীর মুখই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যেতে লাগল; কিন্তু সবই নিষ্ফল। বৃষ্টির ফোঁটা তাকে সমুদ্রতীর থেকে চলে এসে 'মিরামার' নামক পান্থবাসে আশ্রয় নিতে বাধ্য করত। শেষ বিকেলের ধূসর আকাশে অন্ধকারের প্রথম পাতলা আবরণ যখন দিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোর অবশিষ্ট অংশটুকুকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে দূর করে দিত তখন সে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত। স্বাগত জানিয়ে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'এসো!'

করমর্দন করে সে বসে পড়ল।

'আমার শোকবার্তা তোমাকে দেয়া হয়নি, কিন্তু এই 'ল্য কানার' রেস্তরাঁয় তুমি না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করছিলাম। সবাই তোমার কথা জিজ্ঞেস করছে।' বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গেছে। কোনো একটা জরুরী কাজ আছে এই অজুহাত তুলে সে উঠে দাঁড়াল। মহিলাটিও উঠে দাঁড়িয়ে আলতোভাবে বলল, 'তোমার কি টাকা-পয়সার টানাটানি যাচ্ছে?'

তো তাহলে এরা কথাবার্তা বলা শুরু করে দিয়েছে!

প্রলুব্ধ করা ভঙ্গিতে মহিলাটি বলে চলল, 'তোমার মতো কারো কখনো টাকা পয়সার টানাটানিতে পড়া উচিত নয়।'

নিরুত্তাপভাবে করমর্দন করে সাবের ঐ স্থান ত্যাগ করল। তোমার মতো কারো কখনো টাকা পয়সার টানাটানিতে পড়া উচিত নয়। কুহকিনীর আহ্বান। তোমার শত্রুরা ঠিক এইটে চায়। তার চেয়ে আমি বরং মরে যাব। আলেকজান্দ্রিয়ায় আর কি বাকী আছে?

গণক ঠাকুর, কিন্তু সেও নতুন কিছু নয়।

শেখ, হয়তো সর্বজ্ঞই তিনি। দরজা-জানালা খিল-আঁটা, তাঁর একতলার ছাতাধরা ঘরে সে তাঁর সাথে দেখা করতে গেল। মেঝের ওপর আসন গেড়ে বসে চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে যাওয়া শেখ বললেন, 'খোঁজ কর তাহলেই তুমি পাবে।' ঢেউয়ের শব্দ কোনো শুভ আরম্ভের যেন সূচনাই করল, মনে হয়। 'শীতের রাতের মতো সুদীর্ঘ, ক্লান্তিকর হবে এই অনুসন্ধান,' শেখ যোগ করলেন। প্রত্যেকটি দিন যেন একেকটি বছর, আর কি ব্যর্থতায়! 'যা খোঁজ করছ, তা তুমি পাবে।'

চকিত কণ্ঠে সাবের বলে উঠল, 'আমি কি খোঁজ করছি?'

'তোমার জন্য সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'

'সে কি আমার সম্পর্কে জানে?'

'সে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

হয়তো তার মা তাকে সবকিছু বলেনি।

'তাহলে সে জীবিত!'

'আল্লাহ্ মেহেরবান!'

'তাকে কোথায় পাব, আমি আসলে সেইটে জানতে চাই।'

'ধৈর্য ধর।'

'অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমি ধৈর্য ধরতে পারি না।'

'তুমি তো সবে শুরু করেছ।'

'আলেকজান্দ্রিয়ায়?'

শেখ তাঁর চোখ বন্ধ করলেন। 'ধৈর্য, ধৈর্য,' তিনি বিড়বিড় করে বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দঙ্গল, ফেরিওয়ালা, গণ্ডগোল, প্রশস্ত সড়ক, গণ্ডগোল, সরু রাস্তা, গণ্ডগোল, একটা মহানগরীর এই সমস্ত আগড়ুম বাগড়ুম সব কিছু দেখে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। উল্টোপাল্টা, অসঙ্গতি সবখানে। এমনকি আবহাওয়ায়ও। ডুবে যাওয়ার আগে উষ্ণ রশ্মি নিয়ে সূর্যের টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা, এবং এই প্রচেষ্টার পর কেল্লা ফতেহ করার জন্য ঘাপটি মেরে বসে থাকা প্রশান্ত সুশীতল বায়ু।

এমনি হাঁটতে হাঁটতে 'কায়রো হোটেল'-এর সামনে তোরণশোভিত একটি রাস্তায় গিয়ে সে উপস্থিত হলো। বাইরে থেকে দেখে মনে হলো এই হোটেল তার নাগালের মধ্যে হবে। এবং এই ব্যাপারটি সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য যেন ঐ হোটেলের প্রবেশ পথের সামনে একটি ভিখারী আসন গেড়ে বসে ভক্তিমূলক গান গাইছিল। রাস্তার দুদিকে সারি সারি দোকানের যেন হুড়োহুড়ি, আর ফুটপাতের সবখানে নানা ধরনের সব পণ্যসম্ভার যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

জোলো-হলুদ রংয়ের দেয়াল-অলা এই হোটেলটি চারতলা একটা পুরনো বাড়িতে অবস্থিত। তোরণ-অলা সদর দরজা পেরিয়ে লম্বা বারান্দার শেষ মাথায় গিয়ে উপরে উঠে গেছে সিঁড়িপথ। বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় অভ্যর্থনার টেবিল পাতা, তার পেছনে চেয়ার গেড়ে বসে আছে বুড়ো মতো এক লোক আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি মেয়েলোক। কী মেয়েলোকরে বাবা! সময়ের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া বহুদিনের সুপ্ত স্মৃতি ও বাসনা সা করে জেগে উঠল তার মনে। সমুদ্রের শব্দ ও গন্ধ এবং রাতের আঁধারে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা মাতাল আবেগের বেহিসাবি একটা মুহূর্ত। তার ও হোটেলটির মাঝে মুহূর্তের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠল; তাদের দেখা হওয়া যেন পূর্ব-নির্ধারিত ছিল।

রাস্তা পেরিয়ে একটা জ্বলন্ত আগ্রহ নিয়ে সে ভেতরে ঢুকলো। সুন্দরী, লাস্যময়ী, শ্যামলী মেয়েটি, তার পটল-চেরা চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে প্রলোভন আর সম্মোহনের সীমাহীন ধারা। ধূসর বর্ণের আঁটোসাঁটো পোশাক, হাতের আঙুলের লম্বা লম্বা নখে যেন উত্তেজক, পাশবিক কামনার ইশারা।

এই মেয়েলোকটি ফেলে আসা সেই তারই কথা মনে করিয়ে দেয়। দশ, কিংবা তারও চেয়ে বেশি বছর আগে, নাম বহু আগে ভুলে গেছি, কিন্তু সেই সব মুহূর্ত একেবারে জলজ্যান্ত হয়ে আবার এখানে উপস্থিত। দূর অতীতের সেই মেয়েটি এখন তেমন একটা গুরুত্ব আর বহন করে না, কিন্তু তার বাবা যেমন অজানা কোনো অতীত থেকে এসে ডাক দিয়ে যায়, তেমনি এখানের এই মেয়েটিও তার সমস্ত অতীত টেনে এনে এইখানে যেন উপস্থিত করেছে। এ যেন মৃতদের ভুতুড়ে ডাক, যা তাকে সাগর থেকে টেনে এই বিশাল শহরে এনে তুলেছে। মেয়েটি তার দিকে একটি চটুল, অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে, তার ডান দিকের হোটেল লাউঞ্জের দিকে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিল। ডেস্কের ওপর একটা বড় বালাম বই খুলে কাঁপা হাতে একটা বিবর্ধক কাচের ওপর মাথা নুইয়ে বসে থাকা বুড়ো লোকটির কাছে হেঁটে এগিয়ে গেল সাবের। বুড়ো লোকটি তার দিকে খেয়াল করল না, সুতরাং মেয়েটির দিকে আরেকটি চোরা চাউনি দিয়ে তার চোখে প্রথমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি আমাকে কিছুই বললেন না,' সাবের রাগতস্বরে বলল।

'আমি তোমাকে সমস্ত কিছুই বলেছি,' শেখ উত্তর করলেন।

মনে মনে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গিয়েই সে পড়ল ঝড়-ঝঞ্ঝার সূচনাপর্বের মেঘের গুড়গুড় আওয়াজের মধ্যে। সমস্ত আসবাবপত্র বেচে দিয়ে সে কায়রো যাওয়া স্থির করল। তার ব্যয়সাধ্য রুচির দাবি ও খরুচে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য ইতিমধ্যেই সে দামি দামি জিনিসপত্র বেচে দিয়েছে। পুরনো আসবাবপত্রের ব্যবসায়ীরা তার ফ্ল্যাটে আসুক এটা তার সাংঘাতিক অপছন্দ, তাই তার মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী 'ম্যাডাম' নবাইয়ার কাছে একদিন সে গেল। ঐ চক্রের মধ্যে একমাত্র একেই সে ঘৃণা করত না।

'তোমার আসবাবপত্র আমি খুশি হয়েই কিনব, কিন্তু তুমি চলে যাচ্ছ কেন?' তার হুকো থেকে সাবেরকে একটান পান করতে দিতে দিতে সে জিজ্ঞেস করল।

'এই সমস্ত ঝক্কিঝামেলা থেকে অনেক দূরে, কায়রোতে, আমি নতুন জীবন শুরু করব।'

'আল্লাহ্ ওর রুহের মাগফেরাত করুন। ও তোমাকে এত ভালোবাসত যে অন্য কোনোরকম জীবনের জন্যই তো তোমাকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলেনি।'

নবাইয়া কি বলেছে তা বুঝতে পেরে সে বলল, 'এই ধরনের জীবনের জন্য আমি আর যোগ্য নই।'

'কায়রোতে তুমি কি করবে?'

'আমার এক বন্ধু কথা দিয়েছে সে আমাকে সাহায্য করবে।'

'বিশ্বাস করো, আমাদের পেশা ওর দাম্ভিক লোকদেরকেই মানায়।' বেশ বড়সড় ধরনের পিকদানির মধ্যে সে থুতু ফেলল। ঐ-ই তার উত্তর।

ট্রেনটি দক্ষিণে কায়রোর দিকে ছুটে যত এগোতে লাগল, আলেকজান্দ্রিয়া ততোই অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে উঠল। শীতের অর্ধপরিত্যক্ত রাস্তা-সড়কের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার আগমনের বার্তাবাহী কালো মেঘ আকাশ জুড়ে; সিকি শতাব্দীর কত স্মৃতি, কত কথা, সব ঐ কালোমেঘে ঢাকা শরতের শেষ গোধূলিতে হারিয়ে গেল। এই শহরটির উদ্দেশে সে এক নীরব বিদায়-বাণী পাঠালো, আর ভবিষ্যৎ তার জন্য কি তুলে রেখেছে তাই মনে মনে ভাবতে লাগল। এবারে তার সফরসঙ্গী, হ্যাঁ একমাত্র সফরসঙ্গী হলো ভাবনা, বাবার জন্য তার ভাবনা। যে সমস্ত প্রশ্ন সে জিজ্ঞেস করেছিল, তার মায়ের ধরি মাছ না ছুঁই পানি ধরনের উত্তরে সব সময়ই সে ভেবে এসেছে যে অসংখ্য বেশ্যাবাড়ির যে কোনো একটিতে মুহূর্তের আনন্দের ফসল সে। বেজন্মা।

কায়রো স্টেশনের হঠাৎ কানে লাগা প্রচণ্ড হট্টগোল তার চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হলো যে ফিরতি ট্রেনেই আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে যায়। কিন্তু সে চিন্তা বাদ দিয়ে, স্টেশনে মালপত্র রেখে, শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদে সে হেঁটে বাইরে বেরোল। গাড়ির বহর, অসংখ্য বাস, পায়েচলা লোকের সীমাহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-প্রতিশ্রুতি সে আবিষ্কার করেছিল সে সম্পর্কে নিজেকে নিশ্চিত করে নিল। তিরস্কারের হাল্কা ছোঁয়াচ লাগানো একটি চাউনি মেয়েটি তাকে ফিরিয়ে দিল, তারপর আলতো একটু ধাক্কা লাগিয়ে সচেতন করে দিল বুড়োকে। সাবের সঙ্গে সঙ্গে তাকে 'আসসালুম আলাইকুম' বলে সালাম জানালো।

বুড়ো মাথা তুললে তার অজস্র বলিরেখাপূর্ণ মুখ আর অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর ঈগলনাক চোখে পড়ল। তার ধূসর চোখের চাউনি দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই পৃথিবীর কি এবং কেন জাতীয় ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত।

'আমার একটি ঘর প্রয়োজন,' সাবের বলল।

'রাত প্রতি বিশ পিয়াস্তার।'

'আর যদি দুসপ্তাহ থাকি, তাহলে?'

'বিশ পিয়াস্তার আজকাল কিছুই নয়।'

'আমি একমাস কিংবা তারও বেশি সময় থাকতে পারি।'

দর কষাকষি ছেড়ে দিয়ে বুড়ো লোকটি বিড়বিড় করে বলল, 'আপনার মর্জি।'

সাবের তার নাম ঠিকানা দিল এবং পেশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে সে স্রেফ উত্তর দিল, 'আমার ব্যক্তিগত অর্থসম্পত্তি আছে' বুড়ো লোকটির কাছে তার পরিচয়পত্র সে হস্তান্তর করল এবং বুড়ো যখন পড়ায় ও খুঁটিনাটি খাতায় তোলার কাজে ব্যস্ত, তখন সেই ফাঁকে চুপিসারে সাবের মেয়েটিকে আরো একটু দেখে নিল। চার চোখের মিলন হলো, কিন্তু প্রথম যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি সাবের সেখানে দেখেছিল এবার তা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলো। তা সত্ত্বেও সে নিজেকে এই বলে বোঝাল যে এ হচ্ছে তার অতীতের সেই মেয়েটিই। সেই মেয়েটির চুলে গোঁজা গোলাপী লাল রংয়ের কারনেশন ফুল আর সাগরের সুবাস এসে তার নাসারন্ধ্রে আবার আঘাত করল। হঠাৎ সে খুব অশাবাদী হয়ে উঠল যে তার উদ্দেশ্য সফল হবে এবং মেয়েটি যে প্রস্তুত এবং আগ্রহী সে সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যও তার কোনো সন্দেহ হলো না। আপাতদৃষ্টিতে তাকে নিরুৎসাহী মনে হয়, কিন্তু এই শীতল, নিরুৎসাহিত বহিরাবরণের ভেতর লুকিয়ে আছে মোহিনী জাদুকরী।

বুড়ো পরিচয়পত্রটি ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আপনি কি আলেকজান্দ্রিয়ার লোক?'

মৃদু হাসতে হাসতে সে মাথা দোলালো এবং মেয়েটির দিকে চেয়ে চতুরতার সাথে বলল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি আলেকজান্দ্রিয়া আপনার খুব পছন্দ।'

প্রত্যুত্তরে বুড়ো সামান্য একটু হাসল কিন্তু তার সমস্ত প্রত্যাশার মুখে ছাই দিয়ে, মেয়েটি মনে হলো তার কথা যেন শোনেওনি, সুতরাং ঝটপট করে সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কোনোদিন সৈয়দ সায়ীদ আল রহিমিকে চিনতেন?'

'চেনা অসম্ভব নয়।'

মেয়েটির কথা ভুলে গিয়ে সাবের অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠল, 'কোথায়, কখন?'

'মনে করতে পারছি না; আমি নিশ্চিত নই।'

'কিন্তু সে খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তেমন অনেককেই আমি চিনতাম, কিন্তু একজনের কথাও এখন আর মনে নেই।'

তার আশা বেড়ে গেল। মেয়েটির দিকে সে চাইল কিন্তু একটি চাকরি-বাকরি-বিহীন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক কেন এই হোটেলে অবস্থান করবে এই প্রশ্ন যেন সে জিজ্ঞেস করছে এমন একটি সন্দেহ ও ঠাট্টা তার দৃষ্টিতে সে ঝুলিয়ে রেখেছে। এতে সে একটুও অস্বস্তি বোধ করল না। এখানে তার থাকার কারণ যখন মেয়েটি আবিষ্কার করবে তখন সত্য বেরিয়ে আসবে। এবং আজ হোক কাল হোক জানতে সে পারবেই।

মেয়েটির কি তার কথা মনে আছে? আলেকজান্দ্রিয়ার কার্ণিশ সড়ক ধরে অনেক হাঁটাহাঁটি, তোষামোদির পর তার হাতের লম্বা নখ তার পিঠের মাংসের মধ্যে বসে যাওয়ার কথা সে অনুভব করল। যে-তোষামোদি শেষ হয়েছিল অন্ধকারে, তখন তাদের নগ্নদেহের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল সমুদ্রের মৃদু বাতাস। কিন্তু ওর বাবা তখন কোথায় ছিল? এবং কখনই বা সে কায়রোয় এসে এই হোটেল চালানো শুরু করল?

মহিলাটি ডাক দিল, 'মোহাম্মদ আল-সাবি।'

দরজার কাছে তার আসন থেকে একটি বুড়ো মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে তার ডাকে সাড়া দিল। সে খুব হাল্কা-পাতলা, ছোটখাটো এবং তার গায়ের রং খুব কালো। তার পরনে ছিল ডোরাকাটা ধূসর রংয়ের একটি জোব্বা এবং মাথায় চেপে বসানো একটি শাদা টুপি।

মহিলা সাবেরের দিকে নির্দেশ করে বলল, 'তের নম্বর ঘর।'

নম্বরটির কথা শুনে একটু হাসল। সে সেখানে গিয়ে তার মালপত্র নিয়ে আসার জন্য অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে মোহাম্মদ আল-সাবিকে অনুসরণ করে সে চার তলায় তার কক্ষে উঠে গেল। তার পেশার পক্ষে অতি দ্রুতমাত্রায় চলনশীল মাঝবয়সী একটি পোর্টার তার ব্যাগট্যাগ বয়ে নিয়ে এলো। পোর্টারটির চোখ দুটো ছোট ছোট, কনুইতে এবং তার মাথাটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ফলে তাকে অত্যন্ত হাবাগোবা বোকা ধরনের মনে হয়।

'তোমার নাম কি?' সাবের জিজ্ঞেস করল।

'আলী সিরিয়াকুস।'

এমনভাবে সে উত্তর দিল যে তাতেই সাবেরকে বলে দিল যে প্রয়োজনে এই লোকটিকে কেনা যাবে।

'ডেস্কে বসা ঐ বুড়ো লোকটা কি এই হোটেলের মালিক?'

'হ্যাঁ, জনাব খলিল আবুল নাগা।'

সে মহিলাটি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু যথাসময়ে সে নিজেকে সাবধান করে দিল যে হাবাগোবা অবস্থা দোধারী তলোয়ারেরই মতো।

একা হবার পরে সে তার চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল। প্রথমেই যে জিনিসটি মনে দাগ কাটে তা হচ্ছে বয়স। উঁচু সিলিং আর পুরনো ধাঁচের খাট। তার মায়ের সাথে প্রেম করার সময় তার বাবা নিশ্চয়ই এমন পরিবেশ পছন্দ করত। জানালা দিয়ে সড়কের একেবারে উত্তর মাথায় যে চত্বরটি অবস্থিত সেইখানে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টি ফেরাল। চত্বরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ঝর্নার তলায় ছেলেপুলেরা উথালপাথাল করছিল। বাতি জ্বেলে, পুরনো ডিভানের ওপর বসে সে চোখ বন্ধ করল। অলীক যৌনকল্পনা এবং তার বাবাকে পাওয়ার স্বপ্ন মিলেমিশে একাকার হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

পটলচেরা সেই চোখের আহ্বান সে শুনতে পাচ্ছিল। মেয়েটিও এখন মনে মনে তার কথা চিন্তা করতে পারে এবং এখানে তার উপস্থিতির কারণ জানতে চাইতে পারে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সেই মেয়েটিই এই। উৎসবের আনন্দ, হৈ-হট্টগোল ছাপিয়ে মেয়েটির কণ্ঠস্বর তার কানে আসছে, এইভাবে তার অত কাছে না যাওয়ার জন্য সেই কণ্ঠস্বর তাকে বলছে।

তুমি খুব ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব দিলে যে কোনো মেয়েই এর আগে তার সাথে কখনও এমন করে কথা বলেনি। দেখতে একটা অতি সাধারণ মেয়েমানুষের সাথে সে চলে গেল, বাতাস তখন তার চুল নিয়ে খেলা করছে। খলিল সাহেব তখন কোথায় ছিল? আজকে একাধিকবার তোমাদের চোখাচোখি হয়েছে এবং দৃষ্টি ছিল অর্থপূর্ণ। কিন্তু অতীত স্মৃতির কোনো ইশারাই সেখানে ছিল না। সমুদ্রের পারে উল্টানো নৌকোগুলোর ধারে বসে সেই যে একটানা কথা, যে-কথার আড়ালে লুকনো ছিল গভীর আবেগ আর শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষা– সেই প্রলম্বিত আলাপ আলোচনার কোনো স্বীকৃতিই ছিল না ঐ দৃষ্টিতে। চুরি করা একটা চুমো আর তার পরপরই বন্ধুত্বপূর্ণ কৃত্রিম ধ্বস্তাধ্বস্তি। তারপর তুমি চেঁচিয়ে উঠলে, একদিন আমি লম্বা লম্বা ঐ নখগুলো টেনে তুলে ফেলব।

অন্ধকারে এসে শেষ হওয়া সেই প্রলম্বিত তোষামোদি, সে ছিল এক সম্পূর্ণ বিজয়, যে বিজয়ের পরপরই এসেছিল অনুপস্থিতি ও সুদীর্ঘ নীরবতা। তারপর তোমার মা এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় সরে গিয়ে শেষতক এই সুষমামণ্ডিত নবী দানিয়াল সড়কের ফ্লাটে না আসা পর্যন্ত কি যে ঘটল তা একমাত্র তোমারই জানা। সেই অন্ধকার রাত আর চুলে গোলাপী লাল কারনেশন ফুল জড়ানো সেই মেয়েটির সাথে এই হোটেলের একটা সম্পর্ক থাকতেও পারে। এই মেয়েলোকটি তোমার শিরায় আবেগের তীব্র ঝড় তোলে। তোমার নিঃসঙ্গতার তীব্র যন্ত্রণার ব্যথা কিছুটা লাঘব করতে এবং সন্ধানের মাঝেমধ্যে নিশ্চয়ই তোমার আবেগ ও উষ্ণতার কিছু কিছু মুহূর্তের প্রয়োজন। এবং তারপর, অলৌকিক ঘটনাটি যখন ঘটবে, তখন তুমি চেঁচিয়ে উঠবে, 'আমি সাবের, সাবের সৈয়দ সায়ীদ আল রহিমি। এই আমার জন্মের সার্টিফিকেট আর এই হচ্ছে সেই কাবিননামাটি। আর ছবিটির দিকে ভালো করে খেয়াল কর।'

তারপর তোমার দুই বাহু প্রসারিত করে দেবে এবং অলক্ষুনে সব চিন্তা আর সন্দেহ চিরতরে দূরীভূত হয়ে যাবে।

যে কোনো দিক থেকে দেখতে গেলেই তুমি এখন একজন মহিলা বনে গেছ। লোনা পানি মাখানো সেই মেয়েটি কোথায় গেল? সেই নির্ভেজাল কুমারী গন্ধ কই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩.

মাত্র তিনঘণ্টা ঘুমিয়ে, খুব সকাল সকাল সে বিছানা ছাড়ল। নিজেকে বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছিল তার।

জানালা খুললে তার চোখের সামনে এমন এক জগৎ ভেসে উঠল যা এর আগে সে আর কখনো দেখেনি। আলেকজান্দ্রিয়ার সেই পরিচিত দৃশ্য, সেই সব দালান-কোঠা, সকালের সেই পরিচিত জগতের পরিবর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল সম্পূর্ণ অচেনা এক দুনিয়া। যে বাতাসে সে শ্বাস নিত এ বাতাসও যেন তার থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। তার চারিদিকে এই অদ্ভুত পৃথিবী, তার অনুসন্ধেয় বাস্তবতায় বাবার একটি প্রতিকৃতি যেন ফুটিয়ে তুলল। আলী সিরিয়াকুস নাশতা নিয়ে এলে সাবের তাকে জিজ্ঞেস করল, 'গতকাল খলিল সাহেবের কাছে যে মেয়েটি বসে ছিল সে কে?'

'তার স্ত্রী।'

সাবের এটা আশাই করতে পারেনি। অবিশ্বাস ও ঘৃণার মধ্যে দিয়ে সে যেন উচ্চারণ করল, 'একি আলেকজান্দ্রিয়ার মেয়ে?'

'আমার কোনো ধারণা নেই।'

'খলিল সাহেব এই হোটেলটি কখন কিনেছেন?'

'আমি জানি না। আমি কেবল এই গত পাঁচ বছর যাবৎ এখানে কাজ করছি।'

'তখনও কি তার এই বউ ছিল?'

'হ্যাঁ।'

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার অতীত জীবনের সেই মেয়েটিই এই। সেই বাজে মেয়েলোকটির কাছ থেকে একে এনে বুড়ো এখন তাকে মহিলা সাজিয়েছে। কিন্তু টাকা ফুরিয়ে যাবার আগে, তার খোঁজের ব্যাপারে তাকে আরো মনোনিবেশ করতে হবে। তার ঘর ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে দেখল যে দারোয়ান মোহাম্মদ আল সাবির সাথে খলিল সাহেব কথা বলছেন। হোটেলের কিছু নিবাসীরা লাউঞ্জে বসে কেউবা খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ কফি পান করছে, আবার কতক বা একত্র জটলা করে গালগল্প করছে। সে কয়েক পা এগিয়ে খলিল সাহেবের কাছে গিয়ে, তার সাথে সালাম বিনিময় করে, টেলিফোন নির্দেশিকাটি চাইলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ... সৈয়দ... সৈয়দ... সৈয়দ... আহা। সৈয়দ সায়ীদ আল রহিমি। এই তো... । তার হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হলো। ইনি ডাক্তার এবং চিকিৎসা অনুষদের অধ্যাপক। বেশ কেউকেটা! আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ বোধ হয় আমারই পক্ষে আছেন।'

বুড়ো তার দুর্বল, ঝাপসা দৃষ্টি মেলে চোখ উপরের দিকে তুলল। 'মনে হয় যে জন্য এসেছিলাম তাতে আমি সফলকাম হবো,' সাবের বলে গেল।

'সফলতা খুব সুন্দর জিনিস ,' আস্তে আস্তে বুড়ো বলল, 'তুমি যেমন এই সুন্দরী মেয়েটিকে দখল করতে সফল হয়েছ!'

ক্রমবর্ধমান আগ্রহ নিয়ে বুড়ো তার দিকে তাকিয়েই থাকল। 'আমি একজন লোকের খোঁজ করছি। এমন একজন যিনি আমার কাছে সমগ্র জগৎ-তুল্য,' সাবের বুঝিয়ে বলল।

'এই হোটেলে থাকার জন্য কেউ আসে না। বিশেষ কোনো কাজ, অথবা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নিয়ে এখানে আসে। তারপর একদিন, এক সপ্তাহ, কিংবা একমাস সময়ে যখন তা করা শেষ হয়, তারপর আবার বিদায় নিয়ে যায় তারা,' বুড়ো বলল।

'সেইটেই স্বাভাবিক,'– সাবের উত্তর দিলো।

'সেই জন্যই একই ছাদের নিচে থেকে, একই সঙ্গে খানা খেয়েও তারা কখনোই পরস্পরকে চেনে না।'

'আমার মনে হয় আপনার কাজটি বেশ আকর্ষণীয়,' আলাপ চালিয়ে যাবার লক্ষ্যে সাবের বলল।

'একেবারেই না!'

ভাগ্যের উত্থান-পতনের কী মাহাত্ম্য! উদাহরণ হিসেবে এই মেয়েটিকেই ধরা যাক না কেন! পেছনে সে পায়ের আওয়াজ পেল এবং কালো স্কার্ট, লাল ব্লাউজ এবং মাথায় গোল নক্‌শী করা একটি স্কার্ফ জড়িয়ে সেই মেয়েটিই এসে হাজির হলো। সাবেরের হৃদ্‌স্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল। তার চোখের দৃষ্টিতে অকর্ষিত জমির প্রতিশ্রুতি। সমুদ্রের লোনা হাওয়ার ঘ্রাণ তার নাকে এসে আবার লাগল। অনেকগুলো টাল খাওয়া একটি ধূসর রঙের স্যুটকেস দারোয়ান তুলে নিল। হোটেলের বালাম বই থেকে বুড়ো মাথা তুললো।

'তুমি কি এক্ষুনি যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, তোমার সাথে পরে দেখা হবে। চলি,' সে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল, পেছনে পেছনে তাকে অনুসরণ করল দারোয়ান মোহাম্মদ আল সাবি। তুমি সত্যিই একটি রহস্য, খলিল! তোমার ঐ মুখমণ্ডল, মৃত্যু-মুখোশের মতো ভাবলেশহীন। আপাতশান্ত অবস্থায় সাবের উঠে দাঁড়ালো এবং বিদায় নিয়ে হেঁটে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এলো। কড়া নজরে রাস্তার এমাথা ওমাথা একবার ভালো করে পরখ করে নিল। ঐ তো যাচ্ছে ওরা! চত্বরের দিকে এগুচ্ছে। দ্রুত পা ফেলে অল্প সময়ের মধ্যেই সে ওদেরকে ধরে ফেলল। দারোয়ান ফিরে তাকালো, চোখে তার প্রশ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠোঁটের কোণায় একটা অপরাধী অপরাধী প্রশ্ন ঝুলিয়ে সাবের প্রশ্ন করল, 'মাফ করবেন মোহাম্মদ সাহেব, আজহার চত্বরে যাওয়ার পথটা একটু বলতে পারেন?'

অবাক হয়ে মহিলাটি ওর দিকে তাকালো। দারোয়ান পথ বাতলানো শুরু করল। ফাঁকে ফাঁকে চোরা চাউনি দিতে দিতে সে-ও শোনার ভান করে যেতে লাগল। মহিলার চোখে প্রতিশ্রুতিময়, উদ্দীপক দৃষ্টি। তার চুলের সেই কারনেশন ফুল, সমুদ্রের লোনা হাওয়া আর নগ্ন অন্ধকার সম্পর্কে সাবের তাকে প্রায় প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে দারোয়ান কথা থামিয়ে দিয়েছিল। সাবের তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করল। এই পাহারাদার নিয়ে কোথায় যাচ্ছে মহিলা সে নিজে কি অতিমাত্রায় ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে? একটু আগ বাড়ানো ধরনের সে সব সময়ই ছিল। কিন্তু এবার বুঝি ভরাডুবি হলো। নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে, সে ডাক্তারের সহকারীর দেখা পেল। সহকারী জানাল যে ডাক্তার সাহেব সাধারণত দুপুরের দিকে আসেন। সে আসন নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার বাবা কি এইখানে কাজ করে? ভয়, হতাশা, আশা, উদ্বেগ- সব ভিড় করে এল তার মনে; বাবা যদি তাকে অস্বীকার করে বসে তাহলে সে কি করবে? নিজের অধিকার আদায়ের জন্য শেষ পর্যন্ত সে লড়ে যাবে! উত্তেজনার মধ্যে সে হঠাৎ অনুভব করল যে ডাক্তার সাহেব যে কীসে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন তা-ই জানা হয়নি। ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে সে সহকারীটির দিকে এগিয়ে গেল।

'আচ্ছা ডাক্তার সাহেব কিসের বিশেষজ্ঞ?'

'কেন, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ!'

'আমি একটু নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম আর কি। দেখুন, আমার বাড়ি আলেকজান্দ্রিয়া।' সে অনুভব করল যে তার কথাটা বেজায় বোকা বোকা শোনাল, কিন্তু সে কোনো পরোয়া করল না। 'আপনার কি ধারণা আছে, ডাক্তার সাহেবের বয়স কত?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আমার কোনো ধারণা নেই,' অবাক হয়ে সহকারীটি উত্তর দিল।

'কিন্তু মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারেন নিশ্চয়ই?'

'উনি চিকিৎসা অনুষদের একজন অধ্যাপক।'

'তিনি কি বিয়ে করেছেন?'

'অবশ্যই, মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে এমন একটি ছেলেও তাঁর আছে।'

এইটে তাহলে একটা বাধা! বেশ্যাবাড়ি থেকে আসা এই নতুন সদস্য সম্পর্কে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিশ্চয়ই কিছু বক্তব্য থাকবে। তা সত্ত্বেও, সে মন স্থির করে ফেলল।

রোগীরা আসা শুরু করলে অল্প সময়ের মধ্যেই সবার ঘর ভরে গেল। তার পালাও এলো এক সময়। সন্দেহ এবং উদ্বেগ কানায় কানায় পূর্ণ অবস্থায় সে ডাক্তারের সামনে উপস্থিত হলো। ছবির সাথে চেহারার কোনো মিল নেই। ডাক্তারের উল্টোদিকে তার মুখোমুখি বসে সে প্রশ্নের উত্তর দেয়া শুরু করল।

'আমার নাম সাবের সৈয়দ সায়ীদ আল-রহিমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমার ছেলে,' জোরে হেসে উঠে ডাক্তার বলল।

'সত্যি বলতে কি, আপনার পেশাগত সাহায্যের জন্য আমি এখানে আসিনি ।'

প্রশ্নমাখা দৃষ্টি নিয়ে ডাক্তার তার দিকে চাইলো।

'আমি সৈয়দ সায়ীদ আল-রহিমিকে খোঁজ করছি।'

'তুমি কি আমার খোঁজ করছ?'

'জানি না। দয়া করে ছবিটার দিকে একটু চেয়ে দেখুন না।'

ডাক্তার ভালো করে ছবিটির দিকে তাকিয়ে দেখে মাথা নাড়াতে লাগল। 'একি আপনার ছবি নয়।'

'অবশ্যই না,' হাসতে হাসতে সে উত্তর করল, 'ঐ সুন্দরী মহিলাটি কে?'

'আপনার আত্মীয়-স্বজন কেউ? তিরিশ বছর আগের তোলা ছবি এটি।'

'না, না। এ মহিলাকেও চিনি না।'

'আপনি কি রহিমি পরিবারের সদস্য?'

'আমার বাবা সায়ীদ আল রহিমি। তিনি ডাক বিভাগে কাজ করতেন।'

'আপনার পরিবারের অন্য কোনো শাখা আছে কি?'

'না। আমার পরিবার অত্যন্ত ছোট।'

হতাশায় টোল খেয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। 'আপনাকে তকলিফ দেয়ার জন্য দুঃখিত। কিন্তু ঐ রকম নাম-অলা কারো কথা কি আপনি শুনেছেন?'

'ঐ নামের কাউকে আমি চিনি না। তুমি ঠিক কি খোঁজ করছ?'

'তিরিশ বছর আগে তোলা এই যে ছবি দেখছেন, এই ছবির এই লোক সৈয়দ সায়ীদ আল রহিমিকে আমি খুঁজছি।'

'সে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। যাই হোক, নিখোঁজ লোকের সম্পর্কে আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই।' ডাক্তার সাহেব গলার স্বরটি এমন করে কথাটি বলল যে বোঝা গেল তাদের সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ।

তার সামনে প্রথমেই যে সরাবখানা পড়ল, সেখানে ঢুকে সে একটা ব্রান্ডি দিতে বলল। আবার নতুন করে তাকে শুরু করতে হবে। টেলিফোন নির্দেশিকাটি একটি নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। খলিলের স্ত্রীকে দেখার পর যে আশা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তা অতি দ্রুতই আবার শুকিয়ে যেতে শুরু করল। আলেকজান্দ্রিয়ায় রেজিস্ট্রি অফিস ও স্থানীয় শেখদের কাছে নিষ্ফল অনুসন্ধানের কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু এখানে এই কায়রোতে সে তো কাউকেই চেনে না। খবরকাগজে বিজ্ঞাপন দেয়াটাই সম্ভবত সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হবে। বুড়ো বারম্যানের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সৈয়দ সায়ীদ আল রহিমি নামে কাউকে চেনেন?

'হ্যাঁ, এই তো এখান থেকে সামান্য দূরেই বসেন, তিনি একজন ডাক্তার।'

'না। সে নয়। তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বেশ অর্থসম্পত্তিওয়ালা লোক।'

এই বারম্যানটি একজন বিদেশী। বারদুয়েক নিজে নিজে নামটা আউড়ে, তারপর সে বলল, 'আমার কোনো খদ্দেরের এমন নাম আমার মনে পড়ছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক কোত্থেকে কেমন করে শুরু করতে হবে না জেনে কখনো হারিয়ে যাওয়া কাউকে খোঁজ করেছেন?'

'যুদ্ধে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া কোনো ছেলে?'

'না সূচক মাথা নাড়ল সে।'

'কিন্তু যুদ্ধ তো সেই কবে শেষ হয়েছে। আর তাতে সবারই ভাগ্য এতদিনে জানা হয়ে গেছে।'

'মরে যাওয়ার চেয়ে নিখোঁজ হওয়াও ভালো।'

'স্ফিংক্স্' নামের খবরকাগজের ঠিকানা জানতে চাইলে বারম্যান জানাল যে ওটা তাহরির স্কোয়ারে।

খবরকাগজের অফিসটি বেশ বড়সড় ধরনের সাদা একটি বাড়িতে অবস্থিত। সামনে চারকোণাকৃতির সুন্দর জায়গার মধ্যে অবস্থিত কৃত্রিম ঝরনা দিয়ে উৎসারিত পানি চারদিকে ছিটকে পড়ছে। বাড়িটা দেখে আলেকজান্দ্রিয়ায় তার মায়ের জনৈক ধনী গ্রীক বন্ধুর বিলাসবহুল বাংলোর কথা মনে পড়ল। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে একজন মহিলা তাকে ইশারায় ডাকছে দেখতে পেয়ে সে থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারল যে মহিলা আসলে তাকে নয়, তার পেছনে দাঁড়ানো একটি পিয়নকে ডাকছে। পিয়নটি মহিলার কাছে একটি পুটলি হস্তান্তর করে অন্য একটি দরজা ঠেলে ভেতরে চলে গেলে মহিলার সামনাসামনি সে একাই দাঁড়িয়ে রইল। শ্যামলা মুখে গভীর নীল চোখ তাকে খুব আকর্ষণ করল। মহিলার সমস্ত শরীর থেকে যেন উষ্ণতা ও প্রত্যয় ঠিকরে বেরোচ্ছিল। স্বাভাবিক কুশলবার্তা বিনিময়ের পর মহিলাটির কাছে সে বিজ্ঞাপন বিভাগ কোনদিকে তা জানতে চাইল। মহিলা খুব সুখশ্রাব্য উষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল 'আমার সঙ্গে আসুন। আমিও সেখানেই যাচ্ছি।'

সম্মান, মুগ্ধতাবোধ ও বাসনার একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে সাবের তাকে অনুসরণ করল। তারা বিজ্ঞাপন দপ্তরে প্রবেশ করলে ডেস্কের পেছনে বসা জনৈক লোককে মহিলা ইশারায় নির্দেশ করল। সামনে নামফলকে তার নাম লেখা। ইহসান আল-তানতাবি।

'সায়ীদ আল-রহিমি নামের জনৈক লোককে আমি খুঁজছি।'

'হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ?'

ঐ নামধারী লোকদের লম্বা একটা তালিকা ভদ্রলোক আউড়ে যাবে, সেই প্রত্যাশায় সাবের মাথা নাড়ল। কিন্তু ভদ্রলোক তেমন কিছুই করল না।

'হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ রহিমি ছাড়া ঐ নামের আর কাউকেই আমি চিনি না, কিন্তু আপনি কি তার সম্পর্কে কিছুই জানেন না? সে কি করে, কোথায় থাকে?'

'একদম কিছুই না। কেবল এইটুকুই যে সে বেশ ধনী লোক। কিন্তু টেলিফোন নির্দেশিকায় শুধু তো ডাক্তারের নামই পাওয়া গেল।'

'তার নম্বর হয়তো তালিকা বহির্ভূত হতে পারে কিংবা সে শহরতলীরও বাসিন্দা হতে পারে। সে যাই হোক, বিজ্ঞাপনই হচ্ছে তাকে বের করার সর্বোত্তম পন্থা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দয়া করে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করুন। এটা এক সপ্তাহ ধরে দৈনিক প্রচার করা হোক। টেলিফোন অথবা ডাকযোগে কায়রো হোটেলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলা হোক।'

'বিজ্ঞাপনে অবশ্যই আপনার নামোল্লেখ করতে হবে।'

সে মুহূর্তখানেক চিন্তা করল। 'সাবের সায়ীদ।'

ভদ্রলোক লিখে বিজ্ঞাপনটি দাঁড় করানো শুরু করল। সাবের লক্ষ্য করল যে মেয়েটি তাদের আলাপআলোচনা খেয়াল করে শুনেছে। নিঃসন্দেহে বিজ্ঞাপন তার কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে। অফিসের সহকর্মীরা মেয়েটিকে এলহাম বলে ডাকে।

'বিজ্ঞাপন দেয়ার উদ্দেশ্য কি আপনি বর্ণনা করতে চান?' তানতাবি জিজ্ঞেস করল।

'না।' খণ্ড মুহূর্তের পর সে যোগ করল, 'আমি ভেবেছিলাম বহু লোক তার জানাশোনা, কিন্তু মনে তো হয় যে কেউই তাকে চেনে না।'

'আপনার বিষয়টি সত্যিই একটু অদ্ভুত ধরনের,' তানতাবি বলল। 'আপনার সাথে যে-ই যোগাযোগ করুক, সে-যে একজন জাল ব্যক্তি নয় সে সম্পর্কে আপনি কেমন করে নিশ্চিত হবেন?'

'প্রমাণ আমার কাছে আছে।'

এলহামের আগ্রহ একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। 'ব্যাপারটি সত্যিই খুব রহস্যঘন। ছায়াছবির মতো।'

মেয়েটি যে এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে এতে খুশি হয়ে সাবের একটু মুচকি হাসল।

'ছায়াছবিতে যেমন করে সমাধান করা হয়, এখানেও যদি তেমনটি হতো।' 'আপনি তো অন্তত এইটুকু জানেন যে সে ধনবান ব্যক্তি। কেমন করে জানলেন এইটে?'

সাবের চুপ থাকল। তানতাবি ধারালো ফোঁড়ন কাটল, 'এতো পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মতো মনে হচ্ছে।'

বাহ্, কি আকর্ষণীয় মেয়ে! ও হয়তো আমাকে পছন্দও করতে পারে। হোটেলের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার তুলনায় এ হচ্ছে মনোহারিণী মহিলা। 'মিস এলহাম, আপনাদের শহরে আমি আগন্তুক।'

'আগন্তুক!'

'জি, আমি সবে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এসে পৌঁছেছি এবং এই লোকটিকে আমাকে পেতেই হবে। আপনাদের দেখা পেয়ে এখন আমি বেশ আশাবাদী হয়ে উঠেছি।'

সে মৃদু হাসল, উষ্ণ, প্রত্যয়পূর্ণ হাসি। 'সরাই' নামের যে সরাবখানায় পটভূমিতে বেহালার মৃদু বাজনার সাথে সে একটু একটু সরাব পান করত কেন যেন সেই স্মৃতি আলতোভাবে তার মনে ভেসে উঠল।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.

খবরকাগজের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যখন অফিস ত্যাগ করল সেও সেই সময়েই রওনা দিল। আরেকবার সামান্য এক ঝলক এলহামের দর্শন পাওয়া যেতে পারে এই আশায় সে বাসস্ট্যাণ্ডে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। আপাতত বিজ্ঞাপনই তার অনুসন্ধানের স্থান গ্রহণ করবে। সুশীতল বায়ু মৃদুমন্দভাবে বইছিল; কাগজ-অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে একদল যুবকের সাথে তাকে আলাপ আলোচনারত দেখতে পেল সাবের। কিছুক্ষণ পরে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে পাশের একটা গলিতে ঢুকে সে 'নিরালা' নামে ছোট্ট একটা ক্যাফেটারিয়ায় প্রবেশ করল। কোনোরকম ইতস্তত না করে সাবের ওকে অনুসরণ করল এবং তাকে একা একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখে, ভেতরে ঢুকে কাউন্টারের দিকে রওনা দিল। এলহামের টেবিলের কাছে এসে সে থামল।

'কী মজাদার যোগাযোগ, আমি কি আপনার কাছে বসতে পারি?'

'বসুন দয়া করে,' অপ্রয়োজনীয় উৎসাহ না দেখিয়েই এলহাম বলল। বেয়ারাও সেই সময় ওর জন্য স্যান্ডউইচ ও কমলার রস নিয়ে এলো। সাবেরও একই জিনিস আনতে বলল।

'আশা করি আপনার বিরক্তির কারণ হচ্ছি না। আগন্তুকরা প্রায়ই তা হয়ে থাকে।'

'আগন্তুকদের আমি স্বাগতই জানিয়ে থাকি।'

'ধন্যবাদ। আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে আগন্তুকরা সব সময়ই বন্ধুত্ব পাতানোর জন্য অতি আগ্রহী হয়ে থাকে। এতে মানুষ অনেক সময়ই বিরক্তি বোধ করে।'

'না মোটেই না। আমার বিরক্ত বোধ করার মতো আপনি কিছুই করেননি।'

'আপনি সম্ভবত সিনেমায় যাচ্ছেন?'

স্যান্ডউইচে কামড় বসাতে বসাতে সাবের জিজ্ঞেস করল।

'না। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই আবার কাজে ফিরে যেতে হবে। আমি গীযা অঞ্চলের শেষ মাথায় থাকি, আর পরিবহন ব্যবস্থা কেমন সে তো জানেনই। আমি তাই দুপুরের খাওয়া এখানে সেরে নেওয়াই পছন্দ করি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দুপুরে খাওয়ার পুরো ঘন্টাটাই কি এখানে কাটান?'

'মাঝে মাঝে নীল নদীর পার ধরে খানিকটা হাঁটি।'

কোনো কথাবার্তা না বলে তারা খেয়ে গেল আর এলহাম যখন তার দিকে দেখছিল না সেই ফাঁকে সে এলহামের ওপর দিয়ে দু'একটি চোরাগোপ্তা চাউনির পরশ বুলিয়ে নিতে লাগল। তার আকর্ষণীয় শ্যামলা মুখের ওপর গভীর নীল চোখ নিঃসন্দেহে এক চমকপ্রদ প্রতিতুলনার উপাদান জুগিয়েছে; সব মিলিয়ে অত্যন্ত সুন্দর চেহারা তার।

'বিজ্ঞাপনের বিষয়ে আপনার মতামত কি?' সাবের জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি মনে করেন এর উদ্দেশ্য সফল হবে?'

'সব সময়ই তাই হয়,' এলহাম উত্তর করল।

সাবের নিজের সম্পর্কে এলহামের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু সে এতে তেমন একটা সাড়া দিল না। 'এর ফলাফল আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'যাকে খোঁজ করছেন তার সম্পর্কে সত্যিই কি কিছু জানেন না?'

'আমার কাছে একটা ছবি আছে, আর আছে ভাসাভাসা কিছু ধারণা।' তারপর, এক মুহূর্ত চিন্তা করে, 'তার খোঁজ করার জন্য বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন। অনেক বছর আগে তাদের জানাশোনা ছিল।' সাবের এলহামের চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন দেখতে পেল। 'পুরনো বন্ধু,' মৃদু হাসি দিয়ে সে যোগ করল, 'অনেক বছর আগে তাদের একসঙ্গে কারবার ছিল।'

'টাকা পয়সার?'

'তা-ও।'

অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করছ তুমি। এ হচ্ছে সেই ধাতের মেয়ে যে তীব্র আবেগের জন্ম দিতে পারে। 'এর আগে এরকম অনুভূতি আমার আর কখনো হয়নি,' বিষয় পরিবর্তন করে সাবের বলল। এলহাম দুচোখের ভুরু উঁচিয়ে এমন এক চাউনি মেলে ধরল যার অর্থ অনেকটা এই রকম, এমন কতই তো শুনলাম! 'অর্থাৎ, অপরিচিত ব্যক্তি হিসেবে, একটা আশায় বেঁচে থেকে এবং অবশ্যই আপনার আকর্ষণীয় উপস্থিতিতে,' সাবের তড়িঘড়ি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল!

'আগেও এমন কথা আমি শুনেছি।'

'চাকরির জায়গায়?'

'সেটা একটা উদাহরণ।'

'আপনি কি আপনার কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট?'

'হাহ্।'

'এটা ছেড়ে দিয়ে আপনি কি গেরস্থালি করবেন?'

'চাকরিকে আমি জীবনক্রম হিসেবে নিয়েছি, আপাতত সময় কাটানোর উপায় হিসেবে নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েমানুষ সম্পর্কে তার ধারণা সত্তার গভীরে প্রোথিত। তারা হলো নীতিবোধহীন, ভালোবাসা ও আবেগসন্ধানী সুন্দরী কিন্তু বন্যপ্রাণী। তার নিজের মা ও তার বন্ধুচক্র তার এই ধারণাকে আরো জোরদার করেছে। যাই হোক, মেয়ে মানুষের সংস্পর্শে এলে সে চিরাচরিতভাবে তাকে মনে মনে যেমন নগ্ন করে ফেলে, এলহামের সম্পর্কে সে তেমনি করল না। এই মেয়েটির মধ্যে আরো বেশি কিছু আছে। এক ধরনের রহস্যময়তা, এক ধরনের জাদু। আগে কখনো যার মুখোমুখি সে হয়নি তেমন এক ধরনের গোপনীয় কি যেন। অন্যদেরকে বন্যভাব, পাশবিক কামনা ও লালসায় তীব্র আবেগ মিশিয়ে সে যেমনভাবে উপভোগ করেছে, এর বেলায় সেটা খাটবে না। এ অদ্ভুত, অদ্বিতীয়। তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন।

'কিন্তু উদাহরণ হিসেবেই ধরুন; আপনি হাতের নখের যে পরিমাণ যত্ন নিয়ে থাকেন।'

তার মুখচোখে বেজায় অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল এবং সে ঘচাং করে উত্তর ছুঁড়ল, 'চুলের যে যত্ন আপনি নেন তার ব্যাপারে কি বলবেন?'

'মেহেরবানী করে আমাকে মাফ করবেন,' সে তাড়াহুড়া করে বলল, 'আমি শুধু আমার মুগ্ধতাই প্রকাশ করছিলাম।' কিছুটা ক্ষমা পাওয়ার ভঙ্গিতে সে যোগ করল, 'আলেকজান্দ্রিয়ায় যখন ফিরে যাবো তখন আমাদের এই সাক্ষাৎকারের মিষ্টিমধুর স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

'আলেকজান্দ্রিয়ায় কেন বিজ্ঞাপন দিলেন না?'

'তা– বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে আমার খোঁজের অংশবিশেষ মাত্র।' সাবের তাদের দুজনের খাবারের দামই পরিশোধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু এলহাম ঘোরতর আপত্তি তুলল। 'আপনি দিতে চাইলে আমি কিন্তু আপত্তি করতাম না,' হাসতে হাসতে সাবের বলল।

সাবের লক্ষ্য করল যে বাঁ-হাতি দেয়ালের আয়নায় তার প্রতিচ্ছবির দিকে এলহাম চেয়ে আছে। তার শরীরের ওপর দিয়ে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। সম্ভবত অন্য মেয়েদের ওপর যেমন, এর ওপরও তেমন মনে দাগ কাটার মতো প্রভাব সে ফেলতে পেরেছে। দাঁড়িয়ে করমর্দন করে তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। ওকে অনুসরণ করার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা সাবের অতি কষ্টে দমন করল। হোটেলে ফিরে মালিক খলিল আবদুল নাগা এবং দারোয়ান মোহাম্মদ আল-সাবিকে সে জানান দিয়ে রাখল যে জনৈক সৈয়দ সায়ীদ আল-রহিমির কাছ থেকে সে টেলিফোন আশা করছে।

'তুমি তাহলে তোমার বাবার খোঁজ করছ?' বুড়ো খলিল বলল। 'তাঁকে হারালে কেমন করে?'

'সে আমাকে যেমন করে হারিয়েছে, আমিও তেমন করেই হারিয়েছি। আর এই তো আমি এখন তার খোঁজ করছি।'

'কী অদ্ভুত কাহিনী,' বুড়ো বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এতে অদ্ভুতের আবার কি দেখলেন?' বুড়োর প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে সে বলল। 'টেলিফোন এলে আমাকে দয়া করে একটু ডেকে দেবেন।'

পিতার সন্ধানে এক যুবক, তার সম্পর্কে লোকেরা এ-ই বলাবলি করবে। একটা খবরকাগজ হাতে তুলে নিয়ে সে লাউঞ্জে বসল। টেলিফোন বেজে উঠল। বুলাকের সেলুনে কাজ করা সায়ীদ রহিমি, স্কুল শিক্ষক, ট্রাম চালক, শাকসবজীর ব্যবসায়ী রহিমি। সৈয়দ সায়ীদ আল-রহিমি কোথায়? অন্যদের মতো সে কেন তার সাথে যোগাযোগ করছে না? যদি সে মরেও গিয়ে থাকে, তাহলে তার নিকট আত্মীয়েরা কোথায়? তার পকেটের টাকা কটি খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। হোটেলের অন্যান্য মেহমানরা আশেপাশে চারদিকে বসে সিগারেট ফুঁকছে, কফি পান করছে, কিংবা জটলা করে গালগল্প করছে। তার দিকে কেউ খেয়াল করছে না। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া। এরা কেউ বিজ্ঞাপন পড়েনি। তোমার টাকা তো ফুরিয়ে যাবে। তোমার বাবা কোথায়? তুমি একটা প্রতারক আর মাগির দালাল ছাড়া কিছুই নও। তোমার মা যখন জীবিত ছিল, জীবন তখন অনেক সুন্দর ছিল। টাকা, আনন্দ, বেশি টাকা, বেশি আনন্দ। তোমার মায়ের নামের জন্য সংগ্রাম, সম্ভবত বৃথা। কিন্তু তবু সংগ্রাম। টাকা, ফুর্তি এবং রক্তাক্ত সংগ্রাম।

'তুলা... সবকিছুই এখন তুলার ওপর নির্ভর করছে।' খবরকাগজ থেকে মুখ তুলে একজন মেহমান তার সঙ্গীর দিকে চেয়ে বলল।

'কিন্তু এই আসন্ন যুদ্ধ? এতে কি আমাদের তুলার অবস্থাটা কিছু নিশ্চিত হবে না?' তার সঙ্গী জিজ্ঞেস করল।

'এটি পূর্বেকার কোনো যুদ্ধের মতো হবে না।'

'আর আল্লাহ্ কোথায়? এই সবকিছুর সৃষ্টি ও রক্ষাকর্তা?' সে-কথা সত্যি। কোথায় আল্লাহ্? নামটা তার জানা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ধর্মহীন জগতে সে বসবাস করেছে। টেলিফোন পাহারা দেওয়া চলতে লাগল। এলহাম আর খলিলের স্ত্রীর কথা মাঝে মাঝে তার মনে ঝিলিক দিয়ে যায়। অর্থ আর অগ্নিশিখা দুটোই আমাদের দরকার। বাবা যদি দেখা না-দেয়, তাহলে পাপ আর অপরাধের, ভীতি ও বুভুক্ষার কলঙ্কিত অতীতে ফিরে যেতে হবে।

টেলিফোন বেজে উঠল। তার নয়। কিন্তু ফোন বুথের দিকে চেয়ে চোখ গিয়ে পড়ল ওর ওপর। সাবেত্রের হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল, শ্বাসপ্রশ্বাস এলো ভারী হয়ে। সে তাহলে ফিরে এসেছে। আবার সেই চাউনি। কামনা ও মস্করার এক ষড়যন্ত্র। রহিমি ও এলহামের কথা শিগগিরই ভুলে গেল সে। লাউঞ্জ ছেড়ে চারতলায় নিজের ঘরে সে ফিরে গেল। পায়ের আওয়াজ নিকটবর্তী হচ্ছিল। সে দরজা খুলল, 'শুভ প্রত্যাবর্তন।'

মুচকি হেসে মেয়েটি মাথা দোলাল।

'আপনার কথা সত্যি খুব মনে পড়েছে।'

নিঃশব্দ হাসি হেসে তড়িঘড়ি করে মেয়েটি পাঁচতলার দিকে উঠে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আলেকজান্দ্রিয়া,' সাহস সঞ্চয় করে, হঠাৎ সাবের বলে ফেলল। মেয়েটি থামল। 'আলেকজান্দ্রিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝতে পারছি না।'

'তুমি ভুললেও, আমি ভুলতে পারি না।'

'তুমি পাগল।'

এতে তার নতুন পাওয়া সাহস উবে গেল, 'কিন্তু তুমিই... '

'আমার ওপর ঐ জং ধরা চাল চেলে লাভ নেই,' সাবেরের কথায় বাধা দিয়ে এইটুকু বলে সে আবার ওপরে ওঠা শুরু করল।

'বেশ, তা যাই হোক, আমার মুগ্ধ ভালোবাসা গ্রহণ করো।'

সিঁড়ির উপরের দিকে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। রেলিং এর হাতলের ওপর ভর দিয়ে সে শ্বাস নিলো আর কামনার আগুন ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে দিল। তোয়াজ-তাড়ার সেই রাত তার কল্পনায় আবার জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠল। বেয়ারা আলী সিরিয়াকুস সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছিল।

'তোমাকে কেউ ডাকছে শুনতে পাচ্ছি যেন,' চতুরতার সাথে সাবের বলল, 'বিবি সাহেবা হবে হয়তো।'

'বিবি সাহেবা?'

'খলিল সাহেবের স্ত্রী।'

'না। তা মনে হয় না। পনের নম্বর ঘরের মেহমান হতে পারে। বিবি সাহেবা এই মাত্র দেখলাম তাঁর ফ্লাটে ঢুকে গেলেন।'

'হ্যাঁ, তা-ও হতে পারে। বিবি সাহেবা কি ফ্লাটে থাকেন?'

'খলিল সাহেবের ফ্লাট ছাদের ওপর।'

'গত এই কয়েকদিন বিবি সাহেবা কোথায় ছিলেন?'

'তাঁর মায়ের বাড়িতে। প্রত্যেক মাসে একবার তিনি সেখানে যান।'

সিঁড়ি বেয়ে খলিলকে সে নিচে নেমে আসতে দেখল। ঘৃণা ও বিরক্তিতে তার মন কানায় কানায় ভরে উঠল। সুন্দরের পাশে দানব। হোটেলে আর এক মিনিটও থাকার ধারণা সে সহ্য করতে পারছিল না। সূর্যের উষ্ণ আলো আর সতেজ বায়ু তার ক্রোধ, ঈর্ষা আর বিষণ্নতার অনুভূতি কাটিয়ে মন চাঙ্গা করে তুলল। কী যে ইচ্ছা হয় ঘুরে ফিরে সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখে বেড়াবার আরো সময় যদি তার হাতে থাকতো! আগামী কালের পর বিজ্ঞাপনটি আর ছাপা হবে না।

'নতুন কোনো কিছু?' খবরকাগজে সাবের এলহামের অফিসে ঢুকলে এলহাম জিজ্ঞেস করল।

'টেলিফোন করা আর দেখাসাক্ষাৎ কোনোটাই কোনো কাজে এল না।'

'ধৈর্য ধরতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাইপ রাইটারের কী বোর্ডের ওপর তার আঙুল কেমন নেচে নেচে বেড়ায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাই চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল সাবের। ওকে দেখার সুখ সত্ত্বেও বিষণ্নতার এক আচমকা অনুভূতি সাবেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

একটি মৃত্যুশোক সংবাদ লিখতে ইহসান তানতাবি ব্যস্ত। তার মায়ের জীবনের শেষ রাতের কথা তার মনে পড়ল। অগ্রসরমান কুয়াশার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া একগাছা অতি সূক্ষ্ম সুতোর ওপর এখন ঝুলে আছে তার সমস্ত মুখ, সমস্ত ভবিষ্যৎ। লেখা শেষ করে তানতাবি মুখ তুলে চাইলো। 'নবায়ন করবেন?' মৃদু হেসে সে জিজ্ঞেস করল।

'অনেক লোকেরই দেখা পেয়েছি, কিন্তু তার দেখা পেলাম না', হতাশ গলায় সাবের বলল।

'এরকম বিজ্ঞাপন দিয়ে ধৈর্য ধরতে হয়,' উৎসাহ জোগানোর চেষ্টা করে তানতাবি বলল।

'কিন্তু তাকে তো বলা হয়েছে খুব সুপরিচিত ব্যক্তি।'

'আপনি তো তার নামই শুধু জানেন। বাকি সবটুকুই শোনা কথা। গত তিরিশ বছরে শহরে বিভিন্ন এলাকায় আমি বসবাস করেছি, কিন্তু তার কথা কখনও শুনিনি।'

'কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে তার খোঁজে পাঠিয়েছে তাকে আমি বিশ্বাস করি।'

'তাহলে এমন কোনো গোপনীয়তা অবশ্যই আছে যা কেবল সময়েই প্রকাশ পাবে।'

'তার একটি ছবি আমার কাছে আছে। এটি তিরিশ বছর আগের তোলা।'

'বিজ্ঞাপনে এটি ছাপিয়ে দিতে পারি; তাতে কাজ দেবে।'

ছবিটি সে তানতাবিকে দেখালো।

'বেশ সুপুরুষ দেখতে,' বিড়বিড় করে তানতাবি বলল।

ছবির আর তার নিজের চেহারার সাদৃশ্য সম্পর্কে তানতাবির মন্তব্যের জন্য সাবের অপেক্ষা করল। কিন্তু সে কোনো মন্তব্য না করে নতুন বিজ্ঞাপনের ব্যয় নিয়ে আলাপ ওঠালো। সাবের প্রস্তাবে রাজি হলো। তার পকেটের টাকা দ্রুত, অতি দ্রুত ফুরিয়ে আসতে লাগল। সে ক্যাফেটারিয়ায় ঢুকে এলহামের টেবিলে একটি চেয়ার নিয়ে বসে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। এলহাম ঢুকেই তাকে মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে ঐ টেবিলেই বসে পড়ল। সাবের দুজনের খাবার আনতে বলল।

'ছবিটি আমি দেখেছি,' এলহাম বলল।

'সত্যি?'

'সাদৃশ্য অদ্ভুত রকমের।'

'আপনি কি লোকটির কথা বলছেন?'

তার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ধরে এলহাম মাথা নাড়ল।

'সে আমার ভাই,' সাবের মিথ্যা বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার ভাই! আগে সেকথা বলেননি কেন?'

সাবের মৃদু হাসল, কিন্তু কোনো উত্তর করল না।

'ছবিতে এই সুন্দরী মহিলাটি কে?'

'তার মৃতা স্ত্রী।'

'ওহ্। আর, আপনার ভাই... মানে তিনি কীভাবে...'

'আমার জন্মের আগেই সে নিখোঁজ হয়েছে। এই সাধারণত যা ঘটে আর কি। ঝগড়া, তারপর নিখোঁজ। আর এই তিরিশ বছর পর, তার খোঁজে বাবা আমায় পাঠিয়েছে।'

'কী অদ্ভুত কাহিনী। কিন্তু তিনি যে খুব সুপরিচিত এক ব্যক্তিত্ব এই চিন্তাটা আপনার কোত্থেকে এলো?'

'বাবা আমায় বলেছে। হতে পারে এটা শুধুই অনুমান। কিন্তু আমার কাছে যেটা অদ্ভুত ঠেকেছে তা হলো এই যে সাদৃশ্যটি তানতাবি সাহেবের দৃষ্টি একেবারে এড়িয়ে গেছে। আমি চলে আসার পর এ সম্পর্কে তিনি কিছু বলেছেন?'

'না। কিন্তু তানতাবির মাথায় সব সময়ই গিজগিজ করছে সংখ্যা আর পরিসংখ্যান।'

পরিচারক খাবার নিয়ে এলো। খাওয়া শুরু করল তারা। সাবের বিরতি দিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'এমনিভাবে আপনার নিজস্ব জগতে অনুপ্রবেশ করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু এই বিশাল শহরে আমি একজন নিঃসঙ্গ আগন্তুক।'

এলহাম মৃদু হাসলো। 'অবসর সময় কি করে কাটান?'

'অপেক্ষা করে।'

'কী বিরক্তিকর। কিন্তু খোঁজ করতেই যে অপেক্ষা করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।'

'অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

'অপেক্ষা করার সময় কি করেন?'

'কিছুই না।'

'অসম্ভব ব্যাপার!'

'এখন তো বুঝতে পারছেন একটা বন্ধুর আমার কত প্রয়োজন,' চোখের দৃষ্টিতে মিনতি ফুটিয়ে তুলে সে বলল। এলহামের চোখমুখে সহানুভূতি ফুটে উঠতে দেখে সে উৎসাহিত বোধ করল। 'যে বন্ধুটি আমার প্রয়োজন সে আপনিই।' এলহাম তার কমলালেবুর রস থেকে এক চুমুক পান করল। 'কই, আপনি কি বলেন?' সাবের জিজ্ঞেস করল।

'আপনাকে পস্তাতে হতে পারে।'

'তা নিয়ে ভাববেন না। এই সমস্ত ব্যাপারে হৃদয়ই শুধু বলতে পারে।'

'আপনি বিজ্ঞাপন নবায়ন করতে এলেই আমাদের দেখা হতে পারে।'

হেসে সাবের বলল, 'তার মানে আপনি চান যে অনির্দিষ্ট কাল ধরে আমি বিজ্ঞাপনটি কেবলই নবায়ন করে যাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, তাকে পাওয়ার ব্যাপারে যদি অতটা আগ্রহী-ই হন।'

'আগ্রহী তো বটেই। কিন্তু বিজ্ঞাপন যদি তাকে না-ই পায়, আমি অবশ্যই পাবো।'

এলহাম তার গেলাশ উঁচিয়ে ধরল, সাবের তারটি। 'চিয়ারস।'

'আপনার সাথে, মানে তোমার সাথে, বোধ হয়, সাবধানেই পা ফেলা উচিত,' মৃদু হেসে এলহাম বলল। তারা দৃষ্টি ও মৃদু হাসি বিনিময় করতে করতে পানীয়টুকু পান করল। চুলে গোলাপী লাল রঙের কারনেশন ফুল গোঁজা নোনতা স্বাদের সেই অন্য মেয়েটি যদি এই মেয়ে হতো, তাহলে অনেক দিন আগে সমুদ্রের পারে সেই রাতের অন্ধকারে একে সে তোয়াজ-তাড়া করত না। এই মেয়েটি তার অত্যন্ত প্রিয়। সে তার প্রেমে পড়েছে।

তুমি জিজ্ঞেস করছ ছবির ঐ সুন্দরী মেয়েটি কে। এই পৃথিবীর বুকে তার জীবনের শেষ রাতে তুমি তাকে দেখনি। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া সাদা কাফনে ঢাকা তার সেই লাশ। হঠাৎ চোখ তুলে সে বলল, 'আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

ফাঁদটি এলহাম চিনতে পেরেও কোনো আপত্তি করল না। এক শান্তির নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। বীজ বোনা হয়েছে। অনুসন্ধান কষ্টকর, সুদীর্ঘ এবং সেইজন্য সময় সময় ছায়ায় বসে খানিকটা জিরিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫.

মানুষে মানুষে গিজগিজ করা কায়রোর রাস্তাসমূহ দেখতে, খোঁজ করতে, আর ভীড়ের মধ্যে বাছাই করতে চোখে জ্বালা ধরে গেল। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে পাল তুলে আসা শরতের মেঘ কায়রোতে পৌঁছানোর অনেক আগেই ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। কিন্তু তার জন্মশহরের স্মৃতি অম্লানই থেকে যায়। ঐ মেয়েলোকটি ফিরে আসার পর থেকে হোটেল লাউঞ্জ তার কাছে এখন যেন এক নির্যাতন প্রকোষ্ঠ। তার স্বামী, ঐ বুড়ো লোকটার পাশে তার বসে থাকা কত বার যে তুমি চোখ পাকিয়ে দেখেছ। কামনা আর প্রতিশ্রুতিতে তার চোখ চিকচিক করে ওঠে। কত বারই না তুমি চেষ্টা করেছ, কিন্তু সবই বৃথা।

এই মেয়েলোকটিকে পাওয়ার তীব্র কামনার আগুনে আচ্ছাদিত হয়ে, তার মনের এক অন্ধকার কোণে এলহাম হারিয়ে গেল। সিগারেট, কফি, টুকরো টুকরো কিছু কথা, লাউঞ্জের এই বাতাবরণ তার এই পাগল করে দেওয়া আবেগময় চিন্তা থেকে তাকে কখনও কখনও একটু বিরাম দিচ্ছে। এই লোকগুলোও হয়তো বা কোনো আশার অনুসন্ধান করছে। এমনি গভীর চিন্তায় যখন সে ডুবে ছিল তখন আচমকা দারোয়ান মোহম্মদ আল-সাবি এসে তাকে জাগিয়ে দিল, 'সাবের সাহেব... টেলিফোন।'

অবশেষে! তাই কি?

'হ্যালো?'

'বিজ্ঞাপনে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তুমি কি সেই?'

রুদ্ধশ্বাসে সে উত্তর করল, 'হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন? সৈয়দ সায়ীদ আল-রহিমি?

'হ্যাঁ।'

'ছবিটি কি আপনার?'

'হ্যাঁ।'

শ্বাস নিতে তার ক্রমেই কষ্ট হতে লাগল। 'আপনার সাথে কোথায় দেখা করতে পারি?' প্রায় ফিসফিসিয়ে সে বলল।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন আমার খোঁজ করছ?'

'দেখা না হওয়া পর্যন্ত সেকথা থাক।'

'তবু একটু ধারণা দাও।'

'টেলিফোনে বলতে পারছি না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেখা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করায় কোনো ক্ষতি নেই।'

'তুমি কে অন্তত পক্ষে এইটুকু কি বলতে পার?'

'আমার নাম তো বিজ্ঞাপনেই আছে।'

'কি কর তুমি?'

'কিছুই না; ব্যক্তিগত কায়-কারবার আছে আমার।'

'আমাকে কেন চাচ্ছ?'

'আপনার সুবিধামতো যখন যেখানে দেখা করবেন সেইখানে বসেই বলব।'

অপর প্রান্তে খানিক নীরবতা। 'এখনই চলে এসো। শুব্‌রা এলাকায় তেলবানা সড়কের চৌদ্দ নম্বর বাড়ি।'

হোটেলের কেউই ওই সড়কের নাম শোনেনি। 'শুব্‌রায় গিয়ে খোঁজ করুন,' সাবি বুদ্ধি দিল।

সে শুব্‌রা গেল। তেলবানা সড়ক নামে কোনো রাস্তা নেই সেখানে। কোনোদিনই তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সে হয়তো ভুল শুনেছে। কেউ হয়তো তাকে বোকা বানাচ্ছে। স্বামীর পাশে বসে থাকা ঐ মেয়েলোকটি তার মনের অবস্থা আরও বিষণ্ন করে তোলে, তাকে প্রবল এক রক্তলিপ্সু আবেগের আবর্তে নিক্ষেপ করে।

তার অনুপস্থিতিতে কে যেন কয়েকবার ফোন করেছিল। আশা আবার জেগে উঠল বুকে।

'আপনি কি সফলকাম হয়েছেন?' খলিল সাহেব জিজ্ঞেস করল।

'প্রায়,' বেশ হাসিখুশি মনে হয় এমন ভাব করে সে উত্তর দিল। মেয়েলোকটির দিকে হঠাৎ এক নজর বুলিয়ে নিয়ে, হেঁটে সে লাউঞ্জের দিকে গেল। সবে বাতি জ্বালানো হয়েছে। সামগ্রিক বাতাবরণে এটা যেন আরো বিষণ্নতা যোগ করল। তার বর্তমান মানসিক অবস্থাও এরকমই। টেলিফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো?'

'সাবের? আমি সমস্ত দিন অপেক্ষা করেছি,' দোষারোপ করার ভঙ্গিতে কণ্ঠস্বরটি বলল।

'রাস্তাটাই তো খুঁজে পেলাম না!'

'তুমি কি সত্যিই খোঁজ করেছিলে?'

'সমস্ত দিন! তেলবানা, চৌদ্দ নম্বর।'

'কি যে গাধা তুমি।' একটা শয়তানি হাসি আর তারপরই লাইন কাটা। বেজন্মা! যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেখানেই, কোনো আশা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোটেল ছেড়ে কাছাকাছি একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে প্রধানত মাছসহযোগে খাবার ও একটা ব্রান্ডির হুকুম দিল। নিষ্ফল দিন। বরং পেটভর্তি খাবার খেয়েই শেষ করে দেয়া যাক এই দিনটিকে। খরচ-খরচার কোনো হিসেব না করে বেশ কয়েক পেগ পানীয় পান করল সে। পুরনো সেই দিনগুলোর মতো আক্ষরিক অর্থেই বলতে পারা যায়, মদ আর গোলাপের দিন। কিন্তু এই নগরী শুধু হতাশা আর ব্যথিত হৃদয়ই উপহার দিতে পারে। প্রত্যেকটি বিদায়ী ঘণ্টা ভীতিপ্রদ এক সমাপ্তির আরো কাছাকাছি নিয়ে আসে। অপেক্ষা আর খোঁজ, অন্ধকারে খোঁজার পর কি আসে?

তামাম আলেকজান্দ্রিয়া তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। তার ব্যবহৃত একমাত্র ভাষা, তার দুহাতের মুষ্টি, এখন তাকেই তাড়া করবে। প্রত্যাশা করার মতো তার সামনে এখন কি আছে? আশা নয়, অপরাধের এক জীবন এবং তার ফল হিসেবে অবশ্যম্ভাবী শাস্তি। মহিলাটি গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসে যেন আবার তার চিন্তার জগৎ জুড়ে বসল : জ্বলন্ত আগুন, আর এলহাম, ফুরফুরে হাওয়া। কিন্তু তার বাবাকে পাওয়ার আগে এসবে কীই বা লাভ? রেস্তরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে সে তোরণশোভিত রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। দিনের ব্যর্থতার পর আসক্তিই একমাত্র আবেগ হিসেবে তাকে চালিত করতে লাগল। পাগল-করা এক উন্মাদনা, সেই তোয়াজ-তাড়ার রাতেরই মতো যেন। মায়ের কথা তার মনে পড়ল। হুঁকো টানতে টানতে পুরুষের কামনার ওপর রাজত্ব করে বেড়ানো। টাকা কেমন করে খরচ করো সে ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার থেকো, বাবা। সত্যিকারের দুশমন হলো দারিদ্র্য। অনেককে ভালোবাসবে, কিন্তু কোনো একজনকে তোমার ওপর ছড়ি ঘোরাতে দেবে না। ভালোবাসা, টাকাপয়সা নাইটক্লাব, ফুর্তি, মেয়েমানুষ। কিন্তু সৈয়দ আল রহিমি কোথায়?

রহিমি!... অরণ্যেরোদন। রাত তার কল্পনাশক্তিকে চাঙ্গা করে তুলল। ঐ মেয়েলোকটি মুহূর্তের জন্য তার চিন্তাচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বন্য পন্থায় তাকে ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে হাত করার কল্পিত সব ছবি সে মনে মনে আঁকল। হোটেলে ফিরে এলো সে। রাত দুপুর ছাড়িয়ে গেছে, প্রত্যেকেই বিছানার আশ্রয় নিয়েছে। তার পুরনো ধাঁচের ঘরে বসে সে একটা সিগারেট ধরাল। ঐ মেয়েলোকটিকে নিয়ে আরো কিছু চিন্তা। তারপর ঘুম। কী একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে চোখ খুলে, তার দরজায় সে মৃদু টোকার আওয়াজ শুনতে পেল? অবিশ্বাসের সাথে সে উঠে বসল। এ-ও কি সম্ভব! আবার টোকার শব্দ। বিছানা থেকে নেমে আস্তে করে সে দরজাটা খুলল। একটু খুলতে না খুলতেই একটি ছায়ামূর্তি তাড়াহুড়ো করে ভেতরে ঢুকে ঝটপট দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

'আপনি!'

চতুর্দিক যেন চেনার চেষ্টা করছে এমনি করে মহিলা এদিকওদিক তাকাতে লাগল। 'এ আমি কোথায়... আমি দুঃখিত, মনে হয় আমার... ' তার প্রায় দৃশ্যমান স্তনদ্বয়কে ঢেকে রাখার জন্য ড্রেসিং গাউনটি সে শরীরের চতুর্দিকে জড়ালো। সে মৃদু মৃদু হাসছিল। তার মধ্যে যে হতাশা, ঝড়ের যে উন্মত্ততা একটু একটু করে জমছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা সমস্ত কিছু একত্র করে সাবের বন্য উন্মাদনায় তাকে কাছে টানল। শত বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছিলাম...

টানতে টানতে তাকে বিছানার কাছে নিয়ে গিয়ে সাবের বাতি নিভিয়ে দিল। 'তোমার নামও আমার জানা হয়নি।'

'করিমা।'

'খু-উ-ব... ' সে আধো আধোভাবে কোনোরকমে উচ্চারণ করল।

আবেগ, লালসা আর কামনায় জড়াজড়ি হয়ে থাকা দুটো প্রাণীর যে শব্দ, এখন শুধু সেই শব্দই শোনা যাচ্ছিল। অন্ধকারের ভালোবাসা, সব সময়ই সে যেমন জেনে এসেছে। উন্মাদনার ঘূর্ণাবর্ত, যা মাঝে মাঝে, কিন্তু অদৃশ্যভাবে, অবিশ্বাসের হাওয়ায় একটু ঠাণ্ডা হচ্ছিল, সেই ঘূর্ণাবর্তে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছিল। নাকে আবার সমুদ্রের সেই নোনতা হাওয়ার গন্ধ। স্মৃতি গমকে গমকে সামনে ঠেলে আসছিল, কিন্তু লালসা আর উন্মাদনা আবার তা ঠেলে পেছনে হটিয়ে দিচ্ছিল। সমুদ্রের গর্জনের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের সশব্দ যৌনসম্ভোগ। বড় বড় করে শ্বাস নেওয়া, তারপর প্রশান্তির রাজত্ব।

'আমাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দাও না গো।'

'আমি ভাবিনি তুমি সিগারেট টান।'

'এই মাঝেমধ্যে।'

দেশলাইয়ের আলোয় তার নগ্নদেহ ফুটে উঠল কিন্তু তাড়াতাড়ি সে এটা নিভিয়ে দিল। ভালোবাসা আর ফস্‌ফরাসের গন্ধে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

'আমার সঙ্গে কেন এতদিন যুদ্ধ করেছ তুমি?'

'আমি কখনও যুদ্ধ করি না। আমি কিছুই করি না।'

'একেবারে প্রথম থেকেই তোমার সম্পর্কে আমার মনের ভাব জানিয়ে রেখেছি।'

আস্তে করে একটু হেসে মহিলা উত্তর করল, 'দশদিন আগে তোমাকে প্রথম যখন দেখি, তখনই আমি মনে মনে বলেছি, এই তো সেই।' বিজয়োল্লাসে সাবের চেঁচিয়ে উঠল, 'আলেকজান্দ্রিয়া?'

'না, না। আমি সেকথা বোঝাতে চাইনি। আমি বলেছি, এই লোকটির জন্যই আমি এতকাল ধরে অপেক্ষা করছিলাম।'

'আলেকজান্দ্রিয়ার ব্যাপারে কি?'

'কি সে ব্যাপারে?'

'সত্যি? খোলাশা করে বলো না!'

'তোমার কাছে কেন মিথ্যা বলব?'

'অবাক লাগছে যে তুমি দুজন হতে পার। হুবহু এক।'

'এ নিয়ে আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না।'

'আমার ঘরে আসার ব্যবস্থা করতে পারলে কেমন করে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঐ লোকটি তো ঘুমের বড়ি খেয়ে অচেতন। সন্ধ্যা হলেই সমস্ত যন্ত্রণা আর উদ্বেগ তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে।'

'তুমি আমাকে হতাশ করেছ। আমি মনে মনে বললাম যে, তুমি যদি আলেকজান্দ্রিয়ার সেই মেয়ে হও, তাহলে আমার অনুসন্ধানের জন্য সে হতো এক শুভলক্ষণ।'

'তুমি কি তোমার বাবার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার আসল কাহিনী কী, বল তো?'

'আমি সব সময়ই ভেবে এসেছি সে মৃত। তারপর আমাকে বলা হলো তার উল্টোটা। আমার গল্প এই-ই সব।'

'হয়তো বা তুমি টাকা তালাশ করছ?'

'এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না। কথা দাও প্রতি রাতে তুমি এখানে আসবে।'

'আসব যখনই পারি।'

গভীর আবেগে আলিঙ্গন করে তাকে চুমু খেলো সাবের, যার ফলে অবশ্যম্ভাবী আরো রতিক্রিয়া হলো তাদের মধ্যে।

'যখনই আমার মন চাইবে এটা,' নিজেদেরকে উজাড় করে ভাসিয়ে দেয়ার পর করিমা রুদ্ধশ্বাসে বলল।

আনন্দদায়ক পরিশ্রান্তির পর সে করিমার স্তনের ওপর মুখ রেখে শুয়ে থাকল। 'আলেকজান্দ্রিয়ার কথা অস্বীকার করো না।'

'একটি ছায়া তোমার মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। খেয়াল রেখো তোমার অনুসন্ধান যেন অলীক ছায়ামাত্র না হয়।'

'হায়, তাই যদি হতো। তাহলে হাত -পা ঝেড়ে বিশ্রাম নিতে পারতাম,' বিষণ্নভাবে সে বলল।

'সত্যিই তোমার উদ্বেগ আছে। যা ভেবেছিলাম তারও চেয়ে বেশি।'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখন আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে যতদিন সম্ভব ততদিন ধরে এইখানে থাকা।'

'কিসে বাধা দিচ্ছে তোমাকে?'

একটু চিন্তা করে নিল সে, তারপর বলল, 'বাবাকে পাওয়ার আগে যদি টাকা ফুরিয়ে যায়, তাহলে আমাকে আলেকজান্দ্রিয়ায়ই ফিরে যেতে হবে।'

'আর তাহলে ফেরত আসবে কখন?'

'অবশ্যই আমার চাকরির খোঁজ করতে হবে।'

আলতোভাবে সাবেরের হাত ছুঁলো সে। 'না,' খুব মৃদু অথচ জোরালোভাবে সে বলল। আলাপ-আলোচনার গতি কোনদিকে মোড় নিচ্ছিল সে সম্পর্কে সাবের হঠাৎ সজাগ হলো। করিমা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কেন চাকরি খুঁজছ না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অসম্ভব!'

'তুমি খুব রহস্যপূর্ণ। কিন্তু তোমাকে এইটুকু বলে দিই যে টাকা কোনো সমস্যা হবে না!'

সাবেরের হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। 'তুমি নিশ্চয়ই কোটিপতি।'

'এই হোটেল, টাকা পয়সা, সবকিছুই আমার নামে।'

'আর তোমার স্বামী? সেকি শুধুই একজন কর্মচারী?'

'না। যতদিন সে জীবিত থাকবে, ততদিন সবকিছু তারই।'

'কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না!' খুব সুচতুর ইশারায় তার গাল মনে হলো লাল হয়ে উঠেছে।

'তোমার বাবাকে খুঁজে পাও আমরা সেই আশাই করব। সেইটেই অনেক ভালো সমাধান।'

'হ্যাঁ, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এখন থেকে আমার প্রধান কাজই হবে তোমার জন্য অপেক্ষা করা।' সাবের তাকে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করলে করিমা ফাঁক গলে বিছানা থেকে নেমে গেল।

'সকাল হয়ে আসছে। আমাকে এখন যেতে হবে।'

সাবের তার বিছানায় ফিরে এলো। কোচকানো এলোমেলো বিছানার চাদর করিমার সঙ্গে যা কিছু ঘটেছে তার সাক্ষী।

তার মনে হলো যে এখন বাবাকে ছাড়াও তার চলতে পারে। টেলিফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো?'

সিরিয়াস একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'একি বিজ্ঞাপনের সাবের সায়ীদ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'আমি সৈয়দ সায়ীদ আল রহিমি। তুমি কি চাও'

'আপনার সাথে আমার দেখা করা অত্যন্ত জরুরি।'

'খবরকাগজের অফিসের কাছে 'নিরালা' রেস্তরাঁয় আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যাচ্ছি।'

সাবের চতুর্দিকে চেয়ে সে দেখতে পেল যে এলহাম সাধারণত যে জায়গাটিতে বসে, সেখানে একটি লোক বসে আছে। সন্দেহ নেই, এই-ই সে। তিরিশ বছরে তার পরিবর্তন হয়নি। দু'একটা শাদা চুল আর মুখমণ্ডলে দু'একটা বলিরেখা। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। সাবের তার দিকে এগোল, আর নতুন একটা ভীতি তাকে চেপে ধরল। লোকটি সাবেরকে এগোতে দেখে উঠে দাঁড়াল। 'সাবের সাহেব?'

'হ্যাঁ। আর ছবির সেই লোকই কি আপনি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি বসল। 'তুমি বয়সে অনেক তরুণ; মনে হয়, আগে কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি। কোথায়, তাই ভাবছি!'

'আমি আলেকজান্দ্রিয়ার লোক আর এখানে থাকছি এখন কায়রো হোটেলে। সারাদিন আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। এখানে, এই টেবিলে, আমি বেশ কয়েকবার বসেছি।'

'হতে পারে যে রাস্তায়ই কোথাও তোমাকে দেখেছি। আমিও মাঝেমধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় যাই। আর মাঝে মাঝে এখানে আসি।'

'বিজ্ঞাপনটি আপনি কখন পড়েছেন?'

'একেবারে প্রথমদিনই।'

'সত্যি! তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করলেন না কেন?'

'তোমার বিজ্ঞাপনে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে আমাকে পাওয়ার অন্য সব পন্থায় তুমি ব্যর্থ হয়েছ। কিন্তু আমি সুপরিচিত, এবং আমাকে পাওয়া খুব শক্ত নয়। যখন দেখলাম তুমি ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দিয়েই যাচ্ছ, তখন ভাবলাম যে তোমার সাথে যোগাযোগ করি।'

'কিন্তু এ তো খুব অদ্ভুত ব্যাপার। আমার যাদের সাথে দেখা হয়েছে, তারা কেউই আপনার নাম কোনোদিন শোনেনি।'

'ঐ কথা আর এখন তুলে কী হবে। এইবার বল কী চাও।'

'আমি আপনাকে চাই! কিন্তু আপনি কি কিছুই লক্ষ্য করছেন না?' সাবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির মুখের দিকে চেয়ে রইল, আশা করল সেখানে চিনতে পারার একটি উজ্জ্বল রেখা ফুটে উঠবে।

এমন কোনো চিহ্ন লোকটির চোখেমুখে দেখা গেল না।

'আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন,' প্রায় চিৎকার করে সে বলল।

'কেন মুখের দোষটা কি হয়েছে?' লোকটি জিজ্ঞেস করল।

আচমকা একটি কোমল কণ্ঠ ডেকে উঠল, 'সাবের!'

ঘাড় ঘুরিয়ে সে এলহামকে দেখতে পেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে তার বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে যাবে এমন সময় হঠাৎ অবাক হয়ে সে লক্ষ্য করল যে লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, 'এলহাম। কেমন আছ তুমি?'

সে আরো অবাক হয়ে দেখল যে মেয়েটি ঐ লোকটির কপালে চুমু খেল। 'তুমি ওকে চেন!'

ঐ লোকটিরও এবার অবাক হবার পালা। 'আমার মেয়ের সাথে তোমার কখন পরিচয় হলো?'

'আপনার মেয়ে! হায় আল্লাহ্!'

কেউ থামাতে পারার আগেই এলহাম ঝড়ের বেগে কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। রহিমি আসন গ্রহণ করে তার প্রশান্ত কণ্ঠে বলল, 'এইবার আমাকে বল তুমি কি চাও!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁপতে কাঁপতে সাবের বসে পড়ল। যন্ত্রচালিতের মতো সে ছবিটি, তার জন্মের ও তার মায়ের বিয়ের সার্টিফিকেট বের করল। লোকটি প্রশান্ত মুখে প্রত্যেকটি কাগজের দিকে চেয়ে দেখল, একের পর এক টেবিলের ওপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল এবং একই রকম আবেগহীন প্রশান্তিতে ওগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। লাফ দিয়ে ওঠে সাবের লোকটিকে জ্যাকেটসহ চেপে ধরল এবং চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি আমার অস্তিত্বই অস্বীকার করছেন!'

'আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও! তোমার ঐ মুখ আর যেন আমাকে কোনোদিন না দেখতে হয়! তোমার মায়ের মতো তুমিও একটা অপদার্থ। তোমাদের দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।' এই বলে তাকে জোরে এক ধাক্কা মারল লোকটি, সাবের টলতে টলতে পেছনে সরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল এবং টেবিলের কোণায় মাথায় ধাক্কা খেল।

ঘন ঘন বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে ঘামে একেবারে জবজবে হয়ে ঘুম থেকে উঠে গেল সাবের। তার হোটেল কক্ষে বিছানার চাদরের নিচে নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে সে। বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভেতরে আসছে। খোঁজ; একি স্বপ্নসম আশা? অথবা, করিমা যেমন ইঙ্গিত দিয়েছে, অলীক কিছু?

এমনি আরো অনেক অনেক স্বপ্নই তাকে দেখতে হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬.

প্রতি রাতেই দুঃস্বপ্ন তার কাছে হানা দেয়। সে বিষণ্ন ক্লান্ত হয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তার চারপাশে সার্বক্ষণিক অখণ্ড নীরবতা। এক গভীর, গোরস্থানের নীরবতা। গড়িয়ে গড়িয়ে এসে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার আগে সমুদ্রের ঢেউ যেমন। তারপরে কি? আরেকটি ঢেউ ওর স্থান দখল করে। প্রত্যেকটি স্বপ্নেই আছে তার বাবার উপস্থিতি। কিন্তু খোঁজ এখন আর তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য বরঞ্চ ফাঁকফোঁকরে ছিনিয়ে নেয়া ভালোবাসার দু'চারটি মুহূর্ত। অন্ধকারের ভালোবাসা, বন্য, পাশবিক কামনায় উদ্দাম। প্রথম যৌবনে অসুখে একবার যখন সে মরণাপন্ন হয়েছিল অন্ধকার সেই দিনগুলোর স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে।

মরণের মুখোমুখি হয়ে তখন সে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। এই দিশেহারা অবস্থাই তখন তার চালিকা-শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল, তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল হুজ্জত-হাঙ্গামার জীবনে; পাপ, লালসা আর ফুর্তির মহাসমুদ্র সাঁতরাতে সাঁতরাতে, হয়তো বা ডুবতে ডুবতে সে তার মায়ের কল্পিত ইজ্জত রক্ষা করতে হরদম চালিয়েছে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত।

সে খবরকাগজ অফিসে ঢোকা এলহাম প্রশান্ত হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। কি জীবন্ত, তরতাজা লাগছে ওকে! তার এই উত্তাল ঝোড়ো সমুদ্রে ও-ই হচ্ছে একটি সুস্থির, অনড় পর্বত।

'কোনো খবর পেলে?' এলহাম জিজ্ঞেস করল।

'আমার যদিও এখন সন্দেহ হচ্ছে যে এতে খুব একটা কাজ দেবে না, তবু বিজ্ঞাপনটি আবার নবায়ন করতে এসেছি।'

'এছাড়া অন্য কোনো উপায়ের কথা চিন্তা করেছ কি?'

মৃদু হাসল সাবের। খোঁজ করাটা তার জীবনের প্রাধিকারের তালিকায় এখন যে অনেক নিচে নেমে এসেছে, সে ব্যাপারটি জানে না এলহাম।

'তোমার জন্য একটা অবাক করা ব্যাপার আছে,' তানতাবি বলল।

সে বসল, আগ্রহ চাড়া দিয়ে উঠল তার মনে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একজন মহিলা তোমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে।'

'মহিলা?'

'সে বিজ্ঞাপনটি সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছিল।'

'কে সে?'

'তা কিছু বলেনি; কেবল বিজ্ঞাপনটির কথা জিজ্ঞেস করেছিল।'

'হয়তো সে তার, অর্থাৎ রহিমির সম্পর্কে জানে,' আশান্বিত হয়ে উঠে সাবের বলল।

'হতে পারে, আবার এও হতে পারে...'

'কি হতে পারে আবার?'

'মহিলা তোমাকে হয়তো চেনে।'

'কিংবা এমনও হতে পারে যে কেউ হয়তো চাতুরি করছে। আগেও এমন হয়েছে,' তিক্ততার সঙ্গে সে বলল। এ কি তার স্ত্রী হতে পারে? তার বিধবা স্ত্রী? করিমাও হতে পারে, কৌতূহলবশে এমন করছে। ঐ মেয়েলোকটি হচ্ছে বাসনা আর আবেগ, চাতুর্য আর ধ্বংসের এক সদা পরিবর্তনশীল সংমিশ্রণ।

নিকটবর্তী কাফেতে তাদের নিত্যদিনকার টেবিলে এসে বসল সাবের আর এলহাম। সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা সাবেরের মনে পড়ল।

'তোমাকে আগের মতো ততটা উৎসাহী আর মনে হয় না কিন্তু,' এলহাম মন্তব্য করল।

হায়, তুমি যদি আসল কারণটি জানতে! 'এই-ই ভালো,' সাবের বলল, 'আমার আশা বেশি দূর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না।'

'হ্যাঁ,' এলহাম একমত হলো। 'এই অনুসন্ধানে সময়ই তোমার সাথী হোক।'

'আজ, অন্তত এই একবার, তোমার খাবারের দামটা আমাকে দিতে দাও।'

'মেহমান তো তুমি, আমি নই।'

তারা নীরবে খাবার শেষ করল। সাবের লক্ষ্য করল যে এলহামের মনের হাজারো অনুচ্চারিত প্রশ্ন তার চোখ দুটিতে প্রতিফলিত হচ্ছিল। গতরাতের কথা সাবের ভাবল। একই সঙ্গে দুটো ভিন্ন ব্যক্তি হওয়া কি অদ্ভুত, একই জনের দুই মহিলায় বিভক্ত হয়ে যাওয়া। একজন লেলিহান অগ্নি আর অন্যজন শান্ত সুশীতল বসন্তের হাওয়া।

'অনুসন্ধান চালিয়ে যাবার জন্যে তুমি কি ছুটি-ছাটা নিচ্ছ।'

এবার সে একটু খোঁজ খবর নিতে শুরু করেছে। সাবেরের অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। 'সত্যিকার অর্থে আমি কোনো চাকরিবাকরি করছি না। ব্যক্তিগত কিছু সহায় সম্পত্তি আছে আমার।'

'জমি জিরেত?'

'আমার বাবার কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে।' এলহাম যে এতে খুব সন্তুষ্ট হলো না তা দেখতে পেল সে। 'তাঁর হয়ে আমি সে সব দেখাশোনা করি। বিশ্বাস করো, যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো চাকরির চেয়ে এটা অনেক বেশি ঝামেলার ব্যাপার।' দ্বিতীয় মিথ্যা! এলহামের কাছে মিথ্যা কি যে ঘৃণা করে সে!

'তা করার একটা কিছু থাকলেই হলো। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে আলস্য।'

'সেটা খুবই খাঁটি কথা। গত সপ্তাহে তার প্রমাণ আমি হাড়ে হাড়ে পেয়েছি। কিন্তু আলস্য সম্পর্কে তুমি কি জানো?'

'এটা আমি কল্পনা করতে পারি। যাই হোক, এ সম্পর্কে আমি পড়াশোনাও করেছি।'

'সত্যিকারভাবে বুঝতে গেলে নিজেকে এর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়,' তিক্ততার সাথে সাবের বলল।'

'সে কথা সত্যি।'

'তোমার মতো অল্পবয়েসী কারো পক্ষে সেরকম অভিজ্ঞতা অর্জন করা শক্ত, অন্তত পক্ষে আমার যেমন হয়েছে তেমন।'

'তুমি যদি মনে করে থাকো যে আমি একটি শিশু, তাহলে ভালো করে আরও একবার চিন্তা করো।'

বাঃ, মেয়েটি কি আনন্দদায়ক। মনে হয় আমি তাকে ভালোবাসি। আরো সাহস সঞ্চয় করে সে বলল, 'আমার সম্পর্কে সব কিছুই তো তুমি জানো। এবার তোমার সম্পর্কে কিছু বলো।'

'তোমার সম্পর্কে কি জানি আমি?'

'তুমি আমার নাম জান, আমি কি করি, কেন এখানে এসেছি। এবং তোমার যে কত ভক্ত আমি তা-ও।'

এলহাম মৃদু হাসল। 'সততার সাথে কল্পনা গুলিয়ে ফেলো না।' ঐটিই হচ্ছে একমাত্র সত্য, নিজেকে নিজে বলল সে। একখানা কালো মেঘ একটু সময়ের জন্যে সূর্যকে ঢেকে ফেললে সমস্ত ক্যাফেটারিয়াটা এক গভীর বিষণ্ণতায় ডুবে গেল। 'তা, তোমার নাম আর কি কাজ কর তা জানি,' সাবের বলল।

'বেশি আর কি জানতে চাও?'

'তুমি কখন চাকরি শুরু করলে?'

'তিন বছর আগে, গ্রাজুয়েট হবার পর থেকে। যদিও, পড়াশোনা আমি এখনও চালিয়ে যাচ্ছি। বুঝতেই পারছ, উচ্চতর পড়াশোনা।'

আল্লাহ্‌র রহমত, আমার লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করছে না সে। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে, তা করবে না।

'তুমি, মানে... গীজা অঞ্চলে বাস করো?'

'আমি মায়ের সঙ্গে থাকি। আমাদের পরিবার কালিউবে থাকে। আমার মামা থাকেন হেলিওপলিসে। আমাদের পরিবারেরও একজন নিখোঁজ।'

'কে?' বিস্মিত হয়ে সাবের জিজ্ঞেস করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার বাবা,' হাসি গোপন করার চেষ্টা করে এলহাম বলল। কী অবিশ্বাস্য! সেই স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ল। নিখোঁজ পিতাদের এখন বেশ প্রাচুর্য মনে হয়! হয়তো বা একই বাবাকে খোঁজ করছে তারা। 'তোমার বাবাকে কেমন করে হারালে?'

'তোমার ভাইয়ের মতো করে নয়। আমি খুব বেশি বলে ফেলছি বলে তোমার মনে হয় না?'

চোখে তিরস্কার আবার তারই সঙ্গে কৌতূহল মিশিয়ে সাবের তার দিকে চাইলো।

'আসল কথা, আমি যখন একেবারে ছোট্ট শিশু, তখন আমার বাবা-মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়,' এলহাম বলে গেল।

'বাবা কি তোমাকে ফেলে গেলেন?'

এলহাম খুব জোরে জোরে হেসে উঠল। এতে সাবেরও তার ক্রমবর্ধমান কৌতূহল সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল। 'অর্থাৎ, উনি কি নিখোঁজ হয়ে গেলেন?' তড়িঘড়ি করে সে যোগ করল।

'তিনি আসিউতের একজন সুপরিচিত আইনজ্ঞ। তুমিও হয়তো তাঁর কথা শুনে থাকতে পার। আমর্ জায়েদ।'

সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হলো সাবের।

'আমি ভাবলাম তুমি বলবে সৈয়দ সায়ীদ আল রহিমি।'

'আমার চাচা হতে তোমার কি খুব ভালো লাগত?' হাসতে হাসতে এলহাম জিজ্ঞেস করল।

'না,' সে খুব জোরালো উত্তর ছুড়ল।

এলহামের গাল লাল হয়ে উঠল। 'আমার মা,' সে বলে চলল, 'আমাকে রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। আমার বাবারও এটা অপছন্দ হয়নি, কারণ তিনিও আবার বিয়ে করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন। বাবা মার খোরপোশ দিয়ে দিলে আমরা কায়রোতে নানার বাড়ি এসে উঠলাম। তারপর নানা মারা গেলেন, আর এখন মা আর আমি।'

সাবের খুব খেয়াল করে শুনল, কিন্তু সন্দেহ তার পুরোপুরি গেল না। মেয়েদের, বিশেষ করে মায়েদেরকে, সে সব সময়ই সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে। এলহাম স্পষ্টতই তার মতো জীবনধারার কথা কখনও শোনেনি। বেশ্যা, মাগির দালাল, জারজ, আরও এমনি অনেক কিছু। এলহাম তাকে যেমন অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছে সেও কি সেরকম দিতে পারে? হতাশা ও বিষণ্নতার কালো মেঘ তার মনের আকাশ আচ্ছন্ন করে রাখল। এলহাম তখনও কথা বলছিল। 'মামা একদিন এসে বললেন যে বাবার সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার। মা তো শুনে আগুন। না, এরকম কোনো ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যতা তার নেই, মা যুক্তি দিলেন। একটি বারের জন্যেও সে কোনোদিন তোমার কথা জিজ্ঞেস করেনি। মামা কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন যে দিন দিন আমি বড় হচ্ছি, নিশ্চিতভাবেই এখন আমার একজন পিতার দরকার হবে।'

কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না করেই সাবের বিড়বিড় করে বলে গেল, 'স্বাধীনতা, সম্মান আর মনে শান্তি।'

দুকাঁধ ঝাঁকিয়ে এলহাম বলল, 'বাবার সাথে যেন দেখা না-করি এ ব্যাপারে মা কিন্তু পীড়াপীড়ি করে যেতেই থাকলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমিও একমত হলাম, ভাবলাম, বাবার চেয়ে চাকরি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, নিদেনপক্ষে অনেক স্থায়ী তো বটেই। বাবা আমাকে তার নিজের কাছে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন কিনা সেই ভয়ে মা সিঁটিয়ে থাকলেন।'

হায়, হায়, শোনো পাগলী কী বলছে। কোনো চাকরি বা ক্যারিয়ার স্বাধীনতা, সম্মান আর মনের শান্তির জায়গা দখল করতে পারে?

'পড়াশোনা চালিয়ে যেতে যেতে এই চাকরির জন্যে দরখাস্ত দিলাম, আর এখন উচ্চতর পড়াশোনার জন্যে রাতে ক্লাশ করি।'

'বাবার কথা কি তুমি কখনও ভাব না?' সাবের জিজ্ঞেস করল।

'না। আমার কাছে তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই। এটা তারই বেছে নেয়া পথ।'

'এর কারণ কি এই যে তাঁকে তোমার প্রয়োজন নেই?'

'না। সেই অর্থে মাকেও আমার প্রয়োজন নেই কিন্তু তাঁকে আমি ভালোবাসি। তাঁকে ছাড়া আমার জগৎ কল্পনাও করতে পারি না।'

হায়রে বালিকা, স্পষ্টতই হতাশার পঙ্কে এসে তুমি পৌঁছনি। স্বাধীনতা, সম্মান আর মনের শান্তির জন্যে মন তোমার ছটফট করছে না। কালিমালিপ্ত এক অতীত যা রাতারাতি তোমার ভবিষ্যৎ হয়ে যেতে পারে তেমন কোনো আশঙ্কা তোমাকে তাড়া করে ফিরছে না।

'তোমার মতো যদিও আমার ব্যক্তিগত কোনো অর্থসম্পদ নেই, তবু এই চাকরি নিয়ে আমি সন্তুষ্ট।' যেখানে ব্যথা আঘাতটা সেখানেই করল সে, না-বুঝে, এবং অবশ্যই অনিচ্ছাকৃতভাবে। হায়, ওকে যদি সব কিছু বলা যেত। কিন্তু অতটা সাহস তার জোগাল না। এলহাম তাকে ছেড়ে অফিসে ফিরে গেলে চতুর্দিক থেকে একাকিত্ব এসে তাকে জাপটে ধরল। মেয়েটির নমনীয়তা ও সুমিষ্ট আচরণ সত্ত্বেও সাবেরের মধ্যে সে একটা পাশবিক বৃত্তি জাগিয়ে তুলল। ফুসলানোর চেষ্টায় মেয়েটির যে আচমকা ভীতি ও আহত মানসিকতা তৈরি হবে এবং তার ফলে যে লজ্জা এবং গ্লানি তার আসবে সে কথা কল্পনা করল সাবের। কিন্তু মেয়ে পটানোর এই ব্যাপারটা তার কাছে স্বভাবজাত বলে মনে হয় এমনকি কেউ একে তার গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্য আখ্যা দিলেও দিতে পারে। এটাই তার আত্মসংরক্ষণের পদ্ধতি। সম্ভাব্য সমস্ত গুণ ধূলিসাৎ করে দেওয়া। তার ঝঞ্ঝাসংকুল জীবনে এলহাম আশার উজ্জ্বল বাতিঘর, আবার তার অহংবোধের প্রতি হুমকিস্বরূপও সে। তার অভ্যস্ত জগতের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দেয় এলহাম। করিমার আগুনেই কেবল সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নিপীড়ন ভুলে থাকতে পারে। তার নবলব্ধ দ্বৈত জীবনের অপর অর্ধাংশ আলোকিত করার পথনির্দেশক বাতি সে।

হাড়-কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় সে বাইরে বেরিয়ে এলো, তারপর পায়ে হেঁটে হোটেলে ফিরল। নতুন পরিচিত দৃশ্যই তাকে অভ্যর্থনা জানাল; খলিল তার টেবিলে ঘাড় গুঁজে বসে আর দরজার কাছে সাবি তার চেয়ারে ঘুমে ঢুলছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাউঞ্জে একা বসে সে খবরকাগজ দেখতে দেখতে সিগারেট ফুঁকল।

উঠে দাঁড়িয়ে টেলিফোনের কাছে গিয়ে, ফোন ঘোরালো সে। 'এলহাম, আগামী কাল কাফেতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'সে তো খুশির খবর। কিছু গলদ হয়েছে না-কি?'

'না, না, তা মোটেই না। যখনই সম্ভব, তোমাকে আমি দেখতে চাই।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭.

রাতগুলো সে করিমার সাথে কাটিয়ে দেয় তীব্র উন্মাদনায়। জঙ্গলের বর্বরতা আর ছন্দময়তা প্রতিধ্বনিত হয় তাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে। সে নিজেকে তখন ভুলে যায়। সমস্ত ভীতি আর উদ্বেগের উর্ধ্বে, এই পৃথিবী আর মহাবিশ্ব ছাড়িয়ে সে তখন উঠে যায় অন্য কোনো জগতে। ভুরিভোজের যা আনন্দ ও বেদনা সেই ধাঁচের এক আনন্দ-বেদনাময় অনুভূতি করিমা তাকে জোগায়। এর প্রতিতুলনায়, এলহামের কাছ থেকে প্রতিবারই সে যখন বিদায় নেয় তখন এক শূন্যতা এসে তাকে ঘিরে ধরে।

সেই প্রথম যে রাতে করিমার মৃদু টোকা মদালস নিদ্রা থেকে তাকে জাগিয়ে তুলেছিল সেই থেকে ঐ মেয়ের নৈশ আগমনে কোনো ছেদ ঘটেনি। করিমার প্রভাব তাকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে উন্মাদনার এই মুহূর্তগুলো থেকে বেরিয়ে আসার কোনো দরজাই সে খোলা পায় না। দুজনের মধ্যে সে-ই যেন বেশি দাপট খাটায় এমন একটা ভান সে করলেও, এ দিয়ে করিমাকে কিংবা নিজেকেও সে বোকা বানাতে পারেনি। এর আগে কোনোদিন কোনো মেয়েই তার ওপর এতটা খবরদারি করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও করিমার সব কথাতেই তার সন্দেহ হতো।

একরাতে ওর বাহুবদ্ধ অবস্থায় শুয়ে ফিসফিসিয়ে করিমা বলল, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।' কত পরিচিত শব্দ! আলেকজান্দ্রিয়ায় যে নৈশক্লাব আর বেশ্যাবাড়িগুলোই ছিল তার জীবন সেখানে সব সময়ই এ কথাগুলো সে শুনেছে। ওর প্রভাব আর উন্মাদনার ফুঁসে-ওঠা জোয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল সাবের। কিন্তু বৃথা। করিমাই এখন তার সব কিছু। ভালোবাসা, তার হারিয়ে যাওয়া বাবাকে খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে আশা, সব। আবার কোনো কোনো রাতে তেমন কোনো আবেগ ছাড়াই চুপচাপ সাবেরের কাছে আত্মসমর্পণ করত সে। তখন করিমার দোযখের এই আগুন থেকে সুশীতল বাতাস দিয়ে তাকে শান্ত করে তোলার জন্যে এলহামের জন্যেই মন তার উথাল-পাথাল করে উঠত। তবু এ এমনই দোযখ যার আগুনের উত্তাপ ছাড়া সে বাঁচতেও পারত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদ্রপারের সেই রাতে জেলে নৌকাগুলোর পাশে কত সহজ ছিল ব্যাপারটি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো কোনো চিহ্ন না রেখে বহু আগেই মিলিয়ে যাওয়া সেই স্মৃতি যক্ষের ধনের মতো তুমি এখনও আঁকড়ে ধরে পড়ে আছ। করিমা শুধু যে ভালোবাসার প্রতিমূর্তি তাই নয়, বরঞ্চ এলহামের কারণে তৈরি উদ্বেগের আবর্ত কিংবা নিষ্ফল অনুসন্ধানের যন্ত্রণা দূর করতে সে কাজ করে ঐন্দ্রজালিক ওষুধের মতো।

'তুমি মনে হয় তোমার মধ্যে নেই,' এক রাতে সাবের বলল।

'তুমি কি মাঝেমধ্যে আমাকে অন্য ধরনের পাও?' শিশুর অপাপবিদ্ধ সরলতা নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল। কেমন দুষ্টু। সে কি তার আবেগমথিত ভালোবাসার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেছে? তার মায়ের সম্পর্কে একটা বিশেষ দিনের কথা মনে পড়ল। তার সাথে 'দেখা' করতে এসেছিল এক ভদ্রলোক, রেগেমেগে তাকে অপদস্থ করে বের করে দিয়েছিল তার মা; তারপর ঐ লোকটি চলে গেলে মা তার হাপুস নয়নে কেঁদে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। এই তো হচ্ছে মেয়েমানুষ।

অনেকটা গা-না-লাগানো ভাবে সাবের বলল, 'ভাবলাম, তোমার বুঝি ভালো লাগছে না।'

'কেন? আমি তো কখনো বলিনি,' সাধারণভাবে করিমা উত্তর করল। এই উত্তরে ওর কণ্ঠস্বরে একটা চ্যালেঞ্জ আবিষ্কার করল সাবের।

'শুনে ভালো লাগল।'

ওর গালে আলতোভাবে একটু আদর করে, মিষ্টি করে করিমা বলল, 'বুঝতে কি পারো না যে আমার জীবনে তুমিই সবকিছু?'

নিরর্থক শব্দসমষ্টি। 'তুমিও সবকিছু আমার জীবনে এবং তারও চেয়ে আরো কিছু বেশি,' চতুরভাবে বলল সাবের, 'আর সেজন্যেই আসন্ন বিদায়ের চিন্তায় তোমার এই বিষণ্নতা।'

'তুমি চলে যাওয়ার কথা বলছ?'

'এ সম্পর্কে কথা না বলার মানে এই নয় যে এটা কখনও ঘটবে না।'

'যতদিন সম্ভব বিদায় আমরা স্থগিত করে যাব। দুর্ভাগ্যক্রমে পুরুষ মানুষের স্বভাবের মধ্যে টাকার নেশা অনেক গভীরে থেকে যায়।

'এর অন্য কোনো সমাধান নেই।'

'প্রয়োজনে সে কি সাহায্য করতে পারে?'

'তোমার স্বামী কি টাকা পয়সার ব্যাপারে খুব সজাগ?'

'খুব। টাকা কেমন করে খরচ হলো সে ব্যাপারে অবশ্য সে তেমন একটা মাথা ঘামায় না।'

'ও কি ঈর্ষাকাতর?'

'অবিশ্বাস্য রকমের। এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অবশ্য একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। কথার নড়চড় হলে আমাকে সবকিছু হারাতে হবে। কিন্তু তোমার, ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি? তোমার কি একটা টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই?'

'একটা টেলিফোনই সমস্ত সমস্যার সমাধান জোগাবে।'

'আমার বাবা কিন্তু আমার কাছে তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।'

'তা আমার বাবা আমার কাছে কিন্তু সব কিছু।'

'তাকে হারালে কেমন করে?'

'সে তো পুরনো ইতিহাস। একদিন এ সম্পর্কে তোমাকে আমি বলব।'

'সে কেন তোমার সাথে যোগাযোগ করছে না?'

প্রশ্ন তো সেইটাই। তার নির্যাতনের কারণ। কত কিছু যে হওয়া সম্ভব। যদি তাকে না-ই পাও তাহলে তোমার কি হবে? মহা সর্বনাশ, চরম দুর্দশা, বাবা, কাজ কিংবা আশাবিহীন এক জীবন।

'এর আগে তুমি কেমন করে চালিয়েছ?' তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে করিমা জিজ্ঞেস করল।

'এক সময় আমার টাকা ছিল প্রচুর; এখন অবশিষ্ট আছে সামান্যই।'

'কি কাজ করতে তুমি?'

'কোনো কাজই না।'

'একটা কাজ-টাজের চেষ্টা করছ না কেন?'

'যে কাজই করি না কেন, তা বাবার মাধ্যমে আসতে হবে। নতুবা তা হবে মূল্যহীন।'

'আমি বুঝি না।'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখ।'

'একটা ব্যবসা-ট্যাবসা করো।'

'মূলধন অথবা অভিজ্ঞতা-কোনোটাই নেই।'

'একটা চাকরি?'

'কোনো ডিগ্রি নেই।' তারপর খানিকটা বিরতি দিয়ে সে তিক্তস্বরে বলে উঠল, 'কোনো কাজেরই যোগ্য নই আমি।'

'শুধু ভালোবাসা ছাড়া,' ওর মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে করিমা ফিসফিসিয়ে বলল।

মৃদু হাসল সাবের। 'ভবিষ্যৎ আমাদের জন্যে কি সঞ্চিত রেখেছে তাই ভাবছি!'

'অবস্থা বেশ জটিল, আর আমার স্বামীর ওপরও ভরসা করতে পারছি না।'

'কিন্তু ও তো যথেষ্ট বুড়ো!'

'খুব খাঁটি কথা। মনে হয় বিশেষ একটা নজর না দিয়ে মরণ তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে।'

'সে যাই হোক, আমার টাকায় যতদিন কুলোবে, তার চেয়ে বেশিদিন বাঁচবে সে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর যদি ঘুণাক্ষরেও আমাদের ব্যাপারটা টের পায়, তাহলে তোমার আমার আর কোনোদিন দেখা হবে না।'

ওকে টেনে আরও ঘনিষ্ঠ করে আনল সাবের। 'সমস্ত আশা যখন চলে যাবে, আমরা তখন পালিয়ে যাব,' বেশ জোরালোভাবে ফিসফিসিয়ে বলল সাবের।

'আমি সেজন্যে তৈরি। কিন্তু তখন আমরা করব কি?'

'হম্‌ম্‌... বাবাকে ছাড়া এমনকি আমাদের ভালোবাসাও মূল্যহীন।'

'স্বপ্ন দেখা বাদ দিয়ে বাস্তবমুখী হও।'

'তার অর্থ কি এই যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে?'

'অপেক্ষার যন্ত্রণা আমরা সহ্য করব কেমন করে? আর অপেক্ষা যদি বা করি তো তারপরে কি?'

'মৃত্যু।' সাবেরের কণ্ঠে অলক্ষুনে সুর।

'মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয় ঐ বুড়োই একদিন আমাকে কবর দেবে। তার স্বাস্থ্য একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের ভালো। আর আমি, আমার তো যকৃতের, কিডনীর সমস্যা রয়েছে।'

'কি পরিহাস।' তিক্ততাপূর্ণ একটু হাসি হাসল সাবের।

'বুড়ো একেবারে হাড় বজ্জাত। সন্দেহের সামান্য আভাস পেলেই তোমার সাথে আমার দেখা চিরতরে বন্ধ।'

'আমি পাগল হয়ে যাব তাহলে,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সাবের।

'আমিও হবো। কিন্তু করা যায় কি?'

'অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না, পালিয়ে যাওয়া নিরর্থক, টেলিফোনের আশা, একটি স্বপ্ন; কি করা যায়?'

'হ্যাঁ। তাই তো, কি করা যায়?'

'মনে হয় পালিয়ে যাওয়াই মুক্তির একমাত্র পথ।'

'কখ্‌খনো না,' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল করিমা।

'তাহলে অপেক্ষা করা।'

'সেটাও না,' সাবেরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গোপনীয় কোনো চিন্তা যেন বের করে আনবে প্রায় সে রকম করেই বলল করিমা।

'তাহলে কি?'

'ও-আচ্ছা,' হাল ছেড়ে দিয়ে করিমা বলল, 'যদি কোনো কিছুই আমরা করতে না পারি, তাহলে আমাদের পরস্পরের সাথে দেখা করা বন্ধ করে দেওয়াই বরং ভালো।'

সাবের হাত দিয়ে করিমার মুখ শক্ত করে চেপে ধরল। 'তার চেয়ে আমি বরং মরে যাব,' সে বলল।

'মৃত্যু,' নিশ্বাস ফেলে বলল করিমা। তারপর, যেন নিজের সাথে কথা বলছে এমন করে সে পুনরাবৃত্তি করল, 'হ্যাঁ, মৃত্যু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাবের অনুভব করল তার হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হচ্ছে, আর হঠাৎ নেমে-আসা অখণ্ড নীরবতার মধ্যে তার ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যেন কানের পর্দায় প্রচণ্ড জোরে ঘা মারছে। 'তুমি চুপ করে আছ কেন?'

'আমি ক্লান্ত,' করিমা উত্তর করল। 'অনেক প্রশ্ন হয়েছে।'

'কিন্তু যেখানে শুরু করেছিলাম, ফিরে আমরা সেখানেই আবার এসেছি।'

'তাই হোক।'

'কিন্তু একটা সমাধান তো অবশ্যই পেতে হবে,' প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল সাবের।

'কি?'

'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।'

'আর আমি জিজ্ঞেস করছি তোমাকে।'

'আমি তোমার কাছ থেকে ইশারা-ইঙ্গিত একটা কিছু আশা করেছিলাম, একটি শব্দ, যা হোক কোনো একটা কিছু।'

'না। ইঙ্গিত দেয়ার মতো কোনো কিছুই আমার কাছে নেই। এ একটি স্বপ্ন। ঠিক তোমার ঐ টেলিফোনের মতো। এই হোটেলটি আর টাকা পয়সাগুলো একবার হাতিয়ে নিতে পারলে চিরটা কাল আমরা একসঙ্গে থাকতে পারতাম।'

সাবের দীর্ঘশ্বাস ফেলল। করিমা বলে চলল, 'সমস্যাটা এই যে যখনই আমরা কোনো পথ খুঁজে না পাই, কোনোদিকে যাওয়াতে না পারি, তখনই আমরা স্বপ্ন দেখি। আমাদের জন্যে পালানোর একমাত্র পথ হচ্ছে স্বপ্ন দেখা।'

'কিন্তু স্বপ্নকে তো বাস্তবও করা যায়।'

'কিভাবে?'

'সম্পূর্ণ নিজে নিজেই।'

'একথা তুমি বিশ্বাস কর না, তাই তো?'

'না!'

'এখন ভোর হয়ে আসছে, আর যা বলা যায় তা সবই আমরা বলেছি,' বিড়বিড় করে করিমা বলল।

আবছা আঁধারে করিমার ছায়ামূর্তিকে পোশাক পরতে দেখতে পেল সাবের। শেষবারের মতো গভীর আবেগভরে একটা আলিঙ্গন দিয়ে সে বিদায় নিল। অন্ধকারে আবার সে একা, নিঃসঙ্গ। মৃত্যু আর কবরের মতো অন্ধকার। আদালতে শাস্তির রায় ঘোষিত হওয়ার পর, সে চিৎকার করে উঠেছিল, 'এর পেছনে যে দানব কাজ করছে আমি তাকে চিনি। ওকে খুন করব আমি।' কিন্তু জেলের মেয়াদকালই তাকে আস্তে আস্তে নিশ্চিতভাবে শেষ করে দিয়েছে।

হায়, আমি এলহামকে সব কিছু যদি বলতে পারতাম। তাহলে সবই সহজ হয়ে যেত। তার সব কিছুই সে আমাকে বলেছে, কিন্তু আমি তাকে মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলিনি। বাবা, তুমি কেন নিরুদ্দেশ হয়ে থাকছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার মা ভেবেছে সে আমাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু আমিই বরং মেরে ফেলেছি তাকে।

তুমি তাহলে একটা ক্রিমিনাল, একটা খুনী; কিন্তু আমি তোমাকে খুঁজে বের করবই।

এলহামকে অনুরক্ত করা! কি ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি। তার চিৎকার, আমি তোমাকে খুন করে ফেলব! তার ছিন্ন পোশাকের ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান এক নগ্ন, লাঞ্ছিত শরীর।

মুয়াজ্জিন ফজরের আজান দিচ্ছে। আরো একটি নিঝুম রাত? কিন্তু না, স্বপ্ন তো দেখেছে সে, তার মাকে, বাবাকে, আর দেখেছে এলহামকে।

সাতটায় ঘুম থেকে উঠে, জানালা খুললেই নিচের চত্বরে ভিক্ষুকদের বিশ্রী নিরর্থক গানের হাঁড়ি-ভাঙা সুর তার কানে এসে বাজল। হায়! সুন্দর চেহারার সুপুরুষ খ্রিস্টান আর ইহুদিরা তোমার ধর্ম আলিঙ্গন করেছিল। সে দেখল, ফুট-ফরমাস খাটা আলী সিরিয়াকুস খলিলকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছে।

লাউঞ্জে বসে সে বুড়োকে দেখতে লাগল। কম্পমান হাতে সে খাতায় টাকার অঙ্ক যোগ করছে। টাকা। হায় বুড়ো, তুমি মেহেরবানী করে যদি পটল তুলতে। জীবন তোমাকে কি আনন্দ দিতে পারে এখন? তোমার নিষ্ফলা ভালোবাসার গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে নষ্ট হচ্ছে করিমার সৌন্দর্য। যে একমাত্র আনন্দ তুমি পাও, তা হচ্ছে তাকে উলঙ্গ হতে দেখা। আর সেই অবস্থায় তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া। হয় তুমি নয়, নয় আমার বাবা এসে দেখা দিক। হৈহুজ্জতের দিনগুলোর কথা মনে পড়ল তার। এক নোংরা ক্যাবারেতে সেই সন্ধ্যার কথা। হাতাহাতিতে একজন পুলিশ অফিসারকে সে প্রায় মেরেই ফেলেছিল একটু হলে।

'আর কোনোদিন মারামারি-হাতাহাতিতে জড়িয়ো না,' তার মা বলেছিল। 'তোমাকে হারাবার কথা আমি ভাবতেও পারি না। তোমার সাথে কেউ উল্টোপাল্টা কিছু করলে, আমাকে শুধু জানিও। সে রকম লোককে যমের বাড়ি পাঠাবার যোগ্যতা আমার আছে।' সে কথা সত্যি; মা তার নিজের এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে একবার এমনি করে লা-পাত্তা করে ফেলেছিল। সবাই বলাবলি করেছিল বাসিমা ওমরান ওকে খুন করেছে। কিন্তু কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তোমার নিজের কথা যদি ধরো, খলিল, তোমার জীবনে বাঁচা মরায় তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮.

'বিজ্ঞাপনটি চালিয়ে গিয়ে মনে হয় খুব একটা লাভ নেই,' পরদিন সকালে সাবের তানতাবিকে বলল। তানতাবি একমত হলো। 'এতদিনে বিজ্ঞাপনটি সে যে নিশ্চয়ই দেখেছে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই,' সাবের বলে গেল।

'হ্যাঁ, তা প্রায় নিশ্চিত,' বলল তানতাবি।

এলহাম আলোচনায় যোগ দিল। 'তাহলে সে দেখা দিতে অস্বীকার করছে।'

'এমনও হতে পারে যে সে দেশের বাইরে,' সাবের বলল। 'সে যাই হোক, বিজ্ঞাপনটি আর খুব একটা কাজে আসছে না।'

এলহামের উৎসাহ ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। 'এখন সব কিছুই আসলে নির্ভর করছে তার ওপর। সময়ই একমাত্র জিনিস যার ওপর ভরসা করা যেতে পারে। সে যখন চায় তখনই ফিরে আসবে। এমন কত ঘটনাই তো আমরা পড়ি।'

এলহাম জানত না যে সাবেরকে তার বাবার যতটা দরকার তার চেয়ে তার বাবাকে সাবেরের দরকার অনেক, অনেকগুণ বেশি। তার ভবিষ্যতের জন্যই যে কেবল বাবাকে তার প্রয়োজন তাই নয়, বরং তার কলঙ্কিত, অন্ধকার অতীতের ভীতিও বাবাকে অতিশয় প্রয়োজনীয় করে তুলেছে তার কাছে। অপরাধময় এক জীবন। এখন যে কোনো সময় তার টাকা ফুরিয়ে যেতে পারে, তারপর? এমন কেউই নেই যার দিকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে পারে সে। অতীতের অন্ধকারময় জীবনে ফিরে যাওয়ার ভীতিই একমাত্র জিনিস যা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। খোঁজ করা বন্ধ করে দেওয়ার মানে হলো অপরাধ-জগতে আবার ডুবে যাওয়া।

এই অশুভ চিন্তাগুলোই তাকে দিয়ে হতাশভাবে বলিয়ে নিল, 'ঠিক আছে, বিজ্ঞাপনটি নবায়নই করা যাক।'

ক্যাফেতে সে এলহামের জন্য অপেক্ষা করল। তাদের দৈনিক সাক্ষাৎ গভীর আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করার মতো প্রায় একটি পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তারপর এলহামের সঙ্গে এই প্রশান্ত মুহূর্তগুলো ভুলে করিমার সঙ্গে যৌন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মাদনাময় রাত। পরদিন সকালে আবার মনে আসে এলহামের কথা। একদিকে পাশবিক কামনা আরেক দিকে কোমল ভালোবাসা-এর কোনোটাই কোনোটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারছে না– আর এই দুয়ের মধ্যে একবার এদিক আরেকবার ওদিক, এমনি পেণ্ডুলামের মতো করে এগোচ্ছে তার জীবন।

দুটোতেই সে আকর্ষিত ও বিকর্ষিত হচ্ছে। দুটি অনুভূতিই তাকে এমন কঠিন কব্জা করে রেখেছে যে, সে কারণে ভিতর থেকে এক ধরনের প্রতিবাদও জন্ম নিচ্ছে এর বিরুদ্ধে। তবু এর কোনোটাকেই সে ছাড়তে পারছে না। কোন্‌টাকে ছেড়ে কোন্‌টাকে যে রাখবে সেই সিদ্ধান্তটি কিছুতেই নিতে পারা যাচ্ছে না। এলহাম যেন মেঘবিহীন সুনির্মল আকাশ, আর করিমা তার প্রিয় আলেকজান্দ্রিয়ার আকাশের মতো ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি সংকুল। হায়, প্রিয় আলেকজান্দ্রিয়া! আলেকজান্দ্রিয়ায় তার বাড়িতে কাটানো সেই রাতগুলো, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে কামনা-বাসনায় মাখামাখি ডানাকাটা পরীদের উষ্ণ সান্নিধ্যে একটু একটু করে মদিরা পান! মেয়েটি কেন অস্বীকার করছে যে তার অতীত থেকে উঠে আসা সে? ঝঞ্ঝা-মাতাল সাগরের মতো উন্মত্ত সেই রাতগুলো, মহাসমুদ্রের সোঁ সোঁ করা লোনা হাওয়ায় যা আরো মাতোয়ারা হয়ে উঠত, সেই আবেগাকুল রাতগুলোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় সে। সেই মেয়েটি যে অনেকটাই তার নিজের মতো উষ্ণ, আবেগাকুল, রাগী। এলহাম, এর একেবারেই উল্টো, ধরাছোঁয়ার বাইরে কোনো এক সুদূর পাহাড়ের চূড়ায় যেন সমাসীন।

তার নীরবতা সম্পর্কে এলহাম মন্তব্য করলে, সাবের ভারাক্রান্ত মনে বলে উঠল, 'ব্যর্থতা কিংবা সাফল্য যা মাথায় নিয়েই হোক, যখন এই খোঁজা শেষ হবে, তখন আমার এখানে থাকার আর কোনো যৌক্তিকতা থাকবে না।'

চোখজোড়া মেঝের দিকে অবনত করে এলহাম বলল, 'কখন চলে যাবে তা কি ঠিক করে ফেলেছ?'

'কায়রো থেকে চলে গিয়ে জীবনের কথা আমি ভাবতেও পারি না।'

'সুন্দর ভাবনা। আশা করি তুমি এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে,' সরাসরি তার চোখে চোখ রেখে, খুব আকুতির সঙ্গে বলল এলহাম।'

'এ ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবি না।'

'কিন্তু তোমার পরিবার, তোমার কাজকর্ম, এ সবের কি হবে?'

'কিছু না কিছু একটা হবেই। মাঝে মঝে ভাবি যে এখানে আমি সৈয়দ সায়ীদ আল রহিমিকে খোঁজ করতে নয়, বরং তোমাকেই পাওয়ার জন্য যেন এসেছিলাম। মাঝে-মধ্যে কোনো কোনো বস্তুর পেছনে হন্যে হয়ে ছুটি আমরা, আর এই ছোটার মধ্যে অজান্তে যার খোঁজ আমরা করি, সেই আসল জিনিসের সাক্ষাৎ পেয়ে যাই।'

এলহামের চোখের চাহনিতে স্নেহ আর উষ্ণতার একটা দৃষ্টি একটু একটু করে ফুটে উঠল, আর তারপর সে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই বলল, 'তাহলে সৈয়দ সায়ীদ আল-রহিমির কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁধ ভেঙে গেল। 'এলহাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার সাথে দেখা হওয়ার মুহূর্ত থেকে আমার ভালোবাসা বেড়েই চলেছে। অস্তিত্বের কারণ, জীবনের অর্থ, আমার দুনিয়ার সব কিছুই তুমি। এর আগে কোনোদিনই এমন মনে হয়নি আমার। আমার উচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দ আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে উত্থিত, এলহাম।'

'নিঃশব্দে এলহামের ঠোঁট জোড়া একটু নড়ে উঠল।

'তোমারও কি তেমনি মনে হয় না?'

ওর নীরবতা ভাঙানোর মানসে সাবের জিজ্ঞেস্ করল।

'হয়, এবং তারো চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়।' শান্তভাবে এলহাম উত্তর দিল।

আলতোভাবে ওর হাত ছুঁয়ে মৃদু টোকা দিল সাবের। তার শরীরের প্রত্যেকটি তন্ত্রীতে সুরের ঝঙ্কার বেজে উঠল; তারপর করিমা এবং আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের আসন্ন সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ল তার। কোত্থেকে এক দঙ্গল মেঘ এসে তার মনের আকাশ হঠাৎই যেন অন্ধকার করে দিল। এর আগেও সে একাধিক মেয়েমানুষকে ভালোবেসেছে, কিন্তু এবারের অবস্থা একটু অন্য রকমের। যখন সে করিমার সাথে থাকে তখন তাকে টানতে থাকে এলহাম, আর যখন এলহামের সাথে থাকে তখন টানে করিমা। হায়, এই দুজনকে যদি এক আত্মা, এক দেহ, এক ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারত সে কোনো রকমে।

'এর আগে তুমি কখনো প্রেমে পড়েছ?' নিজের চিন্তাকে চাপা দেয়ার জন্য সে এলহামকে জিজ্ঞেস করল।

'না, কখনো না। বাল্যকালের কিছু রোমান্স হয় তো বা। অনেকদিন আগে মারা গেছে এমন একজন চিত্রতারকার প্রেমে পড়েছিলাম একবার। না, সাবের, এর আগে আর কোনোদিন আমি ভালোবাসিনি। একবার বাগদান হয়েছিল আমার, কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বললে আমিও তাকে ছেড়ে দিলাম। কর্মস্থলে আমার পুরুষ সহকর্মীরা একটু আধটু ফষ্টিনষ্টি করে হয়তো, তা এড়াবার কোনো উপায় নেই। যদি কথা দাও যে চলে যাবে না, তাহলে এ ব্যাপারে সমস্ত কিছুই তোমাকে খুলে বলব পরে; অন্ততপক্ষে কায়রোকে যদি ভুলে না যাও।'

'পৃথিবীর শেষ সীমানাতেও যদি চলে যাই, তাহলেও কায়রোকে কোনোদিন ভুলব না।'

'শুনে ভালো লাগল। এবার তুমি বলো তো ভালোবাসা সম্পর্কে তুমি কতখানি জানো।'

'এটা যে এমন হতে পারে তা আমি কোনোদিনই জানতাম না।'

'জীবন সম্পর্কে আমার সামান্য কিছু ধারণা আছে, তা দিয়ে আমি অনুভব করি যে যখনই আমি তোমার চোখের দিকে চাই, আমি একজন অত্যন্ত ভালো মানুষের দিকেই তাকাই।'

ত্বরিত সে তার অবাক ভাব গোপন করল 'তুমি কি বলছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জানি না। আমার কাছে এর ব্যাখ্যা চেয়ো না। তুমি, তুমি, তোমার ঐ চোখের চাউনিতে একটা কি যেন আছে। আশ্বাসপ্রদ, আত্মবিশ্বাসী।'

হায়রে। ঐ সুন্দর, নীল, কোনো-কিছু-না-দেখা দুটো চোখ। আমি, একটি ভালো মানুষ? পুরনো দিনগুলোর কি হলো? কোথায় গেল সেই বন্যতায় ভরা উদ্দাম রাতগুলো? কোনো চিহ্ন না রেখেই কি তারা উধাও হয়ে গেছে? আহ্ বাবা, তুমি এসে আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করো।

.'নিজের প্রশংসা করতে চাই না, কিন্তু তোমার জন্যে আমার ভালোবাসা আমার কাছে এই প্রমাণই দেয়, এলহাম, যে নিজেকে আমি যেমন ভাবতাম তার চেয়ে অন্তত কিছুটা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ আমি,' নিজেকে প্রায় আধাআধির মতো বিশ্বাস করে সে বলল।

'তুমি তার চেয়ে অনেক ভালো। যেভাবে পাগলের মতো হন্যে হয়ে খুঁজছ তুমি তোমার ভাইকে। তাকে তুমি চিনতে কখনও?'

'না।'

'তবু তুমি তাকে এমন করে খুঁজছ যেন সে তোমার সারাজীবনের পরিচিত। শুধু এইটেই প্রমাণ করে কি মহৎ লোক তুমি।'

যত্তো সব! সবই আমার মিথ্যাচারিতা। নীরবতার মতোই ফাঁকা এলহামের কথাবার্তা।

'অন্য যে কোনো কাজের মতোই আমাকে শুধু তার খোঁজ নিতে বলা হয়েছে।

'না। যদি তাকে তুমি খুঁজে পাও শেষ পর্যন্ত, তবু অন্তত আর্থিক দিক দিয়ে তোমার পক্ষে তা কাজ করবে না তেমন। নিজের মহৎ গুণগুলোকে তুমি অস্বীকার করো না।'

করিমা, তার নিজের মতো, অনেক লম্বা সময় ধরে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে। তাদের দুজনের মধ্যে এই জিনিসটি সাধারণ। দূরে থাকলেও, তারা পরস্পরের সাথে ভাব বিনিময় করতে পারে। যৌনক্রিয়ার চরম মুহূর্তে করিমা ফিসফিসিয়ে বলবে, 'আমাদের ভালোবাসার বাধা কবে অপসারিত হবে?' এই কথায় সে ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যেত। ভালোবাসার অন্ধকার নীড়ে এই ভয় আরো বেড়ে যেত। এই অন্ধকার মানুষকে সহজে অপরাধের পথে ঠেলে দিতে পারে।

কোনো স্ত্রীলোকের কারণে সে যে কাউকে খুন করতে পারে করিমা এটা কল্পনা করতে পারবে না। কিন্তু তবু এমন কাজ আগে সে করেছে। তার হাত রক্ত-রঞ্জিত; তার কাছে এটা নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়।

বুড়োর এমনি করে জীবন আঁকড়ে থাকার একটাই মানে, আর তা হলো এই যে তাকে তার অপ্রতিরোধ্য খতমের দিকে ঠেলে দেয়া। এলহাম, তুমি একটা ক্রিমিনালের প্রেমে পড়েছ। তোমার কাছে এমনি করে মিথ্যা বলে যেতে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

খুন করার চিন্তা তোমার মনকে পরিপূর্ণ করে ফেলে। এ কাজ আগেও তুমি করেছ। স্বীকার কর... স্বীকার কর তুমি অপদার্থ, গরিব এবং রহিমি তোমার ভাই নয়, বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকার কর যে তাকে ছাড়া তোমার দাম এক মুঠো ধুলোর সমানও নয়। তোমার অতীত সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করো। এলহাম তাহলে যন্ত্রণা আর ভয়ে চিৎকার করে উঠবে। তার চোখের সমস্ত আলো নিভে যাবে। তারপর সে সত্য আবিষ্কার করবে। মা যদি আমাকে ঠিকঠাক মানুষ করে তুলত, তাহলে এতদিনে তুমি একজন সফল বেশ্যার দালাল বনে যেতে। কিন্তু না... সে তার সোনার খাঁচায় তোমাকে আগলে রেখেছে, আর এখন তুমি ভোগ করছ চিরন্তন নির্যাতন। তোমার বাবাকে পুনরুজ্জীবিত করে সে তোমার কাছ থেকে হতাশা ও নৈরাশ্যের সান্ত্বনা কেড়ে নিয়েছে।

'আমার মা মনে করেন কায়রোতেই তোমার যে কোনো একটা ব্যবসা শুরু করা উচিত। তোমার সম্পর্কে ইতোমধ্যেই তিনি অনেক কিছু জানেন,' তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে এলহাম বলে উঠল।

মা! মায়েদেরকে সে ভয় করে। তার নিজের মায়ের মতো এই মা-ও সত্যের খোঁজ পেতে পারে। তাঁর চোখের চাউনি দেখে সে বোকা বনবে না নিশ্চয়ই।

'কি ধরনের ব্যবসা?'

'তা নির্ভর করে তুমি কি করতে পারো তার ওপর।' মদ পান করা, নাচা, ধ্বস্তাধ্বস্তি করা, আর যৌনসঙ্গম করা।

'জায়গা-জমির বিলি-বন্দোবস্ত করাই একমাত্র কাজ যা আমি জানি।'

'তোমার লেখাপড়া সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

জীবনের সেই অতি ক্ষণস্থায়ী সময়টুকুর কথা তার মনে পড়ল। আরবি ও বিদেশী স্কুলে তার সেই সংক্ষিপ্ত যাত্রা।

'শিক্ষা শেষ করার সুযোগ বাবা আমাকে দেননি। আমার সাহায্যের তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর।'

'একটা কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা চিন্তা করো। তোমাকে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু বন্ধু-বান্ধব আমার আছে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তার আগে বাবার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া করতে হবে।'

বিদায় নেয়ার জন্য তারা উঠে দাঁড়ালো। 'ইচ্ছা হয় তোমাকে একটা চুমু খাই, এলহাম, কিন্তু এখানে সেটা অসম্ভব।'

তার বিচার-বুদ্ধি সমস্ত চিৎকার করে উঠল; এলহামকে ছাড়ো। সে তোমার বাবারই মতো প্রতিশ্রুতিতে টইটম্বুর, কিন্তু শুধুই একটি স্বপ্ন। করিমা হচ্ছে তোমার মায়েরই প্রসারিত প্রতিকৃতি। সে আনন্দ ও অপরাধের প্রতিভূ। আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে যাও। তোমার শত্রুদের জন্য বেশ্যার দালালী করো। খুন করো। করিমাকে গ্রহণ করো; বিয়ে করো। কায়রোর শীত নিষ্ঠুর। রাজপথ লোকে লোকারণ্য, যেন মানুষের হাট। সেখানে এক নিষ্ফল অনুসন্ধানে তুমি দিশেহারা। আনন্দ আর নিরুদ্বিগ্ন জীবনের নিশ্চয়তা দিয়ে যে মেয়েকে পছন্দ তাকেই তুমি পেতে পার। কিন্তু তা না করে তুমি বেছে নিলে রহিমিকে। এমনও তো হতে পারে যে চরম এক ধাপ্পাবাজ সে, তোমার মাকে হয়তো বুঝিয়েছিল যে একজন কেউকেটা সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কায়রোর রাস্তায় রাস্তায় প্রতিদিন অসংখ্য মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সময় নিশ্চয়ই তোমার বাবাকে তুমি হাজার বার দেখেছ। সে তোমাকে পরিত্যাগ করছে অথবা ভয় করছে হয়তো। হতে পারে সে মারা গেছে। শীতের অন্ধকার ঝুপ করে নেমে আসে। কোত্থেকে যেন হঠাৎ লাফ দিয়ে এই অন্ধকার তোমার উপর নেমে এসে ঢেউয়ের মতো তোমাকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে।

হোটেলের পোর্টার তাকে এক জ্যোতিষীর কথা বলেছিল। সে হয়তো কাজে লাগতে পারে। জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে সে দেখে যে প্রতারক হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটা আবার কখন থেকে অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে শুরু হলো? তার জন্য হোটেলই জেলখানা। লাউঞ্জে মানুষ ভর্তি। ধোঁয়া আর গণ্ডগোল। মুখ বদলায়, কিন্তু আলাপ-আলোচনা সব সময়ই এক। একজন লোককে সে জিজ্ঞেস করতে শুনলো, 'কিন্তু তার অর্থ কি পৃথিবী শেষ হয়ে যাওয়া নয়?' 'জাহান্নামে যাক,' আরেকজন বলল।

উচ্চ হাসি আর ধোঁয়া কক্ষটিকে ভরে ফেলল। একজন লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি প্রাচ্যের পক্ষে না পাশ্চাত্যের?'

'কোনোটাই নয়,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে সে উত্তর করল। তারপর নিজের দুরবস্থার কথা মনে পড়ায় সে বলল, 'আমি যুদ্ধের পক্ষে....'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯.

করিমা সে রাতে এলো না। মদাসক্ত অসাড়তায় নিজের বিছানায় পড়ে থেকে কামনা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে সে অনুপস্থিত যৌনকেলী কল্পনা করতে লাগল। রাত দুপুর গড়িয়ে গেল, তবু করিমার দেখা নেই। এর আগে তার বাহুযুগলে বন্দী না থেকে কোনো রাতই সে কাটায়নি। সকল ইন্দ্রিয় টান টান করে করে রেখে সারারাত সে তার আসা-পথের দিকে চেয়ে থাকল, কিন্তু ধীরে ধীরে এই আশা সে রাতের মতো ছেড়ে দিতে হলো। ফজরের আজান তার আশাহীন অপেক্ষার সমাপ্তি ঘোষণা করল। পরে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে দশটা নাগাদ সে সজাগ হলো।

লাউঞ্জে বসে সকালের নাশতা খেতে খেতে সাবের লক্ষ্য করল যে বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বলছে। কবে ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পাবে যে বুড়ো তার ডেস্কে আর নেই? গতরাতে তার অনুপস্থিতি সম্পর্কে করিমাকে সে কেমন করে জিজ্ঞেস করবে? হোটেলের দুজন নিরাপত্তার মধ্যে কি নিয়ে একটা উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হলো। প্রচণ্ড হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি আর শব্দগর্ভ ভীতি প্রদর্শন চোখ পাকিয়ে সে দেখছিল। তীব্র বিরক্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে সে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল।

দুপুরে খাবার সময় এলহামকে বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছিল। সাবেরের অবশ্য রাত কিংবা সকালের চেয়ে তখন অনেকটা ভালো লাগছিল। এলহামের সাক্ষাৎ পেলে সব সময়ই তার অবশ্য ভালো লাগে। 'দৈনিক এই যে আমাদের দেখা, আমার জীবনে এখন এইটেই একমাত্র অর্থবহ জিনিস,' কণ্ঠে সুখের ধ্বনিতরঙ্গ বাজিয়ে তুলে সাবের বলল।

'আমাদের দুজনের ভাবনায় কখনোই আমি বিরতি দিই না,' দুচোখে ভালোবাসা আর স্নেহের বিনম্র রশ্মি বিকিরণ করে ওর দিকে চেয়ে এলহাম বলল। তাকে বন্দী করার এই নির্দোষ প্রচেষ্টায় সাবেরের বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে এলো। তার শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাছে এলহামের নৈশ পরাজয়ে সাবের বিরক্ত বোধ করল। 'শুনে খুশী হলাম। আমি, আমিও অন্য কিছু চিন্তা করি না।'

'তাহলে এখন কি বলবে?' লাজনম্রভাবে এলহাম বলল।

'আমি একটা কাজ জুটিয়ে বিয়ে করার কথা ভাবি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শেষ পর্যন্ত তাহলে আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, তা পেরেছি, কিন্তু এদিক ওদিক যা-ই হোক, আরব্ধ কাজটা আমি প্রথমে শেষ করতে চাই; তারপর ফিরে গিয়ে বাবার সাথে সব গোছগাছ করব।' এই মিথ্যাচারিতার জন্য সে নিজেকে ঘৃণা করল। তার কত যে ইচ্ছে হলো যা কিছু ঘটুক না কেন, সব কিছু যদি সে স্বীকার করতে পারত। এই উভয়সঙ্কট তার কাছে এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা, এক অবিরাম নির্যাতন। 'চলো সিনেমায় যাই,' সে প্রায় মরিয়া হয়ে বলল।

অন্ধকারে তারা হাত ধরাধরি করে বসল। সব সময়ই অন্ধকারে। কিন্তু সাবেরের উত্তপ্ত হৃদয়টা যেন অনেক শান্ত হয়ে এলো এবং এলহামের হাতে সে চুমু খেল; ওর প্রশান্ত কিন্তু নেশা ধরানো সুরভি সাবেরের আবেগকে তীব্রভাবে নাড়া দিল। রাতে তার জন্য যে যন্ত্রণা জমা হয়ে আছে সেই কথা মনে পড়ল তার। করিমা। এই চিন্তাগুলোকে মুছে ফেলার জন্য সে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল। 'কী নিষ্ঠুর,' চলন্ত ছায়াছবির দৃশ্যের সূত্র ধরে এলহাম ফিসফিসিয়ে বলল। সাবেরের সেদিকে খেয়াল ছিল না, সুতরাং সে ঝটপট বলে উঠল, 'তোমার থেকে এক মুহূর্ত দূরে থাকা এর চেয়ে ঢের বেশি নিষ্ঠুর।'

পর্দায় প্রতিফলিত দৃশ্য-পরম্পরা সে লক্ষ্য করল। একজন একটি গালমন্দ করছিল। সংলাপ তার কাছে মনে হলো খাপছাড়া, অর্থহীন। ঠিক নিরাসক্ত, অনাগ্রহী দৃষ্টিতে পারম্পর্যবিহীন প্রতিবেশে মানুষের জীবন অবলোকন করলে যেমন হয়। যেখানে চোখে পানি আসার কথা সেখানে হেসে ওঠে আর যেখানে হাসির হররার প্রতিধ্বনি ওঠা উচিত সেখানে হয়তো শুধু কেঁদে। উদাহরণ হিসেবে তোমার বাবার অনুসন্ধানের কথাই ধরা যেতে পারে। তোমার এই জীবনপাত করা খোঁজ যারা বিজ্ঞাপনটি পড়ে তাদের কাছে কৌতুকের ব্যাপার মনে হতে পারে। আজ রাতে কি করিমা আসবে? সামনের রাতগুলোও কি নির্যাতন আর যন্ত্রণাময় আরেকটি রাত হবে? এলহামের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরাল সে; না, গভীর মনোযোগে ছবি দেখায় ব্যস্ত সে। তার হাতের বন্ধন থেকে হাতখানা টেনে বের করে নেয়ার চেষ্টা করল সাবের, কিন্তু এলহাম খুব শক্ত করে ধরে আছে সেটা। হেঁটে হেঁটে তারা বাস-স্ট্যাণ্ডে পৌঁছল; এলহাম বাসে উঠে গিয়ে বসল। সড়কের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল সাবের। সেখান থেকে হোটেলের পাশের মুদি দোকানে ঢুকে সার্ডিন মাছ আর শুকনো গোমাংসের স্যাণ্ডউইচ নিয়ে আধ বোতল ব্রান্ডি সহযোগে সেগুলো ভিতরে চালান করে দিল সে। রাত দুপুর পেরিয়ে যাবার পর তার হোটেল কক্ষে শুরু হলো রাত জেগে প্রতীক্ষার পালা। আঃ, কি প্রচণ্ড অপমানটাই না সহ্য করতে হচ্ছে। এর আগে নিজেকে এত ছোট মনে হয় নি কোনোদিন। ক্ষুধার্ত ভীতি, নিষ্ফল অনুসন্ধানের ভীতি এবং ভয়েরই ভীতি। ধীরে ধীরে রাত শেষ হয়ে এলো, কিন্তু করিমা এলো না।

পরদিন বিকেলে তাকে দেখা গেল। তার স্বামীর পাশটিতে বসে আছে। প্রথম যেমন দেখেছিল ঠিক তেমনি। লাউঞ্জে বসা সাবেরের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি সে এড়িয়ে গেল। সাবেরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগের উন্মত্ততা সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই, তাহলে এমন করে তাকে সে ক্ষেপিয়ে তুলত না। করিমা উঠে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চলে গেল। মুহূর্তের জন্য তাদের চোখাচোখি হলে সাবের সেখানে সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারির সঙ্কেত দেখতে পেল। তার চাউনির অর্থ কি? কই করিমার প্রতি বুড়োর হাবভাবে তো কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। তার এখন এতই বয়স হয়েছে যে নিজের অন্তরের আবেগ সে চেপে রাখতে পারত না। সাবের তাকে অনুসরণ করার কথা ভাবল, কিন্তু করিমা তার চিন্তা যেন পড়ে ফেলতে পেরেছে এমনি করে প্রায় দৌড়ে উপরে উঠে গেল।

তার টাকা দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। খোঁজ এখন অর্থহীন প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই একই রকমের নৈরাশ্যজনক একঘেয়েমিতে রাতগুলো অতিবাহিত হতে লাগল। খাওয়া আর প্রচুর মদ গিলে বুঁদ হয়ে থাকা। মাঝরাত নাগাদ কিছুটা আশা ক্ষণিকের জন্য ঝিলিক দিয়ে আবার শূন্যে মিলিয়ে যায়। রাতের পর রাত অন্ধকারে একা একা নিষ্ফল প্রতীক্ষা।

প্রতিদিনের মতোই সাবের মাতাল হয়ে এক সন্ধ্যায় ফিরে এলে দারোয়ান জানান দিলো, 'কে একজন আপনাকে ফোন করেছিল।' টেলিফোন। এই যন্ত্রটি কিছুদিন আগেও যে প্রত্যাশা আর উত্তেজনার জন্ম দিত এখন আর তা দেয় না। কিন্তু তবু অলৌকিক ঘটনা তো যে কোনো সময়ই ঘটতে পারে।

'একটি মহিলা কণ্ঠ,' সাবেরের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে দারোয়ান বলে গেল।

'বিজ্ঞাপনের বিষয়ে?'

'না। সে শুধু জানতে চাইলো আপনি এখানে আছেন কিনা।' এলহাম। দিন দুয়েক তার সঙ্গে দেখা হয় না। তার মানসিক অবস্থা এমনই ছিল... অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল সে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। উন্মাদের মতো লাফ দিয়ে উঠে, দরজা খুলে, সজোরে করিমাকে টেনে ভিতরে ঢোকাল সে।

'তুমি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সাবের। নিজের আবেগ সামাল দিতে না পেরে, জংলীর মতো ওকে টেনে হিঁচড়ে বিছানার দিকে নিয়ে গেল সে, 'তুমি, শয়তান, নিকুচি করি তোমার।'

'তুমি তো আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে দেখছি,' করিমা কঁকিয়ে উঠল।

'তুমি তো আমার স্নায়ু টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছ।'

'আমার কথা একবারও ভেবেছ! আমার কেমন লেগেছে তা কি জান না?'

সাবের ওর গাউন ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করল, কিন্তু করিমা বাধা দিল।

'না, না, ওটা বাদ দাও। খুব বিপজ্জনক। তোমাকে জরুরি কিছু কথা বলার আছে, তারপরেই আমি বিদায় নেব।'

'ইবলিশ নিজে এসেও এখন তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।' হিস্ হিস্ করে বলে উঠল সাবের।

'চুপ করো! তুমি মাতাল। সামান্য ভুল করেছ কি সব কিছু ভণ্ডুল করে দেবে।'

ওকে বিছানায় বসালো সাবের, 'হয়েছে কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শেষবার এখান থেকে যখন আমার ফ্লাটে ফিরি, গিয়ে দেখি সে সজাগ। বাইরে থাকার কারণ হিসেবে এটা সেটা সাধারণভাবে যা বলার তা বলেছি। কিন্তু মনে হয়, পোর্টার আলী সিরিয়াকুস আমাকে দেখে ফেলেছে। আমি নিশ্চিত না, কিন্তু খুব ভয় করছে আমার।'

'তুমি উদ্ভট সব কল্পনা করছ।'

'হয়তো বা। আবার হয়তো না। এ ব্যাপারে ঝুঁকি নেওয়া যায় না। তাহলে সব কিছুই ভেঙে যাবে। ভালোবাসা, আশা, আমাদের ভবিষ্যৎ। ওর মুখের একটা কথা আমাদেরকে চিরন্তন দারিদ্র্য আর দুরবস্থায় নিক্ষেপ করবে। এই কথাটি কখনো ভুলে যেও না।' সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে করিমা আবার শুরু করল, 'এই জন্যেই তোমার কাছে আসা বন্ধ করেছি। স্পষ্টতই আগে তোমাকে বুঝিয়ে বলার সুযোগ পাইনি। আমার নিজের যন্ত্রণার মাধ্যমেই তোমার যন্ত্রণা কল্পনা করতে পেরেছি। আমার স্বামী তার অর্থসম্পত্তি, বিষয়-আশয় সব কিছুই আমাকে দিয়েছে কিন্তু একটি শর্তে আর তা হলো এই যে আমি তার প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত থাকব। সে আমাকে বলে দিয়েছে যে আমি তার হাত, চোখ, কন্যা, স্ত্রী; এক কথায় সব কিছু। তার যে কটা দিন বাকি আছে, সে কটা দিন অবশ্যই তার প্রতি পুরোপুরি সততা বজায় রাখতে হবে আমাকে।'

'তাহলে কি করব আমরা?'

'তোমার এখানে আসা বন্ধ করতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু সে হবে স্রেফ পাগলামি!' ঘরময় পায়চারি করতে করতে সাবের বলে।

'সুস্থ মাথার কাজ এখন ঐ একটাই মাত্র।'

'কতদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে? কোন সময় পর্যন্ত?'

'জানি না,' নিশ্বাস ফেলে করিমা বলল।

'টাকা ফুরিয়ে গেলেই আমাকে এই জায়গা ছেড়ে যেতে হবে।'

'যত দিন সম্ভব তোমাকে এখানে রাখার জন্যে কিছু টাকা আমি দিতে পারি।'

'তা দিয়ে অনিবার্যকে ঠেকানো যাবে না।'

'জানি। কিন্তু কি করতে পারি আমরা? তোমারই মতো আমিও যন্ত্রণার শিকার।'

'আমার দুরবস্থা আরো মারাত্মক। আমার সামনে নির্যাতন আর দারিদ্র্যের হুমকি প্রকট।'

'আমি তো দুজনের জন্যে যন্ত্রণাবিদ্ধ হচ্ছি। এটা তুমি কেমন করে উপলব্ধি না করে পার?'

'বুড়ো মরবে কখন?' বিড়বিড় করে নিজের মনে বলল সাবের।

'আমি কি জানি মনে কর? আমি তো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই।'

'তাহলে কি তুমি?' ফট্ করে জিজ্ঞেস করল সাবের।

'একটি অসুখী মেয়েমানুষ। তুমি যা কল্পনা করতে পারবে তারও চেয়ে বেশি অসুখী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হয়তো আমাদের ডাক শূন্যে মৃত্যু এসে হঠাৎই তাকে ডেকে নিয়ে যাবে।'

'হয়তো বা।'

'লোকটি বুড়ো হয়েছে; সে তো আর চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না।'

'আজ রাতেও মারা যেতে পারে সে, আবার আরো বিশ বছর বেঁচে থাকতে পারে। তার বড় বোন মারা গেছে দুবছর আগে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে করিমা বলল। মোরগের ডাক আর মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ফজরের আজানের মধ্যে দিয়ে আরেকটি ভোর এসে উপস্থিত হলো। 'আমাদের করণীয় কিছুই নেই। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।'

'সে মারা না গেলে আর তোমাকে দেখতে পাব না?'

'আমরা করতে পারি এমন তো কিছুই নেই।'

'আছে,' বেশ জোরালোভাবে বলল সাবের। কান বধির করার মতো এক নীরবতা বিরাজ করছিল তখন সেখানে। সে বলে গেল, 'এতক্ষণ আমরা কথা বলেছি ধাঁধার মাধ্যমে, অন্ধকারে। এবার সরাসরি কথা বলব। ওকে আমি খুন করব।'

করিমার শরীর এবং কণ্ঠস্বর দুই-ই কাঁপতে লাগল। 'যা বলছ তা তুমি আসলে বিশ্বাস কর না। আমি নিষ্ঠুর কিংবা বর্বর নই। আমার একমাত্র দোষ এই যে তোমাকে আমি সীমাহীন ভালোবাসি। আমাদের অবশ্যই অপেক্ষা করা উচিত।'

'যাতে সে তার বোনের সমান বাঁচতে পারে?' ঘনান্তরে সাবের উত্তর ছুঁড়ল।

'কিংবা সর্বশক্তিমান যখন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন।'

তার সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে। তার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। শীতের রাত সত্ত্বেও তার গরম বোধ হতে লাগলো। সজোরে সে ঘরের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত পায়চারি করা শুরু করে দিল। 'ক্রাইমটি হওয়ার পরে কি হবে?' গলার স্বরে অতিশয় স্বাভাবিকতা নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল। করিমা নীরব। চতুর্দিক থেকে অন্ধকার যেন চেপে ধরছিল। 'সময় নষ্ট করো না,' সে চাপ সৃষ্টি করল, 'ক্রাইমের পরে কি হবে?'

শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে বিষম খাওয়ার মতো করে করিমা একটু থতমত খেল, তারপর আলতোভাবে বলল, 'কিছুদিন অপেক্ষা করব আমরা। গোপনে অবশ্য আমরা দেখা করতে পারব। তারপর তো আমি তোমারই। আমি আর টাকা পয়সা সবকিছু।'

ডানহাত মুষ্টিবদ্ধ করল সাবের। 'আমাদের গত্যন্তর নেই। মরিয়া হয়েই এ-পথে পা বাড়াতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।'

'হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি।'

'কাজটি শুরু করা যায় কোনখান থেকে কিভাবে?' সে জিজ্ঞেস করল।

সে যতটা আশা করেছে, তারও চেয়ে দ্রুততর উত্তর এলো করিমার, 'পাশের বাড়িটার দিকে ভাল করে খেয়াল রাখতে থাক।'

তাহলে এই। সবকিছুই তার পরিকল্পনা করা। কিন্তু, কিছু মনে করো না, এ সবকিছুই তো আমার জন্যে তার ভালোবাসার কারণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হোটেলের উল্টোদিকের এপার্টমেন্টটি পুরনো কাপড়ের গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাতে সব সময়ই ওটি খালি পড়ে থাকে। ওখানে ঢোকাও যায় খুব সহজেই। আমাদের আর এই বাড়ির ছাদ গায়ে গায়ে লাগানো,' ফিস ফিস করে সে বলে যেতে লাগল। 'সহজেই তুমি ঐ ছাদ থেকে আমাদের ছাদে চলে আসতে পারবে। ফ্লাটেই তার জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'সে সাড়ে আটটা, নটা নাগাদ ফ্লাটে উঠে আসে?' সাবের জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। যেদিন আমি মায়ের কাছে বেড়াতে যাই সে রকম একটা দিন ঠিক করে নিও। মাসে আমি নিয়মিত একবার সেখানে যাই।

'অবিশ্বাস্য যে আমি ইতোমধ্যেই এখানে মাসখানেক ধরে আছি,' সে বলল।

'তারপর তুমি অন্য ছাদে চলে গিয়ে কেউ কোনো কিছু লক্ষ্য করার আগেই বাড়িটি ত্যাগ করে চলে যেতে পার।'

'রহস্য উদঘাটিত হবার পর এরকম ক্রাইমের কাহিনী মাঝে মধ্যেই আমরা দু-একটা শুনি,' ঈষৎ কাঁপা গলায় সাবের বলল।

নিরুত্তাপ উত্তর দিল করিমা, 'কিন্তু যেগুলো কোনোদিন উদ্‌ঘাটিত হয় না তাদের কথা আমরা কখনও জানতে পারি না।'

এই মহিলাটি হুবহু তার মায়ের মতো। পুরোপুরি নির্মম। 'আর কোনো কিছু আছে যেদিকে খেয়াল করা হয়নি?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। অপরাধের উদ্দেশ্য হিসেবে তোমাকে অবশ্যই কিছু চুরি করতে হবে।'

'কি চুরি করব?'

'এইটে আমার ওপর ছেড়ে দাও। কিন্তু কোনো চিহ্ন যেন রেখে না যাও সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।'

'আমাকে অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে, তাই না?' সে বিড়বিড় করে বলল।

'আমাদের জীবন এখন একই সুতোয় বাঁধা। আল্লাহ্ না করুন, তোমার অমঙ্গল কিছু ঘটলে আমারও তো অদৃষ্ট হবে তাই। অন্য কোনো পথ আমাদের সামনে খোলা নেই।'

সমস্ত আলাপ-আলোচনাটাই যেন সে অবিশ্বাস করছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সাবের। 'পাগলামি... পাগলামি... তোমার কি মনে হয় এসব সত্যি সত্যিই ঘটবে?'

'বাড়িটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করো। কেউ যেন তোমাকে দেখে না ফেলে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। মায়ের কাছে যাওয়ার আরো কয়েকদিন বাকি আছে এখনও। কাজটি করতে যে সাহসের দরকার তা তোমার আছে। এবার এসো, ধাপে ধাপে ব্যাপারটা আবার আমরা আগাগোড়া পর্যালোচনা করে দেখি।'

গভীর দুশ্চিন্তামগ্ন সাবেরের কানে কিছুই আর প্রবেশ করল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০.

ডিম, পনির, কিছু ফল ও এক গেলাশ দুধ দিয়ে সে সকালের নাশতা শেষ করল। লাউঞ্জের অন্যান্য অতিথিদের ওপর সে চোখ রাখে। ভালো করে এদেরকে দেখ; অল্প সময় পরেই তোমার আর এদের মধ্যে এক বিশাল ব্যবধান তৈরি হবে।

রাতের আগমন ঘটলেই অপরাধ জগতে প্রবেশের জন্য তুমি এক রক্তাক্ত সন্ধি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছ। শীতের এই ঠাণ্ডা সকালেও ঐ যে বেরিয়ে পড়েছে বুড়ো খলিল, অনবরত তার হাত দুখানা কাঁপছে। মৃত্যুর চিন্তা সে করছে না। আজ রাত দশটায় তোমার ভাবলীলা শেষ। তুমি তা জানো না, কিন্তু আমি জানি। নিরাশা যার জীবনসঙ্গী তার উপদেশ নাও; তুচ্ছ কোনো বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। আল্লাহর সাথে এখন আমার অপরিজ্ঞাত জগতের অংশীদারিত্ব। টেলিফোন বেজে উঠল। শোনা যায় এমন শব্দ করেই সাবের হেসে উঠল। বাবা কি শেষ মুহূর্তে তাকে টেলিফোন করছেন?

সাবের টেলিফোন তুলে কথা বলল, 'না, না, এটা ভুল নম্বর।'

না, না। আর তোমাকেও বলে দিচ্ছি, সায়ীদ আল-রহিমি! তুমি পুত্রকে অস্বীকার করেছ, এবার সেই পুত্র তোমাকে অস্বীকার করছে। তোমার ছেলে স্বাধীনতা, সম্মান এবং মনের শান্তি অন্য জায়গায় খোঁজ করবে। হাই তুলো না, খলিল। শিগগিরই তুমি অনন্ত ঘুমের কোলে ঢলে পড়বে। এক অনিবার্য পরিণতির দিকে ধাবিত হওয়ার জন্যে তুমি এত মরিয়া হয়ে লেগেছ কেন? এই সব কিছুর অর্থ কি আমাকে বুঝিয়ে বল। তোমার হত্যাকারী, এই আমি, তোমার সমস্ত অর্থ-সম্পত্তি ভোগ করব। পাপের গভীরতম তলে তলিয়ে গেছে আমার মা, বাবা আমার নির্দয়ভাবে নীরব, আর ধ্বংসযজ্ঞের ওপর নির্ভরশীল আমার আশা। এই সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা দাও। কেন এই সব কিছু? এক সপ্তাহ সময় চলে গেছে, আর এখনও আমি ঐ অপবাদটি ছাড়া আর কিছুই ভাবছি না। ট্রেনটি যখন প্রথম আলেকজান্দ্রিয়া ছাড়ে, কত ভিন্ন ছিল তখন আমার স্বপ্ন। এই যে অন্য লোকগুলো, হোটেলের মেহমানরা, এদের কেউই কি কোনো অপরাধ করেনি? পয়সাকড়ি, যুদ্ধ, অদৃষ্ট, সব কিছু নিয়ে এত যে কথার ফুলঝুড়ি একি থামবে না

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো? এরা ভবিষ্যদ্বাণী করে আর ঠিক এইখানটিতে, তাদের নাকের ডগার একেবারে সামনে কি যে ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কতই না অজ্ঞ তারা।

সকাল দশটায় সাবের হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পথে মাথা নেড়ে খলিলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে গেল। দশটায় হোটেল ছেড়ে রাত একটা পর্যন্ত আমি ফিরিনি, নিজে নিজে সে বারবার বলতে লাগল। পাশের দালানের প্রবেশ পথের দিকে চাইলো সে। লোকে গিজগিজ করা হাটুরে ভিড়ের মতো অজস্র লোক ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। ছাদ খালি, আর পাশে এর চেয়ে উঁচু অন্য কোনো ছাদও নেই। পাঁচটার পর আঁধার নামবে।

এলহামের সাথে একবার দেখা করে আসবে ভাবলো সে। কিন্তু তখন মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকা হাজারো চিন্তার চাপে সে ধারণা শিগগিরই সরে গেল। রক্ত ঝরানোর পরিকল্পনায় যখন সে ব্যস্ত তখন তার সাথে কথা বলার চিন্তা সে করতে পারল না। চিরকালের জন্যে ছেড়ে যাবার পূর্বে তাকে কি বলবে সে?

খবরকাগজের অফিস অতিক্রম করে যেতে যেতে এক সর্বগ্রাসী বিষণ্নতা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার মনে পড়ল তাদের সাক্ষাৎকারগুলোর কথা, তার সমস্যা নিয়ে এলহামের উদ্বেগের কথা এবং সর্বোপরি এলহামের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মুখে তার নিজের অপূর্ণ ভালোবাসা দাঁড় করাতে না পারার অপারগতার কথা। উদ্দেশ্যহীনভাবে খানিক হেঁটে অনেকটা সময় নষ্ট করল সে, তারপর ক্লান্ত বে সড়কের একটি মুদি দোকানে বসে দুপুরের খাবার হিসেবে হাল্কা কিছু খাদ্য নিয়ে পেগ দুয়েক ব্রান্ডির সাহায্যে পার করে দিয়ে ভিতরে।

'জঘন্য আবহাওয়া,' মুদি দোকানদার বলল।

'আমি ক্রিমিনালের বাচ্চা ক্রিমিনাল,' দোকান ছেড়ে বেরোবার সময় সে চিৎকার করে বলল। দোকানী হাসল। ভাগ্য মানুষকে যে কত রকমে নাচায়!

সে হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিল যে এলহামকে একবার দেখে আসবে। কাফেতে সে ছিল না; ওয়েটার জানালো লাঞ্চের পরপরই কাফে ছেড়ে সে চলে গেছে। এলহামকে দেখার হঠাৎ আগ্রহ আবার হঠাৎই মিইয়ে এলো। পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে সে তোরণশোভিত সড়কে গিয়ে উপস্থিত হলো। দাঁড়াল গিয়ে অন্ধকারে হোটেল সংলগ্ন বাড়িটার উল্টো দিকে। ভিখারিটি যথারীতি চেঁচিয়ে বেসুরো গলায় গান গেয়ে যাচ্ছিল। সে লক্ষ্য করল বাড়িটির দারোয়ান একজন ফেরিওয়ালার সাথে কি যেন বলাবলি করছে। এই সুযোগে রাস্তাটা অতিক্রম করে সে ঐ বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। দালানটির সর্বত্র লোক গিজগিজ করছে। অনেকগুলো চোখই তার ওপর পড়েছে, কিন্তু তাকে লক্ষ্য করেনি কেউই। কোনো কারণে তার হোটেলের কোনো মেহমান যদি এই দালানে থেকে থাকে সেজন্যে প্রত্যেকটি মুখ সে ভালো করে খেয়াল করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত সাবের ছাদে এসে পৌঁছলো। তখনো পর্যন্ত যতটুকু আলো ছিল তাতে দেখা গেল যে ছাদ একেবারে ফাঁকা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে সে দেখতে পেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে ধারে কাছের কোনো দালানের ছাদের ওপর থেকে এ জায়গাটা দেখতে পাওয়া যায় না। চতুর্দিক ঘুরে তার চোখ এসে স্থির হলো হোটেলের ছাদের ওপর। লম্বা টানানো রশির ওপর থেকে করিমা শুকোতে দেয়া কাপড় সংগ্রহ করছিল। আচমকা তাকে দেখে সাবের কেঁপে উঠল। নিশ্চয়ই সে তারই জন্য অপেক্ষা করছে। হয়তো বা রাস্তা পেরিয়ে এসে এই দালানে তাকে ঢুকতেও সে দেখেছে।

সামনে এগিয়ে আসার জন্য করিমা তাকে ইশারা করল। সে এগিয়ে গেল; করিমাকে দেখে তার প্রতিশ্রুত কাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছা দ্বিগুণ হলো।

'কেউ তোমাকে দেখে ফেলেনি তো?' সাবেরের দিকে পেছন ফিরে সে জিজ্ঞেস করল।

'কেউ না।'

'আল সিরিয়াকুস এখন নিচতলায়। তুমি চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি সিঁড়ির মাথায় অপেক্ষা করব।'

শুকোতে দেয়া কাপড়চোপড় নিয়ে সে এক কোণের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মুহূর্তখানেক অপেক্ষা করে, চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, লাফ দিয়ে হোটেলের ছাদে এসে পড়ল সাবের। অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় না পৌঁছানো পর্যন্ত সে খুব সাবধানে এগোল।

'দরজা খোলা; ভিতরে এসো,' ফিসফিসিয়ে করিমা বলল। গভীর একটা শ্বাস নিয়ে ভিতরে ঢুকে সাবের নিজেকে আবিষ্কার করল এক অন্ধকার হলঘরের মধ্যে। করিমা ভিতরে ঢুকে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে বাতি জ্বালল। চোখ তার চিকচিক করলেও মুখটি ছিল মৃতের মতো ফ্যাকাশে। পুরুষ পটানো দৃষ্টি সেখানে অনুপস্থিত। দুটি ভীত, পথ-ভোলা মানবশিশুর মতো কি করবে যেন বুঝতে না পেরে তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ, তারপর কোনো আবেগ ছাড়াই, স্নায়ুতাড়িতভাবে একে অপরকে আলিঙ্গন করল।

'একটু ভুল হলেই আমরা খতম,' সাবের বলল।

'নিজেকে শক্ত করো,' করিমা বলল। সামান্যতম সন্দেহ করছে না কেউ। আমরা যেমন পরিকল্পনা করেছি তেমনি হবে সব কিছু।'

করিমা তাকে ফ্লাটের ভিতরের দিকে নিয়ে গেল। হলঘরের সঙ্গেই বেশ বড়োসড়ো একখানা শোবার ঘর। দরজা পেরোলেই সেটির সঙ্গে সংলগ্ন। ছোট্ট একটি খাবার ঘর। শোবার ঘরের আসবাবপত্রের দিকে চেয়ে দেখল সাবের। প্রশস্ত বিছানা, সোফা, তুর্কী ডিভান, সবগুলো যেন উৎসাহহীন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। নিজের অনুভূতির কথা করিমাকে প্রায় বলতে বলতে চেপে গেল সে।

'কি বিশ্রী একটা ঘর,' সে উল্টো করে বলল।

ঐ মুহূর্তের উত্তেজনার স্নায়ুচাপ সে মনে হয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। 'হ্যাঁ, এই শোবার ঘরে তোমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। সামনের দরজায় শব্দ পাওয়ার সাথে সাথেই তুমি বিছানার নিচে লুকিয়ে পড়বে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মেঝেটা কি কাঠের পাটাতনে তৈরি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সমস্ত মেঝে কার্পেট-মোড়া।'

'তা অবশ্য, সে নিজেই কি সামনে দরজা বন্ধ করবে?'

'হ্যাঁ। সাবি তাকে উপরে পৌঁছে দেয়। বিশেষত আমি যখন না থাকি। দরজা সে নিজে তালাবদ্ধ করে এবং চাবি হয় তালার মধ্যেই রেখে দেয়, না হয় এইখানে এই টেবিলের ওপর রাখে। নিজে তালা খুলে তুমি চলে যেও।'

'ছাদে যদি কারো সাথে দেখা হয়ে যায়।'

'না। আমার স্বামীকে উপরে পৌঁছে দিয়েই পোর্টার সিরিয়াকুস চলে যায়। সে চারতলার একটি কক্ষে থাকে।'

'লোকেরা জিজ্ঞেস করবে কেমন করে...

'জানালাগুলো সমস্ত বন্ধ থাকবে, সুতরাং সাবি চলে যাবার পর হয় সে দরজায় তালা লাগাতে ভুলে গিয়েছিল, নয়তো বা কেউ দরজায় টোকা দিলে সে খুলে দিয়েছিল,' ঝটপট বলল করিমা।

'একি সম্ভব যে কে সেটা না জেনে সে দরজা খুলে দেবে?'

'হয় তো কোনো পরিচিত কণ্ঠেরই ডাক শুনেছিল সে।'

'তাহলে হোটেলে সে যাদেরকে চেনে তাদের প্রত্যেকেই সন্দেহ পড়বে তো?'

নিরুত্তাপভাবে কিন্তু অধৈর্যভরে করিমা উত্তর করল : 'নির্দোষকে কেউ আটকাবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে তুমি মুক্তি পেয়ে যাচ্ছ।' তার হাতব্যাগের দিকে এবার সে সাবেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'টাকা পয়সা আর কিছু অলংকার আমি নিয়ে নিলাম। একটা চাকু দিয়ে ওয়ার্ডরোব খুলে বেশ কিছু কাপড়চোপড় মেঝের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে রেখেছি আমি। তুমি দস্তানা নিয়েছ তো?

'হ্যাঁ।'

'বহুত আচ্ছা; লোহার রডটা এই।' ঘরের মাঝ বরাবর টেবিলটি দেখাল সে। 'হাতে দস্তানা না পরে কখনও এটা ছোঁবে না। আর খুব সাবধান, খাটের নিচে কিছু ফেলে যেও না।' চকচকে চোখের প্রতিতুলনায় তার গাল দুটো বিবর্ণ লাগছিল। 'আমার এক্ষুনি চলে যাওয়া উচিত, করিমা বলল। তারা আলিঙ্গন করল।

'আরো কিছুক্ষণ থাকো,' ওর সাথে লেপ্টে থেকে সাবের অনুনয় করে বলল।

'না, আমাকে অবশ্যই যেতে হবে।'

'তোমার কি কিছু ভুল হয়েছে?'

'সাহস সঞ্চয় করে ধীরে-সুস্থে কাজ করো, আর... '

'কি?'

করিমা তাকে অদ্ভুত, দূরাগত এক দৃষ্টি দিয়ে দেখল। 'কিচ্ছু না,' ফিসফিসিয়ে সে বলল। 'খাটের নিচে ঢুকে পড়।'

তৃতীয়বারের মতো তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। ঝটিতি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, আলী সিরিয়াকুসকে সজোরে ডাকতে ডাকতে করিমা নিচের দিকে চলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চটপট সাবের খাটের নিচে ঢুকে পড়ল। করিমা একটি চাকরকে নিয়ে ফিরে এসে তাকে সব জানালা বন্ধ করতে বলল। সবকটি জানালা বন্ধ না করা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল, তারপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সাবের খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলো। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দস্তানা পরে নিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে টেবিলের কাছে পৌঁছে লোহার রডটি সে পেয়ে গেল। এটিকে দুহাতে শক্ত করে ধরে, আঁধারে আবার ঘরটি পেরিয়ে এসে বিছানার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। ঐ মুহূর্তে আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। শরীরে বিছানার স্পর্শ, করিমার সুগন্ধির রেশ, এবং ক্রমবর্ধমান ঝাঁ ঝাঁ নৈঃশব্দ। এখন আর পালানোর কোনো পথ নেই। এক মারণ আঘাত। এই অন্তহীন অপেক্ষা আর নিরর্থক অনুসন্ধানের চেয়ে একটি আঘাত শ্রেয়তর। করিমার ভালোবাসা হচ্ছে পাতলা মেঘের একটি আবরণের মতো অথচ যে কাজটি সমাধা করতে এখন সে উদ্যত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক। ভিখিরিটি একঘেয়ে গলায় ঘ্যানর ঘ্যানর করেই যাচ্ছে। ওকি থামে কখনও? ওর হচ্ছে দিশেহারা ডাক। তার বিজ্ঞাপন, মায়ের অর্থসম্পত্তি, আর বহু পুরনো সেই দিনগুলোর মতো। আবার কখন সে করিমার দেখা পাবে? নিরাপদ তীব্র আবেগময় আলিঙ্গন আবার কখন করতে পাবে?

ছাদের ওপর থেকে ভেসে-আসা সিরিয়াকুসের গুনগুনানির শব্দ সে শুনতে পেল। তারপর নীরবতা আর অন্ধকার। প্রায় অনন্তকাল পরে যেন তালার মধ্যে চাবি ঘোরানোর শব্দ সে শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি খাটের নিচে গিয়ে লুকালো সে। পায়ের শব্দ নিকটতর হলো, দরজা খুলে গেল, আর সমস্ত ঘরখানা অচিরেই বন্যায় ভেসে গেল। তার শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। মনে হতে লাগল যে তার হৃদ্‌স্পন্দন এক মাইল দূর থেকেও শোনা যাবে। দুখানা পা এগিয়ে এলো। বুড়ো বলতে লাগল, 'তুমি এখন যেতে পার আলী, কিন্তু পানির মিস্ত্রীর কথা ভুলো না যেন।'

পা দুখানা চলে গেল। খলিল বিছানার পাশে বসল, তার পা দুটি সাবেরের মুখ থেকে বড়জোর ইঞ্চিদুয়েক দূরে। 'আগামী কাল তার সাথে দেখা করব। কিন্তু আজেবাজে কোনো কিছু আমি সহ্য করব না,' খলিল বলল।

'হ্যাঁ, তা মানছি,' দারোয়ান সাবি বলল।

'সে ধূর্ত শয়তান একটা। চার-চারবার মরণের মুখোমুখি হয়েছিল সে, কিন্তু তবু তার শিক্ষা হয়নি।'

'আপনি অনেক উদার, মনিব।' খানিক বিরতির পর সাবি জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি এখন চলে যাব, হুজুর?'

'না। বসো আরো খানিকক্ষণ। আমার পিঠটা ব্যথা করছে, মাথাও ধরেছে প্রচণ্ড।'

কতক্ষণ থাকবে এই লোকটি? বুড়োর সঙ্গেই রাত কাটাবে নাকি সে? এই চিন্তায় সাবের অস্থির হয়ে উঠল। খলিল নামাজ পড়তে ব্যস্ত হয়ে গেল। কী সময়োপযোগী! নামাজ পড়া শেষ হলে সে বলল, 'সাবি, আমার জুতো-জোড়া খুলতে একটু সাহায্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর।' কাপড়ের খস-খসানি আর নড়াচড়ার শব্দ, তারপর, 'দেরাজ থেকে ঘুমের ট্যাবলেট বের করে দাও তো।'

দেরাজ কোথায়? সেই ওয়ার্ডরোবে হলে বানোয়াট চুরির ব্যাপারটি তো এখনই আবিস্কৃত হবে। ভয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় বন্ধ করে থাকল সে। ফের যখন ট্যাবলেট গিলতে বুড়োর ঢক-ঢক করে পানি গেলার আওয়াজ পেল, তখন সে আবার শ্বাসপ্রশ্বাস নিল। তারপর সে অনুভব করতে পারল যে খলিল বিছানায় শুয়ে গায়ের ওপরে চাদর টেনে দিচ্ছে।

'সাবি, আমি উঠতে পারছি না। তালাটা বন্ধ করে যাও আর সকালে স্বাভাবিক সময়ে এসে আবার খুলে দিয়ে যেও।'

অন্ধকার, তারপর ছোট্ট একটা বাতি থেকে আবছা আলো। কাল সকালে এসে তোমার মনিব লাশ হয়ে গেছে দেখতে পাবে। খুনী ঢুকল কেমন করে? তারপর পালিয়েই বা যাবে কেমন করে? যেটা দিয়ে ছাদ দেখা যায় সেই জানালাটি। অপরাধের পুরো ঘটনাটি কেমন করে সাজাবে তারা? ভয়ে আর উত্তেজনায় তার ছাতি ফেটে যাবে মনে হলো। এত সব চিন্তাভাবনা, এত পরিকল্পনা। কাজটি অবশ্যই তোমাকে সম্পন্ন করতে হবে। অবশ্যই। তোমার হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দে মনে হয় কানে তালা লেগে যাবে। তুমি এখন চিন্তা করতে পারছ না। আমার ছাতি ফেটে যাওয়ার আগে সে কি ঘুমিয়ে পড়বে? নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার মায়ের জীবনের শেষ রাতে যেমন শোনা গিয়েছিল ঠিক যেন তেমনি। মুর্দার কাফন আর আলেকজান্দ্রিয়ার রোরুদ্যমান আকাশ, এ সব কথা এখন ভুলে যাও। খাটের নিচে থেকে সে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো। দস্তানা পরা হাতে শক্ত করে লোহার রডটি ধরে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

চাদর আর কাপড়-চোপড়ের নিচে থেকে খলিলকে দেখা যাচ্ছিল না। বালিশের ওপরে তার মাথার সামান্য একটু অংশ কেবল চোখে পড়ছিল। ওর মুখ চোখে না পড়াতে সাবেরের ভালোই বোধ হলো। নতুন সাহস নিয়ে এগোল সে। রডটি দুহাতে মাথার ওপর তুলে ধরল। হঠাৎই বুড়ো অস্থিরভাবে পাশ ফিরল। মাথার ওপর তোলা দুহাতে শক্ত করে ধরা লোহার রড নিয়ে সাবের নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকল। বুড়ো চোখ খুলল। দুজনের চোখাচোখি হলো। খলিলের চোখে চিনতে পারার কোনো চিহ্ন ফুটে উঠল না। সাবের তার কোণঠাসা অবস্থার কথা উপলব্ধি করতে পেরে রডসমেত দুহাত সজোরে নিচে নামিয়ে আনল। আঘাতের অবিশ্বাস্য তীব্রতায় আর গা-গুলিয়ে ওঠা কেমন যেন একটা শব্দে সে অবাক হয়ে গেল। আস্তে একটা চিৎকার করল বুড়ো, তারপর খানিকটা গোঁ-গোঁ, তারপর সব চুপচাপ। সমস্ত দেহটা একবার তীব্রভাবে কেঁপে উঠে তারপর নিথর হয়ে গেল। পুরোপুরি মরেছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ারও প্রয়োজন বোধ করল না সাবের। দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে জানালা খুলে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে একলাফে ছাদের ওপর নামল; তারপর জানালাটি আবার বন্ধ করে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোহার রডটি কি রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে? ছাদে কোনো লোকজন নেই তো? ক'টা বাজে এখন? ছাদ পেরিয়ে গেল সে। বাথরুমে রডটি কেন সে ধুয়ে নিল না? ওটাকে ছাদ থেকে কি নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেবে? সেটা একটা গাধার কাজ হবে। সিঁড়ির ওপর সে কথার শব্দ শুনতে পেল। নিচের দিকে চাইলো সে। চারতলা অন্ধকার, কিন্তু তিনতলায় বাতি জ্বলছে। বাঁ হাতের দস্তানা দিয়ে সে রডটি মুছল, তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। তিনতলায় এসে পৌঁছুলো সে। একটা এপার্টমেন্টের খোলা দরজা দিয়ে উজ্জ্বল আলো আসছিল। তিনজন লোক বেরিয়ে এসে তার পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সে গতি কমিয়ে দিয়ে ওদেরকে আগে চলে যেতে দিল। নিচের তলায় নেমে এসে ঐ তিনজন লোকের সাথে এমনভাবে একই সঙ্গে দালানটি ছেড়ে গেল যেন সে ওদেরই একজন। প্রবেশ পথের পাশে তার ছোট্ট গুমটি ঘরে দারোয়ান বসে আছে সে লক্ষ্য করল। বাইরে এসে বুক ভরে এক লম্বা শ্বাস নিল সে। কেউ কি তাকে চিনতে পেরেছে? তার কাপড়চোপড়ে রক্তের দাগ নেই তো? রাস্তার উল্টোদিকে একটা ট্যাক্সি দেখতে পেল সে। কিন্তু রাস্তা পেরোতে সাহস হলো না তার। হোটেল থেকে হয়তো কেউ দেখে ফেলতে পারে। বাড়িটা পেরোতে সাহস হলো না তার। হোটেল থেকে হয়তো কেউ দেখে ফেলতে পারে। বাড়িটা ছেড়ে অনেকখানি সামনে এগিয়ে রাস্তা অতিক্রম করল সে, তারপর পিছিয়ে ট্যাক্সির কাছে এসে পৌঁছুলো। ভিখিরির দিনের কাজ শেষ হয়েছে। জায়গা ছেড়ে উঠে সে তারই দিকে এগিয়ে আসছিল। ট্যাক্সি থেকে প্রায় মিটার দুয়েক দূরত্বে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

ভিখিরিটি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। এই প্রথমবার ভালো করে তাকে লক্ষ্য করল সাবের। কী বীভৎস। সরু, এবড়ো-থেবড়ো মুখ, ছোট্ট বাঁকা নাক, আর লাল টকটকে রক্তবর্ণ চোখ। বেঁড়ে কাকের পালকের মতো নোংরা, সিক্ত দাড়ি, আর শত তালি-মারা কালো টুপি মাথার খুলির সঙ্গে সাঁটা। কি নিয়ে গান করার প্রয়োজন এই লোকটির? তবু, সারাদিন ধরে গান করে। তার চেহারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রত্যাশিত দুর্গন্ধ নিয়ে ভিখিরিটি তাকে অতিক্রম করে গেল। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির কাছে গিয়ে নীল নদীর পাড়ে যে ঘাটে অনেকগুলো নৌকা বাঁধা থাকে সেইখানে তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য ড্রাইভারকে বলল সে। বাড়িটি ছেড়ে আসার সময় কেউ কি তাকে দেখে ফেলেছে? দস্তানা আর লোহার রড লক্ষ্য করেছে কি কেউ? ট্যাক্সিটি এত আস্তে চলছে কেন? নিরর্থক ঘ্যানর ঘ্যানর করে তাকে বিরক্ত করে তুলল ট্যাক্সি-চালক।

'তাই নয় কি?'

'হা-হ্... '

অর্থাৎ, এই পাগলামির পরিবর্তে, নিজেকে আমি নিজে বলি, ধৈর্য একটি গুণ। ইডিয়টটা থামছে না কেন? কি বলছে সে? নীল নদীর তীর ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডোবানো। দস্তানা, রড কিংবা রক্ত কেউই দেখতে পাবে না। এই অসময়ে নৌকো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেয়ে বেয়ে নদীতে বেড়ানো নিশ্চয়ই অদ্ভুত ঠেকবে। কিন্তু অন্যান্য জিনিসগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে অদ্ভুত নয় মোটেই।

এইবার দস্তানা আর রড থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পার তুমি। নীলের ঘোলাটে পানিতে হাত দুখানা ভালো করে ধুয়ে ফেল। হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মনে হলো তার। দাঁড় ছেড়ে দিয়ে স্রোতের টানে টানে নৌকো এমনিতে যেদিকে যায় সেদিকে যেতে দিল সে। তীরের কোনো কিছুরই কোনো মানে নেই আর। স্রোতের সাথে এমনি করে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে যাওয়া কত আনন্দদায়ক। সেই চোখ দুটো আর তাদের চাউনি, সেই অনুচ্চ চিৎকার; এগুলো কোনোদিন ভোলা যাবে না। ভিখিরির ঐ চোখ, ওদিয়ে কি রক্ত না কি অশ্রু বেরোয়? কোনো কিছুতেই আর কিছু এসে যায় না, তার সম্ভাব্য বাবার খোঁজেও না। কিন্তু কোথায় ভেসে চলেছ তুমি?

হঠাৎ কান-ফাটানো হুইসেলের শব্দে ধ্যানমগ্নতা ভেঙে গেল। তার মাত্র ইঞ্চি কয়েক দূরত্ব দিয়ে একটি স্টিমার চলে গেল। ঢেউয়ে প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল তার নৌকো। আবার দাঁড় বেয়ে ঘাটে ফিরে এলো সে। আলকাতরার মতো কালো আকাশ। কোথাও একটি তারা নেই। হঠাৎ তার সমস্ত শরীরে কাঁপুনি এলো। ঐ সন্ধ্যায় প্রথমবারের মতো শীতকালের ঠাণ্ডা শরীরে লাগল। চরের উপর দিয়ে জোরে জোরে হেঁটে দেহ গরম রাখার চেষ্টা করল সে।

কছর-এল-নীল নামক পুলটি পার হবার সময় ঘটনাটি ঘটল। ট্রাফিক লাইটের সামনে বেশ বড়োসড়ো একটি গাড়ি থেমে থাকা করছিল। চালকের আসনে বসে ছিল লোকটি। সম্ভ্রান্ত এবং স্পষ্টতই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। এই মুখ। এও কি সম্ভব? সবুজ বাতি জ্বললে গাড়িটি চলা শুরু করল।

সায়ীদ আল-রহিমি! রাতের শীতল বাতাস ভেদ করে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো চিৎকার। পাগলের মতো দৌড়ে দৌড়ে সে গাড়ির পেছনে ছুটল। কিন্তু মসৃণ গতি নিয়ে শিগগিরই গাড়িটি তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। দৌড় থামিয়ে সে হাঁপাতে লাগল। এই তো সে। রহিমি। তিরিশ বছর পর। গাড়ির নম্বরটি মনে রাখতেও ভুল হয়ে গেছে। কি লাভ আর এখন? ঠাণ্ডাই যদি অনুভব করতে না পারে সে তাহলে চোখকে আর বিশ্বাস করবে কেমন করে। সমস্ত বোধশক্তি তাকে পরিত্যাগ করে গেছে। তার কাছে রহিমির আর কোনো মানে নেই। তার একমাত্র আশা-ভরসা এখন করিমা।

করিমা নিশ্চয়ই এখন রাত জেগে জেগে ভাবছে। একটি শক্ত বাঁধন তাদের দুজনকে একত্র করে রেখেছে, তবু এলহামের সাথে দেখা করে সব কিছু তাকে খুলে বলতে ইচ্ছে করছে। চত্বরের ঘড়িতে রাত দুপুরের নির্দেশ। হোটেলে ফিরে যাওয়া মনস্থ করল সে। কি ঘৃণ্য কাজ। হোটেলের কাছে বাড়িটি অতিক্রম করে যাবার সময় সে কেঁপে উঠল। বীভৎস ভিখিরিটির কথা মনে পড়ল তার আর ভাবল আশ্রয় কোথায় খোঁজা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারোয়ান সাবি খলিলের চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল। তখনও সজাগ সে। ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না সাবেরের। কিন্তু এখান থেকে আবার বাইরে বেরিয়ে গেলে সন্দেহ দেখা দিতে পারে।

'আপনাকে খুব পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে,' সাবি বলল।

'বাইরে যা ঠাণ্ডা পড়েছে,' সতর্কতার সাথে বলল সাবের।

'আবার সেই মহিলা ফোন করেছিল,' সবজান্তা একটু হাসি দিয়ে দারোয়ান বলল।

'কে?'

'আপনিই ভালো জানেন।'

এলহাম! ভীতু! ঠিক রহিমির মতো।

'তোমাদের এই শহর শুধু সমস্যাই তৈরি করে,' তিক্তভাবে বলল সে।

'জীবনই তো সমস্যা ছাড়া আর কিছু নয়। কোনো খবর আছে?'

সে বুঝতে পারল সাবি তার খোঁজ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। 'কাল আমি তার খোঁজ করব। গোরস্থানে।'

মাথা নেড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে সে তার ঘরের দিকে উঠে গেল। কক্ষ নম্বর তের!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১.

সারারাত এক মুহূর্ত না ঘুমিয়ে ভোর ছটায় বিছানা ছেড়ে উঠল সাবের। স্বপ্ন, স্বপ্ন, আর তারও পরে স্বপ্ন-তাড়িত হয়েছে সারাটা রাত সে। বুড়োর সামনেই যেন তার আর করিমার মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে। অথচ বুড়ো মনে হয় কিছুই লক্ষ্য করেনি। কিন্তু স্বপ্নই যদি সে দেখে থাকবে, তাহলে ঘুমিয়েছে নিশ্চয়ই। কী বেজায় ঠাণ্ডা। কিন্তু এটা তুমি সহ্য করতে পারো। তুমি যাই হোক একজন হাড়-পাকা ক্রিমিনাল। ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিল সে। এখনও ডান হাতের দস্তানাটা পরা আছে দেখে সে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। ভীতিগ্রস্ত হয়ে দস্তানাটির দিকে তাকাল সে। লোহার রড আর বাঁ হাতের দস্তানাটি নিশ্চয়ই যথাসময়ে ফেলে দিয়েছে কিন্তু এটির কথা ভুলে গিয়েছে। সে নদীর তীরে ঘাসের ওপর কিছুক্ষণ পায়চারি করেছে, গাড়ির পেছনে ধাওয়া করেছে, রাস্তা অতিক্রম করেছে, দারোয়ানের সাথে কুশল বিনিময় করেছে, আর এই সমস্তটা সময় ধরে তার ডান হাতে এই দস্তানাটা পরা ছিল!

তার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল, শিরশিরে একটা ভীতি ওপরের দিকে উঠে এলো। তোমার এত সযত্ন পরিকল্পনার কি হলো? পেছনে কি নিশানা রেখে এসেছ? বিছানার চাদর, কম্বল, ঘরের মাঝে, তোমার জুতো, মোজা, জ্যাকেট, জামা, রুমাল, এক কথায় তোমার সব কিছু আবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ভয়ে আর সন্দেহে মনে হলো সে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনুসন্ধানী চোখগুলো থেকে কোনো কিছুই কিন্তু এড়িয়ে যাবে না। দস্তানাটা থেকে মুক্তি পাওয়া চাই সবচেয়ে প্রথম। ওটাকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে, সাবান নিয়ে সে গোসলখানায় ঢুকল; পায়জামার পকেটে ছিল তার ছোট্ট কাঁচিটি। দস্তানাটি কুটি কুটি করে কেটে টয়লেটে ফেলে ফ্লাশ্ করে দিল সে। তারপর হাতমুখ ধুয়ে গোসলখানা থেকে বেরিয়ে নিজের কক্ষে এসে দেখে আলী সিরিয়াকুস বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

'আচ্ছালামু আলাইকুম, সাবের সাহেব, অনেক সকাল সকাল উঠেছেন আজকে।'

নিকুচি করি তোমার... এখানে করছটা কি তুমি... তের নম্বর ঘরের মেহমান অন্যান্য দিনের চেয়ে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছিল সেদিন, একমাত্র সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনিসটিই আমি লক্ষ্য করেছিলাম, অফিসার। হতভাগা ঠিক এই কথাই বলবে। নিপাত যাক। গোল্লায় যাক সব। এটা একটা অশুভ লক্ষণ। দস্তানার ব্যবস্থা করার পর মেঝেটা কি সে মুছে ফেলেছে? অভিশাপ লাগছে সব জায়গায়। সে গোসলখানায় যাচ্ছে। সিঙ্ক-এর কাছে মনে হলো রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে। বজ্রাহতের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে, চোখ জোড়া গোসলখানার দরজার ওপর সাঁটা। পোর্টার গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এলো।

'আপনার কি কিছু দরকার, স্যার?'

ওকে কোনো পাত্তা না দিয়ে সরাসরি গোসলখানায় ঢুকে গিয়ে সেখানে রক্তের কোনো দাগ আছে কি না তাই দেখল সাবের।

'সাবানটা আনতে ভুলে গিয়েছিলাম,' বাথরুম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে স্বাভাবিক আচরণের চেষ্টা করে, অনেকটা যেন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল। লোকটি হাসল একটু।

'ওটা তো আপনার বাঁ হাতেই ছিল।'

মহা বিপদ! অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে হাসল সে, 'বেশি সকালে ঘুম থেকে ওঠার এই হচ্ছে বিপদ। বাইরে বেজায় গণ্ডগোল চলছিল সারারাত, ঘুমোতেই পারিনি একেবারে।' একইরকম অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতে হাসতেই নিজের ঘরে ঢুকে গেল সে। আরম্ভ হিসেবে খুবই খারাপ। কিন্তু বিপদ অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দেখার প্রয়োজন নেই। কাপড় পরার সময় ভালো করে সেগুলো লক্ষ্য করে দেখল সাবের। মাথা তুলে সিলিং-এর দিকে চেয়ে খলিল তার নিজের বিছানায় এখনও শুয়ে আছে এই কল্পনা করল সে। খুন-জখম হরহামেশাই হচ্ছে, নিজেকে আশ্বস্ত করল সাবের। এখন আলেকজান্দ্রিয়া চলে যাওয়া স্রেফ পাগলামি হবে। ভুলে কি কোনো কিছু রেখে এসেছি? অভাবিত সব জায়গায় আলামত পাওয়া যেতে পারে। জ্যাকেটটি সে ড্রাই ক্লিনিং-এ দেয়ার কথা ভাবল। কিন্তু কেমন করে মুড়িয়ে নেবে এটা? তা করলে নিশ্চয়ই তার দিকে অন্য মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। সম্ভবত আজ বিকেল নাগাদই জেরার জবাব দিতে হতে পারে। নিজের অবস্থানের ভয়াবহতা ভারী পাথরের মতো চেপে বসে আছে তার ওপর। অপরাধ আবিষ্কৃত হবার আগে অবশ্যই তাকে হোটেল ছেড়ে যেতে হবে। জ্যাকেটের চেয়ে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঘরের চারদিকে শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিল সে। কক্ষটি কি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? সাবের পায়ে পায়ে হেঁটে যখন লাউঞ্জে প্রবেশ করল, মোহাম্মদ আল-সাবি তখন ফজরের নামাজ পড়ছিল। নাশতার টেবিলে যখন সে বসল, তখন তার চারপাশে গুটিকয়েক লোক ছিল। পোর্টার আলী সিরিয়াকুস হেঁটে তার কাছে এলো।

'আপনি ভুলে এটা ফেলে এসেছিলেন, সাবের সাহেব।' তার মানিব্যাগ! জ্যাকেট যখন সে তন্নতন্ন করে দেখছিল নিশ্চয়ই তখন পকেট থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে এটা। খুলল সে মানিব্যাগটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, আলী।' তাকে দশটি পিয়াস্তার দিতে দিতে সাবের বলল।

'আপনার বিছানার পাশে মেঝের ওপর পড়েছিল এটা।'

আর কতগুলো ভুল এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে? সে ভাবল। তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এই যে অন্ধ শক্তি শিগগিরই সে আমাকে সারা পৃথিবীর সামনে নগ্ন করে ছাড়বে। ঠিক জন্মদিনের মতো তুমি ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমার মা যে অবস্থায় এই ভূপৃষ্ঠে তোমাকে প্রসব করেছিল ঠিক সেই অবস্থায়। তোমার মা, সে-ই আসল খুনী! তার জীবনের শেষ রাতে সে যেমন করে নাক ডাকিয়েছিল তেমনি করেই ডেকেছিল খলিলের নাক। যেন তার মনের চিন্তা খোলা বইয়ের মতো পড়তে পারছে, হোটেলের জনৈক বাসিন্দা তার দিকে চেয়ে এমনি করে হাসছিল, সে লক্ষ্য করল। লাউঞ্জ অসহ্য হয়ে উঠল। হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে সে পড়ল ভিখিরিটির বেসুরো গানের সামনে। দেখতে লোকটি কী বীভৎস! এমনি দিন দিন প্রতিদিন গান গেয়ে গেয়েই সে হয়তো সুখী। দারোয়ান সাবি উপরতলার এপার্টমেন্টে যাচ্ছে। শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়া শুরু করল।

'খলিল সাহেব, উঠুন! উঠে পড়ুন। খলিল সাহেব, আটটা প্রায় বেজে গেল। খলিল সাহেব। খলিল সাহেব।' দরজা খুলে সতর্কতার সঙ্গে সে ভেতরে চোখ বুলালো। 'খলিল সাহেব,' আস্তে করে ডাকল। তারপর 'হায় আল্লাহ! খলিল সাহেব! আমার মনিব। মনিব! কে আছ! এদিকে এসো! আলী! আলী! এদিকে এসো, এদিকে এসো! কে যেন খলিল সাহেবকে খুন করেছে। পুলিশ! পুলিশ! কে কোথায় আছো।'

আমার মা হাওয়া হয়ে গিয়েছিল, বাবা তাকে আর কোনো দিন খুঁজে পায়নি। বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, আমি তাকে কোনোদিনই খুঁজে পাব না। আমিও হয়তো এমনি লা-পাত্তা হয়ে যেতে পারি। কোনো চিহ্ন না রেখে একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া। তারপর কোনোদিন, অন্য কোনোখানে, সুখী, নিরাপদ আর আরামপ্রদ জীবনের প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ করে করিমা হয়তো আমার দুবাহুর মধ্যে ধরা দেবে।

সে হাঁটছিল, কারো কথা কানে যাচ্ছিল না, চোখে দেখছিল না কাউকে। শুধুই হাঁটছিল, মাঝে মাঝে ক্ষণিক বিশ্রামের জন্যে কোনো কাফেতে হয়তো একটু সময়ের জন্যে বসছিল। কিন্তু তাতে তো আর কোনো বিশ্রাম হতে পারে না। হাইকোর্ট ভবন অতিক্রম করে গেল সে এক সময়। মাথার ওপর দিয়ে ঘন কালো মেঘ উড়ে যাচ্ছিল। ঘন কৃষ্ণ মেঘ, আলেকজান্দ্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়।

এলহামের সাথে অবশ্যই তাকে দেখা করতে হবে। তাদের পুরনো দেখা করার জায়গা সেই কাফের উদ্দেশ্যে সে শেষ বিকেলের দিকে রওনা দিল। জায়গাটা আজ তার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের মনে হলো। সব কিছুই আজ অদ্ভুত। সমস্ত কিছুর স্বীকারোক্তি দেয়ার মতো এক হঠাৎ পাগলামি ঝোঁক চাপলো তার মাথায়। সত্য! অন্তত একবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিরস্কারের ভঙ্গিতে এলহাম তার দিকে চাইলো। 'তুমিই যদি আমাকে এড়িয়ে চলো, তাহলে আমিই বা তোমার সঙ্গে কথা বলতে যাবো কোন প্রয়োজনে?' তার গভীর নীল চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে অভিমান ভরা কণ্ঠে এলহাম বলল। সাবেরকে একেবারে না বুঝতে পেরে ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে এলহাম আসন গ্রহণ করল। 'তুমি এমনকি কথাও বলছ না,' সে বলে গেল।

'আমি দুঃখিত, এলহাম। আমি ব্যস্ত ছিলাম আর এখন আমি পুরোপুরি ক্লান্ত।'

'একবার টেলিফোন করারও সময় পাওয়া যেত না?'

তা-ও পাওয়া যায়নি। এটা নিয়ে এখন আর আলাপ না-ই বা করলে। তোমার দিকে শুধুই চেয়ে থাকতে দাও।'

তারা কোনো কথা বলছিল না। মুখোমুখি বসে দুজনের দিকে দুজনে শুধু চেয়ে থাকল। সাবেরের কানে ভিখিরির চেঁচানোটা খুব বাজছিল। তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এত পীড়াপীড়ি করেছিল কেন এলহাম? হয় তো তীব্র আবেগে যে ঝড় শিগগিরই ফুঁসে উঠবে, তা থেকে সাময়িক আশ্রয়ের প্রত্যাশাই এই সাক্ষাৎকার। আমার এই রক্তাক্ত হাত যদিও সে তার দুহাত ভরে গ্রহণ করেছে, তবু মৃদু হাসছে সে! তার চোখ ফেটে জল আসতে চাইলো। বিদায় অশ্রু।

'তোমাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

'তার দেখা পেয়েছি,' শান্তস্বরে, প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল সাবের।

এলহামের চোখে বিস্ময় ফুটল। 'তোমার ভাই?'

'সায়ীদ। সায়ীদ আল রহিমি।'

'তোমার উদ্দেশ্য তাহলে সফল?' আনন্দে আত্মহারা হয়ে এলহাম চেঁচিয়ে উঠল। খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে সাবের গল্পটা আবার বলে গেল।

'এই লোকটি সে হওয়া সম্ভব,' আশান্বিতভাবে এলহাম বলল।

'আর না হতে পারে সে সম্ভাবনাও আছে,' উত্তর করল সাবের।

'এই সব কিছু কখন শেষ হবে?' অনুনয়ের সুরে বলল এলহাম।

'আমি মনে করি এখানেই এটা খতম।'

'তোমাকে সত্যিই খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

'গত কয়েকদিনে অনেক লোকের সাথে দেখা করতে হয়েছে আমাকে।'

'তোমার ভাইয়ের বিষয়ে?'

'হ্যাঁ।'

নীরবে তারা ফলের রস পান করল। এলহামের সুন্দর ঠোঁটের ওপর দিয়ে সুন্দর হাসির একটা অস্পষ্ট বিদ্যুৎরেখা ক্ষণিকের জন্যে খেলে গেল, তারপর সে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কথা চিন্তা করার কোনো সময়ই কি পাওনি তুমি?'

'সমস্ত সময়টাই তো পেয়েছি।'

'কি চিন্তা করেছ তুমি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখন স্বীকারোক্তি দেবে তুমি? কখন, কখন? এই সমস্ত প্রবঞ্চনা, মিথ্যা থেকে নিজেকে বাঁচাও তুমি।

'কিছু একটা বল না,' কূজন করে উঠল এলহাম। 'শেষবার আমরা আলাপ করেছিলাম কায়রোতে তোমার নতুন কোনো চাকরিবাকরি নেয়ার কথা।'

স্বীকারোক্তি দাও, স্বীকার কর। এখন শুধু সেইটেই তো চিন্তা করছ তুমি। নতুবা, ফেটে পড়বে তুমি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' তাড়াহুড়ো করে সাবের বলল, 'আমি ভুলিনি।'

'তোমার এই সমস্ত উদ্বেগ নিয়েও?'

'নতুন চাকরির নানান দিক নিয়ে আমি ভাবছি।'

আর সে ঠেকাতে পারল না। 'এলহাম। আমি তোমাকে ভালোবাসি। এই সমস্ত সময়টা ধরেই আমি তোমাকে এক ডাহা মিথ্যা বলে যাচ্ছিলাম।'

'কি বলতে চাও তুমি?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এলহাম জিজ্ঞেস করল।

'তোমার জন্য আমার ভালোবাসাই আমাকে দিয়ে মিথ্যে বলিয়েছে।'

'আমি বুঝি না।' তার সমস্ত মুখ বিভ্রান্তিতে ছেয়ে গেল।

'তোমাকে বলেছি আমি আমার ভাইয়ের খোঁজ করছি। আসল সত্য এই যে খোঁজ করছি আমার বাবার।

'তোমার বাবার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার বাবার।'

'তিনি নিখোঁজ হলেন কেমন করে? তুমিতো বা আমার বাবারই মতো?'

'না। আমি সব সময়ই বিশ্বাস করতাম তিনি মৃত। কিন্তু আমার মা মারা যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে বললেন যে তিনি জীবিত এবং আমাকে অবশ্যই তাঁকে খুঁজে পেতে হবে।'

'তা এতে কোনো কিছুরই তেমন হেরফের হচ্ছে না,' সরাসরি সাবেরের চোখের দিকে তাকিয়ে এলহাম বলল।

'কিন্তু আমি খতম,' সাবের কেঁদে ফেলল। 'আমার একটা কানা কড়িও নেই। আমার মা ধনী মহিলা ছিলেন এবং আরামআয়েসেই আমি জীবন কাটিয়েছি সব সময়। কিন্তু তিনি যখন মারা গেলেন তখন আমার জন্যে যা রেখে গেছেন তা হলো তাঁর বিয়ের কাবিননামা আর প্রমাণ হিসেবে বাবার সাথে তাঁর বিয়ের ছবিটি। এছাড়া, আমার আর এক পয়সাও দাম নেই।'

এলহামের দুচোখে ফুটে উঠল এক দিশেহারা আর চরম আহত দৃষ্টি। যদি মা সম্পর্কে সবকিছু বলে তাহলে কি অবস্থা হবে তার?

'তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে,' ঝটপট বলল সাবের। 'না, না। শুধু অবাক হয়েছি,' থতমত খেয়ে উত্তর দিল এলহাম।

'আমি তোমার যোগ্য নই, এলহাম। তোমাকে এইভাবে প্রতারণা করার জন্যে নিজেকে আমি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না।'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি সব কিছু বুঝি। তুমি কেন মিথ্যা বলেছিলে তাও বুঝি।'

'যেটা আমি সহ্য করতে পারছি না তা হলো এই যে তোমার যোগ্য নয় এমন কাউকে ভালোবাসতে আমি তোমাকে বাধ্য করেছি।'

'আমার জন্যে তোমার ভালবাসা, তাও কি মিথ্যা?'

'না, না, কখনো না। আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

এলহাম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমার জন্যে তোমার ভালোবাসাই তো তোমাকে সত্য বলতে বাধ্য করেছে, নয় কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা সত্যি।'

'তাহলে সত্য গোপন করে তুমি কোনো অন্যায় করোনি।'

'কিন্তু তোমাকে আমার ছেড়ে যেতেই হবে।'

'কেন?' শক্ত ঢোক গিলে এলহাম চেঁচিয়ে উঠল।

'আমি কপর্দকহীন; আমার কেউ নেই; আমি কিচ্ছু করতে পারি না।'

'টাকাই সব কিছু নয়। আর পরিবার না থাকার কথা যদি বল, পরিবার কিসের জন্যে দরকার আমাদের? তাছাড়া তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার এমন অনেক কিছু আছে।'

'আমার সন্দেহ আছে। আমার শিক্ষা নেই, অভিজ্ঞতা নেই, আগে কোনো কাজ করিনি আমি। দেখতেই পাচ্ছ, বাবাকে না পেলে আমার কোনো আশাই নেই।'

'আর বাবাকে পেলে অন্য কোনো কিছুরই কি তোমার দরকার হবে না?'

'মা বলেছিলেন বাবা অনেক টাকা পয়সার মালিক।'

এলহাম অল্প সময়ের জন্যে বিরতি দিল, তারপর, 'কিন্তু বিজ্ঞাপন... নাম... টেলিফোন নির্দেশিকা... অর্থাৎ...'

'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। এখন আর আমি বিশ্বাস করি না যে তিনি প্রতিপত্তিশালী লোক বা এমন কি কায়রোতে তিনি আছেন। কিন্তু তিনি অন্য কোনো প্রদেশে থাকলেও থাকতে পারেন। কায়রোতেই থাকবেন এমন কোনো কথা নেই।'

'তুমি বলছ গতকাল তুমি তাকে দেখেছিলে?'

'আমার তাই মনে হয়েছে। কিন্তু এখন আমার সবকিছুর ওপর থেকেই বিশ্বাস চলে গেছে।'

'আর কতকাল অপেক্ষা করবে তুমি?'

'এটা একটা ভালো প্রশ্ন। আমি আর খোঁজ কিংবা অপেক্ষা করতে পারছি না।'

'তাহলে?'

'জানি না। সমস্ত রাস্তাই মনে হয় কানা গলিতে এসে শেষ হয়। বাড়ি ফিরে আমাকে যাহোক একটা কিছু কাজ খুঁজতে হবে, নতুবা... নতুবা... আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকবে না।'

'আর তুমি বলছ কি না তুমি আমাকে ভালোবাস,' ঠোঁট কামড়ে বুঁজে আসা কণ্ঠে এলহাম বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, এলহাম। আমি ভালোবাসি। আমার শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে।'

'আর তুমি বলছ চলে যাবার কথা, আত্মহত্যার কথা?'

'এখন তো সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে। কাউকে একটু একটু করে শ্বাস বন্ধ করে হত্যা করা হলে তার যেমন লাগে আমারও এখন তেমনই লাগছে।'

'কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবাস। আর আমিও ভালোবাসি তোমাকে।' ব্যথা আর নৈরাশ্য তার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

'কিন্তু, এলহাম, আমি তোমার মোটেই যোগ্য নই।'

'তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে, সাবের,' সে অনুনয় করল। 'আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

'হায়, কি লাভ তাতে। যখন ভাবলাম বাবাকে পাব, তখন স্বপ্ন দেখেছি। সেইজন্যেই তোমাকে আমার জীবনে আসতে দিয়েছি। সেই কারণেই তোমার প্রেমে পড়েছিলাম।'

'কাজ। সেইটেই তোমার সমস্যার সমাধান জোটাবে।'

'কিন্তু ইতোমধ্যেই তোমাকে বলেছি, এমন কোনো কাজই নেই যা কিভাবে করতে হয় আমার জানা আছে।'

'আমাকে ভাবতে একটু সুযোগ দাও। দেখবে, আমরা যেমন চাই সবকিছু শেষ পর্যন্ত তেমনই হবে।'

খুনের কি হবে? ভাগ্য ফিরবে কেমন করে? সব কিছুই শেষ। এ কেমন অবস্থা যে স্বীকারোক্তির পরেও মহাসর্বনাশটি ঘটেনি?

'আমরা যেমন চাই, তেমন করে সব কিছুই ঘটবে না, এলহাম,' শান্তস্বরে বলল সাবের।

'আমাকে দিন দুয়েকের সময় দাও,' দৃঢ়ভাবে বলল এলহাম। 'কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না। আমি জানি আমরা কি চাই।'

তোমার মায়ের কথা ওকে বলে দাও। গতকাল তুমি কি করেছ বলে দাও। বলে দাও তুমি আরেকটি মেয়েলোককে বিয়ে করেছিলে, রক্তের আলপনায় যে বিয়ের সাজসজ্জা হয়েছিল, মিলন হয়েছিল রক্তের পথ বেয়ে। ওকে বলে দাও তোমার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে, প্রচণ্ড জোড়ে এক গগনবিদারী চিৎকারে ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে আকাশ বাতাস সমস্ত কিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২.

এতো তারা। পুলিশ আর মহাসংকট। যেমনটি তুমি সারাদিন কল্পনা করেছ। অপরাধ আবিষ্কৃত হয়েছে, এখন অপরাধীকে পাওয়াই শুধু বাকি।

সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। খলিলের চোখের চাউনি, সেই শেষ চাউনি, ভুলে যাও। একটি মরণোন্মুখ মানুষের শেষ চিৎকারও ভুলে যাও। হোটেলে ফিরে আসাটা একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। ঠিক যেন স্বীকারোক্তির মতো। নিরর্থক তোমার সাবধানী পরিকল্পনা। অপরাধ সংঘটনের অনেক আগেই তোমার হোটেল পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। অনেক দোনোমনো করেছ। এত সব কিছু সত্ত্বেও ভিখিরিটি গেয়েই চলেছে। দর্শনার্থীর ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে যেতে লাগল। একজন পুলিশ তাকে থামালো।

'কি হয়েছে? আমি এই হোটেলের বাসিন্দা।' দারোয়ান সাবি তার চোখে পড়ল। অশ্রু-ভেজা বিষণ্ন মুখ তার। 'কি হয়েছে সাবি?'

সাবি কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'খলিল সাহেবকে কারা খুন করেছে!'

'খুন!'

'নিজের বিছানায় তার লাশ পাওয়া গেছে। আল্লাহর গজব পড়ুক খুনীর ওপর।'

পুলিশ আর গোয়েন্দায় গিজগিজ করছে হোটেলের লবি। সবচেয়ে উচ্চপদস্থ অফিসারটি বসে আছে খলিলের চেয়ারে, আর তার ডানে, করিমার চেয়ারে, অন্য আরেকটি লোক। সিনিয়র অফিসারটি উল্টোদিকে বসে রয়েছে। অফিসারটিকে দেখে তার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। এই চিন্তা মাথায় আসতে হঠাৎ সে খুব দুর্বল বোধ করল, তারপর অবশ্য সে লক্ষ্য করল যে কর্মকর্তাটি অনেক অল্পবয়েসী।

কি বোকামি, সে ভাবল, সবাইকেই যেন দেখতে আমার বাবার মতো মনে হয়। সে কি অপেক্ষা করবে, না সোজা নিজের ঘরে চলে যাবে? সে উপরতলার দিকে রওনা দিতে যাবে ঠিক সেই সময় করিমার চেয়ারে বসে-থাকা লোকটি বলে উঠল, 'দয়া করে লাউঞ্জে একটু অপেক্ষা করুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাউঞ্জে হেঁটে গিয়ে হোটেলের আরও একদল নিবাসীর মধ্যে বসে পড়ল সে। 'কি হয়েছে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'খলিল সাহেবকে মৃত পাওয়া গেছে।'

'কেমন করে?'

'কে জানে? তদন্তের জন্যে পুলিশ আমাদের সবাইকে এখানে থাকতে বলেছে। সব জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়েছে তারা।'

চাপা, ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ তার কানে আসছিল। লাউঞ্জের উল্টোদিকের কোণায় করিমা বসে আছে। বুড়ো মতো এক লোক, আরেক বুড়ির মাঝখানটিতে বসে আছে সে। ঢোকার সময় তাকে কেমন করে খেয়াল না করে পারল সে? তার কি করা উচিত? খানিক ইতস্তত করার পর সে করিমার কাছে এগিয়ে গেল। 'আমার হৃদয়-নিঙরানো সহানুভূতি গ্রহণ করুন, ম্যাডাম। আপনাকে অনেক শক্ত হতে হবে।'

চোখ তুলে তাকালো না সে, কিন্তু ফুঁপিয়ে কেঁদে যেতে থাকল। খুনের ঘটনায় গভীরভাবে আহত হয়েছে এমনভাবে দুঃখে মাথা নাড়তে নাড়তে সাবের তার জায়গায় ফিরে গেল। এইমাত্র সে যা করেছে, তা কি ভুল করেছে? তার আলেকজান্দ্রিয়ার প্রেয়সীর কি মা হতে পারে এই বুড়িং পুলিশ কি ভাবছে? তের নম্বর কক্ষের নিবাসী সম্পর্কে তারা কি খোঁজখবর নিয়েছে? ইতোমধ্যেই সে কি তদন্তের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে? সে নিজে যেমন চরিত্রহীনা মেয়েমানুষ দেখলেই টের পায়, পুলিশও কি সেই রকম ক্রিমিনাল দেখলেই চিনতে পারে? ওদের সবাইকে সে ঘৃণা করে। এত ঘৃণা করে যে পারলে খুন করে ফেলত!

'কি হবে এখন?' সে ছোট্ট দলটির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল।

'আপনি তো মাত্র কয়েক মিনিট হলো এসেছেন। আর আমরা বসে আছি সেই সকাল থেকে।'

'অন্য সবাইকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তারপর তাদের চলে যেতে দিয়েছে। আমাদের পালা এখনও আসেনি। তার স্ত্রী, শাশুড়ি ও চাচাকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।'

'কিন্তু আমার বিশ্বাস ওর স্ত্রী এখানে ছিলেন না।'

এটা খুব বেশি আগ বাড়ানো হলো! যার সঙ্গে কথা বলছিল, সে বলল, 'তাতে তেমন একটা হেরফের হবে না। ভেল্‌কিবাজির জায়গা এটা। ছয় নম্বর ঘরে অনেক গাঁজা পেয়েছে পুলিশ। ঐ ঘরের লোকটিকে গ্রেপ্তার করেছে। তিন নম্বর ঘরেও পেশাদার বার পেয়েছে তারা।'

'হতে পারে।'

'হ্যাঁ, এটা খুবই সম্ভব। উদ্দেশ্য কি ছিল তার ওপরই সব নির্ভর করছে।'

'ওটা নিঃসন্দেহে একটা চুরির ঘটনাই ছিল।'

আবার এই আগবাড়ানো। তুমি বরং সাবধান হয়ে যাও। পুলিশ কি কোনো আলামত পেয়েছে? সে ভাবল। এক মুহূর্তের জন্যে হলেও তার করিমার সাথে একা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে খুব ইচ্ছা করতে লাগল। তার দিকে দৃষ্টিই দিয়ো না একেবারে। তার জন্যে অবশ্যই জরুরি কিছু তথ্য থাকবে করিমার কাছে। তুমি যেমন কল্পনা কর ব্যাপারটি তেমন নয়। গোল্লায় যাক ঐ ভিখিরি আর তার অবিরাম ঘ্যানঘ্যানানি। প্রত্যেক মাসের এই সময় আমি আমার মায়ের কাছে বেড়াতে যাই।... টাকা পয়সা আর গয়নাগাঁটি পাওয়া যাচ্ছে না। আমার সামনেই তো আলী সিরিয়াকুস জানালাগুলো বন্ধ করল। আমি নিজেই তালা বন্ধ করলাম। না, তার শত্রু আছে বলে আমার মনে হয় না।

ঐ লোকটাকে দেখলে কেন তার বাবার কথা মনে পড়ে যায়? হোটেলের একজন নিবাসী তার চিন্তার স্রোতে বাধা দিল। 'আমরা নিরপরাধ, আর তাতেই কেমন ভয় ভয় লাগছে আর স্নায়ুর চাপে ভুগছি। অপরাধীর কেমন লাগছে তাহলে?'

আরেকজন বলল, 'সবচেয়ে জঘন্য, ভুল একটি পদক্ষেপ কিংবা উল্টোপাল্টা একটি কথা সীমাহীন দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'কিন্তু নিরপরাধ লোকের কোনোদিন ফাঁসি হয়নি।'

'হাহ্।'

কিন্তু অপরাধী বেঁচে যেতে পারে। তোমার মা আর লিবিয়ায় পালিয়ে গেছে যে লোকটি। হোটেলে ফেরার জন্যে তুমি পাগল হয়েছিলে। এছাড়া অন্য কোনো পথ নিশ্চয়ই ছিল। ক্রমবর্ধমান এই বিপদের মুখে তোমার আরার প্রয়োজন তোমার কাছে আরো জরুরি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

একের পর এক হোটেল বাসিন্দাদের ডাকা হলো। তার পালাও এলো এক সময়। প্রচণ্ড ঘৃণা মনে নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার সামনে বসল সে। যে কোনো প্রকারেই হোক, ওকে পরাস্ত করতেই হবে। লোকটি সাবেরের পরিচয়পত্রটি দেখল।

'হোটেল-রেজিস্ট্রার থেকে দেখা যায়, আপনি মাসাধিককাল এখানে আছেন।'

না, দেখতে তাকে তার বাবার মতো মনে হয় না। 'আমি যথারীতি ঘুম থেকে জেগে, কাপড়চোপড় পরে, নাশতা খাওয়ার জন্যে নিচে নেমে এসেছিলাম।'

'ঠিক যথারীতি নয়। একটু সকাল সকাল উঠেছেন আপনি।'

'কোনো সুনির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠি না আমি।'

'পোর্টার বলেছে এই বিশেষ সকালে অন্যান্য দিনের চেয়ে আগে বিছানা ছেড়েছিলেন আপনি।'

'সম্ভবত অন্যান্য দিন সে আমাকে লক্ষ্য করেনি।'

'রাতে অস্বাভাবিক কোনো কিছু কি শুনেছিলেন?'

'না। আমার ঘরে ফিরে আসার পর মুহূর্তেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছিলাম আমি।'

'সজাগ হয়ে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি?'

'না।'

'পোর্টার আলী সিরিয়াকুসকে আপনি কখন দেখেছিলেন?'

'গোসলখানা থেকে বেরনোর পথে।'

'তাকে কি আপনার কাছে কিছুটা অন্য রকম লেগেছে?'

'না। অন্যান্য দিন যেমন লাগে তেমনই লেগেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর আপনি? বলুন, আপনার সম্পর্কে এমন কি কিছু আছে যা আপনি আমাকে বলেন নি?'

'না।'

'আপনার মানিব্যাগটি ভুলে ফেলে গেছিলেন না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা গেছিলাম। আলী সিরিয়াকুস ব্যাগটি লাউঞ্জে নিয়ে এসেছিল।'

'তখন আপনার কি মনে হয়েছিল? অর্থাৎ মানিব্যাগটি পাওয়ার পরে?'

'স্বাভাবিকভাবেই, খুশী হয়েছিলাম।'

'আর কিছু?'

'এই-ই সব।'

'ওর সততায় আপনি অবাক হননি?'

'হতে পারে। আমার মনে নেই। হয়তো মনে তেমন কথা আসেইনি।'

'কিন্তু মনে এটা আসাই স্বাভাবিক।'

'সম্ভবত একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম।'

'একটু?'

'অর্থাৎ আকাশ থেকে পড়া যাকে বলে বা তেমন কিছুই মনে হয়নি আমার।'

'ঐ লোকটিকে কতটা সৎ বলে মনে হয় আপনার?'

'আমি তার সম্পর্কে এমন কোনো কিছুই কখনো লক্ষ্য করিনি যাতে তাকে অসৎ বলে মনে হতে পারে?'

'আপনি হোটেল ছেড়ে আবার যখন ফিরে এলেন, এর মধ্যে কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন?'

'এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

'কোনো কাজ করেন কি, অবশ্য। আপনার পরিচয়পত্রে তা সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে। কিন্তু কোনো বন্ধুও নেই?'

'কায়রোতে আমার তেমন কেউ নেই।'

'গতকাল। কখন হোটেল ছেড়েছিলেন?'

'সকাল দশটা নাগাদ।'

'ফিরেছিলেন কখন?'

'রাত দুপুরে।'

'সারাদিন ফেরেননি?'

'না।'

'এই-ই কি আপনার স্বাভাবিক অভ্যাস?'

তোমার বাঁধা অভ্যাসটা গতকাল পাল্টালে কেমন করে? কেন?

'হয়তো দুএকবার ওটা ভেঙেছি।'

'এখানকার কেউই কিন্তু সে কথা স্মরণ করতে পারছে না।'

'কিন্তু আমি পারি!' ঘৃণা ভরে সে বলে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দুএকবার আপনি বলছেন?'

'সম্ভবত দুবার।'

'তাহলে আপনি দিন কাটান কেমন করে?'

'ঘুরে-ফিরে। এই শহরে আমি নতুন, তাই যেখানেই যাই সেইটেই আমার কাছে নতুন জায়গা।'

'ফিরে আপনি কি দেখলেন?'

'দারোয়ান মোহাম্মদ সাবিকে এখানে আর পোর্টার সিরিয়াকুসকে আমার ঘরের দরজার সামনে দেখতে পাই।'

'কি করছিল সে?'

'সে জিজ্ঞেস করেছিল আমার কিছু লাগবে কি না।'

'অন্য কোনো হোটেল-বাসিন্দার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

'না।'

'গতকাল সকাল দশটা থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত কি কি করেছেন?'

'দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত হেঁটে বেরিয়েছি।'

'দুপুরের খাবার কোথায় খেয়েছেন?'

'ক্লত্ বে সড়কের মুদিখানায় একটা স্যাণ্ডউইচ খেয়েছি।'

'আপনার মতো বিত্তশালী কারো পক্ষে এটা একটু অদ্ভুত।'

এই কর্মকর্তাটির ওপর তার তীব্র ঘৃণা জন্মাল। 'এখানে আসার পরে পরেই এই মুদি দোকানীর সাথে আমার পরিচয় হয়। বলতে পারেন তার প্রতি এক ধরনের আসক্তি জন্মেছে।'

'তারপর কি করেছেন?'

'নীলের তীর ধরে হেঁটেছি।'

'এই আবহাওয়ায়?'

'মনে রাখবেন, আমি আলেকজান্দ্রিয়ার লোক,' তার ভয় এবং ক্রোধ গোপন করার উদ্দেশ্যে হাসতে হাসতে সে বলল।

'তারপরে কি করেছেন?'

কাফে? না। এইসবের মধ্যে অবশ্যই এলহামকে জড়ানো যাবে না। আলেকজান্দ্রিয়ার মেট্রো সিনেমায় যে ফিল্মটি দেখানো হচ্ছে তা আমি দেখেছি। 'আমি মেট্রো সিনেমায় গিয়েছিলাম,' তাড়াতাড়ি সে বলল।

'কখন?'

'ছটায়।'

'কি ছবি দেখানো হচ্ছে?'

'মেঘের ওপরে।'

'আর নটার পর, তখন কি করেছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হেঁটে বেরিয়েছি যথারীতি। হেলিওপোলিস বাসে চড়েও একেবারে শেষ মাথা পর্যন্ত গিয়েছি। শুধু সময় খতম করার জন্যে।' খতম! শব্দ-চয়নের কি ছিরি!

'রাতে কোথায় খেয়েছেন?'

সতর্ক হও! 'সিনেমায়। স্যাণ্ডউইচ আর চকলেট খেয়েছি।'

'কারো সাথে দেখা করেছেন?'

'না।'

'এখানে কাউকে চেনেন না?'

'কাউকে না।' একটু থেমে তারপর যোগ করল, 'ফ্রিক্কস্ খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। একেবারে পুরোপুরি ব্যবসায়িক কারণে।' এটা কি ভুল হলো? এলহাম কি জড়াতে পারে এজন্যে?

'আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কায়রো কেন এসেছিলেন?'

'বেড়াতে। বলতে পারেন পর্যটক।'

'কিন্তু এই হোটেল আপনার আর্থিক অবস্থার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।'

'হোটেলটি বেশ সস্তা।'

'আপনার সত্যিই কি অনেক অর্থ সম্পত্তি আছে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'পর্যটন? আপনার ভ্রমণের আসল উদ্দেশ্য কি সেটাই?'

বৃত্ত খুব ছোট হয়ে আসছে। মিথ্যা আর তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। যখন পরিকল্পনা এঁটেছিলে এই সমস্ত প্রশ্ন তখন আশা করনি তুমি। 'পর্যটন ছাড়া আমার অন্য আরেকটি উদ্দেশ্য আছে।'

'বলুন।'

'এটা পারিবারিক ব্যাপার।'

'আপনার মালিকানায় যে সম্পত্তি আছে সে সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'স্রেফ নগদ টাকা পয়সা।'

'জমি, দালান, কিছুই না?'

'শুধুই টাকা, নগদ।'

'আলেকজান্দ্রিয়ায় আপনার ঠিকানা। আপনার পরিচয়পত্রে যা লেখা, তাই কি ঠিক?'

প্রশ্ন। তদন্ত। তার বাড়ি, নাইট ক্লাব। বাসিমা ওমরান। সন্দেহ তোমাকে তাড়া করবেই, এটা তুমি এড়াতে পারবে না।

'হ্যাঁ, ওখানেই থাকি।'

'ব্যাংক?'

'হ্যাঁ। কোথায় রেখেছেন টাকা?'

'আমি ব্যাংকে টাকা রাখি না।'

'টাকা রাখেন কোথায়?'

'আমার... আমার পকেটে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার পকেটে? খোয়া যেতে পারে এমন ভয় কি আপনার নেই?'

'খুব সামান্যই বাকি আছে,' তিক্ততার সাথে, আস্তে বলল সে।

'কিন্তু আপনার পরিচয়পত্র বলছে আপনি ধনী।'

'ছিলাম।'

'কি করার কথা ভাবছেন?'

ইতস্তত করো না। সত্যতা দ্বারা অথবা সত্যতা সত্ত্বেও, আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করব। 'আমি আমার বাবার খোঁজ করছিলাম। সেইটেই আমার ভবিষ্যৎ।'

'আপনি আপনার বাবার খোঁজ করছেন?'

'হ্যাঁ। আমি যখন ছোট্ট শিশু তখন তিনি আমাদেরকে ছেড়ে যান। আপনাকে বলেছি আমার পারিবারিক সমস্যা আছে; সেগুলো উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু নয়। এখন আমার টাকা পয়সা যেহেতু ফুরিয়ে গেছে, বাবাকে খুঁজে বের করা ছাড়া আমার এখন গত্যন্তর নেই।'

'আপনার কোনো ধারণা আছে তিনি কোথায় থাকতে পারেন?'

'না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়াই আমার শেষ ভরসা।'

'আপনার কায়রো আসার এইটেই হয়তো আসল কারণ।'

'হয়তো।'

'আপনার টাকায় আর ক'দিন চলবে?'

'বড়জোর আরেক মাস।'

'আমি কি-- '

ক্রমবর্ধমান কিন্তু সংযত ক্রোধের সঙ্গে সাবের তার মানিব্যাগটি বের করে পুলিশ অফিসারের হাতে দিল। ভিতরে কি আছে, না আছে ভালো করে দেখে সে মানিব্যাগটি আবার ফেরত দিল। 'টাকা ফুরিয়ে গেলে কি করবেন ভাবছেন?'

'একটি কাজ নেয়ার পরিকল্পনা করছিলাম।'

'আপনার লেখাপড়া কদ্দুর?'

'কিছুই না।'

'কি রকম কাজ?'

'যে কোনো ধরনের বাণিজ্যিক সংস্থার কাজ।'

'আপনার কি ধারণা সে কাজটি খুব সহজ?'

'আলেকজান্দ্রিয়ায় আমার বন্ধু আছে; তারা আমাকে সাহায্য করবে।'

'হোটেল কি আপনার কাছে কোনো টাকা পায়?'

'না। এ সপ্তাহের টাকা আমি আগাম দিয়েছি?'

'কেমন করে এই হোটেলের খোঁজ পেলেন?'

'একেবারেই ঘটনাচক্রে। থাকার জন্য আমি একটা সস্তা জায়গা খুঁজছিলাম।'

'এখানে আসার আগে এই হোটেলের কাউকে চিনতেন?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু তারপর। আপনি এখানকার অনেককেই চেনেন, নিঃসন্দেহে?'

'মোহাম্মদ আল-সাবি, আলী সিরিয়াকুস।'

'আমি বলতে চাই, খলিল সাহেবকে। মৃত খলিল আব্দুল নাগাকে?'

'অবশ্যই।'

'তার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ছিল?'

'খুব বুড়ো, দয়ালু লোক।'

'কিন্তু তবু তাকে কেউ মেরে ফেলার দরকার মনে করেছে।'

'এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার।

'আপনি কি জানতেন তিনি কোথায় থাকতেন?'

'মনে হয়, ছাদের ওপরে একটা ফ্লাটে।'

'আপনি নিশ্চিত নন?'

'না।'

'সেটা জানেন কি করে?'

'আলী সিরিয়াকুস আমাকে বলেছে।'

'নাকি আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'সম্ভবত।'

'কেন, তাই ভাবছিলাম।'

'আমার সত্যিই মনে নেই। পোর্টারটির সঙ্গে দেখা হলেই আমি নানা গল্পসল্প করতাম।'

'তাকে কি অন্য কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

তার বুকের স্পন্দন তীব্রতর হলো। 'সম্ভবত। কোনো প্রশ্ন বিশেষভাবে মনে পড়ছে না। এই সাধারণ ধরনের কথাবার্তা, আর কি।'

ফাঁদ চতুর্দিক থেকে ঘিরে আসছে, সে অনুভব করল। অফিসারটি জিজ্ঞেস করল, 'কায়রোতে কতদিন থাকবেন?'

'টাকা ফুরিয়ে যাওয়া, কোনো একটা চাকরি পাওয়া, কিংবা বাবাকে না-পাওয়া পর্যন্ত।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে সুখ টান দিয়ে অফিসারটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার আর কিছু কি বলার আছে?'

'না।'

'আপনাকে পরে আবার দরকার হতে পারে, 'আমাদেরকে না জানিয়ে চলে যাবেন না।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

কি গর্দভ মার্কা, অসম্পূর্ণ ছিল পরিকল্পনাটি। এখন পালিয়ে যাওয়া পাগলামি। দিনের প্রত্যেকটি মিনিটই তোমার ওপর নজর রাখা হবে। বরঞ্চ প্রত্যেকটি প্রশ্ন নিয়ে আবার ভালো করে ভেবে-চিন্তে ঠিক করো তোমার অবস্থানটা কোথায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩.

তোমার অবস্থান অনিশ্চিত, অস্পষ্ট, ঠিক যেন মৃত্যুর মতো। খুবই সম্ভব, ইতোমধ্যেই তারা তোমার ব্যাপারে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে, তোমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছে। এটা তুমি বুঝতে পারবে না। খালিশ যেমন কিছুই বুঝতে পারেনি মারণাঘাতের পূর্বে। মেপে মেপে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিতে হবে তোমাকে। সামান্য একটু ভুল করার অবকাশ নেই। হোটেল এখন অনেক শান্ত। মৃত্যুর গন্ধ অনেক বাসিন্দাকেই তাড়িয়ে বের করে দিয়েছে, কিন্তু অন্যেরা আসবে। লাউঞ্জ এখন যেন কবরের মতো স্তব্ধ। আজকের কাগজে নতুন কিছুই নেই। যুদ্ধ, মুদ্রা আর তুলো সম্পর্কেই কথা শুধু। চিরন্তন ঘ্যানঘ্যানানির মতোই যেন হু হু করে বাতাস বইছে বাইরে।

পায়ের শব্দ শুনে ওপরের দিকে তাকিয়ে সে দেখল যে সাবি করিমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। মনে হলো আবেগে তার পেট যেন ওলটপালট হয়ে যাবে। বুড়ো মা ও সাবিকে নিয়ে করিমা বসল। ওকি হোটেলের দখল নিতে এসেছে? ওর সঙ্গে কি দৃষ্টি বিনিময় হবে? করিমাকে দেখে তার খানিকটা ভালো লাগতে লাগল। কখন আমরা দেখা করব? যে-কোনো-ভাবেই হোক ও তোমার সাথে যোগাযোগ করবেই। শোকের পোশাকে ওকে আরো সুন্দর, আরো যৌনাবেদনময়ী মনে হচ্ছে।

তোমার এই চরম দুর্যোগে তার আবেগাকুল সান্ত্বনাবাণীর প্রয়োজন তোমার অনেক বেশি। করিমা নিচু স্বরে সাবির সাথে কি যেন বলছিল। 'জানি না, আমাদেরকে ফ্লাটের মধ্যে কখন ঢুকতে দেয়া হবে,' সাবিকে এই কথা সে বলতে শুনল।

কোথায় থাকছে এখন করিমা? তাকে অনুসরণ করা এখন নেহাৎ-ই পাগলামি। তুমি কেমন করে আগে তার মায়ের ঠিকানা না রেখে পারলে? ও নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবে। টাকার তোমার যে কি জরুরি প্রয়োজন তা নিশ্চয়ই ওর মনে আছে।

'সাবের সাহেব, আপনার ফোন।'

গোল্লায় যাক টেলিফোন। কি হবে এখন? আমাকে টিটকারী দেওয়ার বিদ্যায় রহিমি কি হাত পাকিয়েছে? সে টেলিফোনের দিকে এগোল এবং করিমাকে অতিক্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে যাবার সময় তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার গভীরতম সহানুভূতির আমি পুনরাবৃত্তি করছি, ম্যাডাম।'

ওপরের দিকে না তাকিয়েই সে সাবেরের করমর্দন করল। ফোনে কথা বলার সময় সাবের সার্বক্ষণিকভাবেই করিমার ওপর চোখ মেলে রাখল।

'সাবের, আমি এলহাম।'

এ রহিমি নয় কেন! কেন আমি কায়রো এসেছিলাম? আর এই হোটেলেই বা মরতে এলাম কোন্ দুঃখে?'

'কেমন আছ তুমি এলহাম?'

'তোমার সবকিছু ঠিকঠাক তো?' এলহামের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের সুর বাজল।

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'গতকাল এলে না কেন?'

'দুঃখিত। খুব ক্লান্ত ছিলাম।'

'তা তোমাকে সেজন্যে বকাঝকা করব না। আজ আসছ তো?'

'না, আজ নয়। সর্দিটা সেরে গেলেই চলে আসব।'

'তা তোমাকে কষ্ট দেব না। আমার ঠিকানা তোমার জানাই আছে।' এলহামকে আহত মনে হলো।

'আচ্ছালামু আলাইকুম।'

'ওয়া আলাইকুমুচ্ছালাম।' রিসিভার রেখে তা দিয়ে আলাপ চালিয়ে যাওয়ার ভান করে সে সরাসরি করিমার মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

'যে-ভাবেই হোক আমার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। হয়তো টেলিফোনে।'

করিমা ফিরে তাকাল; সে বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই।

'কয়েকটি জিনিস আমি জানতে চাই,' সাবের বলে গেল। 'আমি নিশ্চিত আমার অবস্থা তুমি ভালো করেই জানো; আমাদের অবশ্যই কথা বলা দরকার, আর ভুলে যেও না আমার সামান্য টাকা কটি অতি দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

ওর প্রতি সতর্ক করে দেয়ার এক দৃষ্টি হানল করিমা। 'তোমার সমস্যা সম্পর্কে আমি পুরোপুরি সজাগ,' শান্তভাবে যোগ করল সাবের, 'কিন্তু আমি নিশ্চিত, পথ একটা বের করতে পারবেই।' সে ফিরে গিয়ে লাউঞ্জের তার আসনটিতে আবার বসল, যদিও এখনো অনেক উদ্বিগ্ন সে, তবু আগের চেয়ে অনেকটা ভাবনাহীন মনে হলো তাকে। করিমা উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার মা-ও। সাবেরের মনে হলো সে যেন শেষ বারের মতো দেখছে তাকে। তাকে ছাড়া হত্যাকাণ্ডটিই নিরর্থক। তার টেলিফোন আশা করে করে সে অপেক্ষা করল। কিন্তু কোনো ফোন এলো না। সাবি তার দিকে চেয়ে আছে লক্ষ্য করে সেও মৃদু হেসে তার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি একেবারে একা এখানে বসে আছেন কেন?'

'ঠাণ্ডা লাগার জন্যে। গোটা দুয়েক এ্যাস্পিরিন খেয়েছি কিছুক্ষণ আগে। শরীরটা একটু ভালো লাগলেই বাইরে বেরোব।' করিমা যে চেয়ারটিতে বসেছিল সেটায় বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ল সাবের। টেলিফোনই আমাকে চরম হতাশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। তা আমি এখন নিশ্চিত বোধ করছি যে তার ফোন না করার পেছনে অবশ্যই ভালো কোনো কারণ আছে।

সাবির দিকে চেয়ে সাবের খানিকটা সহানুভূতির সঙ্গে বলল, 'খুব খারাপ সময় যাচ্ছে তোমার।'

দুঃখ ও যন্ত্রণায় বুড়ো লোকটির মুখ কুঞ্চিত হয়ে গেল। 'আমি এখন যে দুঃসময় অতিক্রম করছি এমন যেন আপনাকে কোনো দিন না করতে হয়।'

'দেখতে নিশ্চয়ই খুব ভয়ানক লেগেছিল। আগে আমি কোনোদিন কোনো মৃতদেহ দেখিনি। আমার নিজের মায়ের মৃত্যুর সময়ও আমি চোখ বন্ধ করে ছিলাম।'

'হ্যাঁ, কিন্তু, খুন, সে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।'

'হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। হত্যা, রক্ত, বর্বরতা।'

'অবিশ্বাস্য বর্বরতা। কোনো শাস্তিই এর জন্যে যথেষ্ট নয়।'

'মাঝে মাঝে নিজেকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, কি কারণে মানুষ খুন করে?'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবি।'

'আর হত্যাকারী। কি ধরনের মানুষ হতে পারে সে?'

'আর একবার এক খুনীকে দেখেছিলাম, ফাই ফরমাইশ খাটা একটি ছেলে। ছেলেটিকে সব সময়ই আমি খুব ভদ্র আর দয়ালু ভাবতাম।'

'অবিশ্বাস্য।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমরা কি করতে পারি?'

'কত সত্যি কথা। কি করা যায়? আমরা শিগগিরই শুনব যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

বিষণ্ন চোখে বুড়ো লোকটি তার দিকে তাকাল। 'তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

'কাকে?' 'খুনীকে।'

'খুনীকে! কিন্তু আমরা তো এ সম্পর্কে কিছুই শুনলাম না।' বুড়ো মাথা নাড়ল।

'লোকটি কে?' প্রায় ফিসফিসানির মতো করে সাবের জিজ্ঞেস করল।

'আলী সিরিয়াকুস।'

'সেই... সেই গর্দভটি।'

'ঠিক সেই ফাই ফরমাশ খাটা ছেলেটির মতো।'

'এই জন্যেই কি কাল সন্ধ্যায় বা আজ তাকে দেখিনি?'

'আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে রহম করুন।'

'তার স্ত্রীকে কি জানানো হয়েছে?'

'অবশ্যই।'

'মানুষ সত্যিই দুর্বোধ্য।'

'চুরি যাওয়া টাকা পয়সা ওর কাছেই পাওয়া গেছে।'

'তার নিজের টাকাও তো হতে পারে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চুরির কথা সে নিজে স্বীকার করেছে।'

'আর খুনের কথা?'

'জানি না।'

'কিন্তু তুমি তো এইমাত্র বললে যে খুনীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

'করিমা তাই বলেছে।'

'তাহলে চুরি করার উদ্দেশ্যেই খুন করেছিল– এর অর্থ কি তাই?'

'আমার তাই মনে হয়।'

'খুন না করেও চুরি করতে পারত।'

'সম্ভবত খলিল সাহেব সজাগ হয়ে ওকে দেখে ফেলেন, তাই তাকে মেরে ফেলা ছাড়া উপায় ছিল না।'

'কিন্তু লোকটি এমন দয়ালু ছিল যে প্রায় গর্দভগিরিই করত মনে হয়।'

'ঐ আপনি যে বললেন, মানুষ দুর্বোধ্য।'

'এই লোকটি তার চেয়ে বেশি,' আপনি চেনেন তো, এই প্রত্যেকদিন যাকে গান গাইতে শুনি আমরা, এক সময় এই এলাকার সবচেয়ে বড় মস্তান ছিল সে?'

'ঐ জরাজীর্ণ বুড়ো লোকটি?'

'সব কিছু হারিয়েছে সে, টাকা পয়সা, স্বাস্থ্য, তার দৃষ্টিশক্তি। ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ তার সামনে খোলা ছিল না।'

'কিন্তু ভুলে ফেলে রাখা আমার মানিব্যাগ ফেরত দিয়ে আলী সিরিয়াকুস বিরাট সততা দেখিয়েছে।'

'আমরা যা ভাবি তার চেয়ে সে অনেক বেশি চটপটে।'

এই সমস্ত জিনিস কি এত সহজে ঘটে? নাকি শূন্যতার ভিত্তিভূমিতে গড়ে ওঠা আমাদের নিছক কল্পনা এসব? কিছু না, আদৌ কিছু না।

'তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া কি সোজা ছিল না?' বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

'পালিয়ে যাওয়ার অর্থই তো হতো স্বীকার করে নেয়া।'

'চুরির মালপত্র সে নিজের ঘরে কেমন করে লুকিয়ে রাখল?'

'হয়তো বা ওর নিজের বাড়িতেই পাওয়া গেছে ওগুলো?'

'সেইখানে নিয়ে যাওয়া তো স্রেফ বোকামি।'

বুড়ো একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'এই তো সর্বশক্তিমানের ইচ্ছা।'

'ঘটনার দিন সকালে যখন তাকে দেখি, খুনের ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হওয়ার আগে আর কি, তখন তাকে যথারীতি খুব শান্ত আর হাসিখুশি মনে হচ্ছিল।' সাবেরের বুকে ধড়ফড় করা শুরু করল।

'এমনও লোক আছে যে খুন করে সেই লাশের জানাজায় অংশগ্রহণ করে।' সাবধান হও। তোমার গুপ্ত ভীতিকে ভেসে উঠতে দিয়ো না। টেলিফোন পেলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনও সেই বিষণ্ন, ক্লান্ত কণ্ঠে বুড়ো লোকটি বলে চলল; 'পুলিশ প্রথমে আমাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।'

'তোমাকে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমিই শেষ ব্যক্তি যে গতরাতে তাকে জীবিত দেখেছি আর প্রথম যে আজ সকালে তার এপার্টমেন্টে ঢুকেছি।'

'কিন্তু কে এমন ভাবতে পারে... '

'প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। দরজাটি আমি নিজের হাতে বন্ধ করেছিলাম। জানালাগুলো সব বন্ধ ছিল, কিন্তু একটি জানালা আমি পরে সামান্য একটু খোলা পেয়েছি।'

'সে নিজেই হয়তো ওটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে থাকতে পারে।'

'না। করিমা খুব জোরের সাথে বলেছে যে সবগুলো জানালা বন্ধ ছিল।'

'সিরিয়াকুস কি তাহলে ভেঙেছে জানালা?'

'না, সেটা অসম্ভব। শব্দে সবাই সজাগ হয়ে যেত, খলিল সাহেব তো নিশ্চয়ই।'

'হয়তো সে দরজায় টোকা দিলে, খলিল সাহেব নিজেই খুলে দিয়েছিলেন।'

'কিন্তু তাহলে জানালা খোলার দরকারটা কি? আর এটাও বোঝা গেছে যে ঘুমের মধ্যেই তাকে খুন করা হয়েছে।'

সাবের নিঃশব্দে চেয়ে থাকল। তারপর কিছুটা আশান্বিত হয়ে উঠে সে বলল, 'হয়তো বা শোবার ঘরেই সে লুকিয়ে ছিল?'

'না। আমার আগেই সে এপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যায়। আমি নিজেই তালাবন্ধ করেছি।'

'তা হয় তো... ' সহসা মাঝপথেই বাক্যটির অবসান ঘটল। এক হঠাৎ ভীতির কারণেই শ্বাসরুদ্ধ হলো বাক্যটির। সে প্রায় বলতে যাচ্ছিল যে হয়তো সিরিয়াকুস জানালাগুলো বন্ধ করার ভান করেছিল মাত্র। সিরিয়াকুস যে জানালা বন্ধ করেছিল এটা তো তার জানার কথা নয়। আহ্, চাকুটি কণ্ঠনালীর একদম পাশ ঘেঁষে চলে গেল। ভয়ে সে একেবারে বরফ-শীতল হয়ে গেল।

'হয়তো কি?' লোকটি জিজ্ঞেস করল।

'হয়তো দরজা খোলার জন্যে সে অন্য আরেকটি চাবি ব্যবহার করেছে।'

'সম্ভবত। কিন্তু জানালা খোলার দরকারটা কি ছিল?'

'এটা খুবই সম্ভব যে ঐ জানালাটা খোলাই রাখা হয়েছিল-ভুলক্রমে।'

'আল্লাহ্ মালুম।'

'খুব কঠিন সময় গেছে তোমার ওপর দিয়ে,' সহানুভূতির সুরে সাবের বলল।

'বুঝি না আমাকে কেন ছেড়ে দিল। কিন্তু তাদের কাজ তারাই ভালো জানে।'

'খবরের কাগজেও খুন নিয়ে আর লেখালেখি হচ্ছে না তেমন। হঠাৎ করেই সমস্ত খবর বন্ধ হয়ে গেল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়োর চোখে প্রায় পানি এসে গেল। 'আল্লাহ্ আপনার মাগফেরাত করুন, খলিল সাহেব। ষাট বছর ধরে আমি তাকে চিনতাম।'

'তার বয়স কত হয়েছিল?'

'আশির ওপরে।'

'বিয়ে করেছিলেন কখন?'

'দশ বছর আগে।'

'তোমার কি মনে হয় না, এটা একটা অদ্ভুত বিয়ে?'

'যুবা বয়সেই বিয়ে করেছিলেন খলিল সাহেব। তাঁর একটি সন্তান ছিল; তারপর হঠাৎ ভারি দুঃখের কথা, তাঁর পরিবার তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে গেল। তারপর বহুদিন তিনি একা ছিলেন। তখন এসে উপস্থিত হলো এই মহিলা– তাঁর বর্তমান স্ত্রী। আর সব কিছুর ঊর্ধ্বে বাবা যেমন করে তার মেয়েকে ভালোবাসে, খলিল সাহেবও তাঁর এই স্ত্রীকে তেমনি ভালোবাসতেন।'

'বাস্তব অবস্থার বিবেচনায়, এটা যুক্তিসঙ্গতই মনে হয়।'

'খুব ভালো লোক ছিলেন তিনি, দয়ালু, উদার। আমার সন্তানদের বড় করে তুলতে, শিক্ষিত করে তুলতে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।'

'কেমন করে এই বিয়ে করলেন তিনি?'

'খুব ঘন ঘন আলেকজান্দ্রিয়া ভ্রমণে যেতেন তিনি।'

'আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে থাকতেন। বন্ধুটি থাকতেন তান্তা অঞ্চলে। সে সময় মহিলা বিবাহিতা ছিল।'

'বিবাহিতা?'

'হ্যাঁ, তারই এক অপদার্থ জুয়াড়ি ভাইয়ের সঙ্গে। ঐ বন্ধুর বাসাতেই এই মহিলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।' অনেক বেশি কথা বলছি আমি। 'কেমন করে তাঁদের বিয়ে হলো?' জানার আগ্রহ সাবেরকে বেপরোয়া করে তুলল।

'মহিলা তালাক নেয়ার পর তাঁদের বিয়ে হয়েছিল।'

'সত্তরোর্ধ এক বুড়োকে বিয়ে করল মহিলা?'

'অসুবিধা কোথায়? তাকে সম্মান ও নিরাপত্তা দিয়েছেন এই স্বামী।'

'আর মনের শান্তি,' সাবের বেশ ভারিক্কিভাবে যোগ করল। তার মায়ের শেষ কথাগুলো তার মনে পড়ল। 'কিন্তু তুমি যেমন বর্ণনা দিলে, তেমন একটা অপদার্থ স্বামীর এই রকম সুন্দরী বউকে তো তালাক দেয়ার কথা নয়। কেন সে তালাক দিল?'

'প্রত্যেক জিনিসেরই একটা দাম আছে।' সঙ্গে সঙ্গেই এই মন্তব্যটি করার জন্যে বুড়োর অনুশোচনা হলো।

সাবের সেটা খেয়াল করে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'যাকগে, এসব পুরনো কথা।'

'যা বলা উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি আমি বলে ফেলেছি। আমার মাথার ঠিক নেই। আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দালালের বেশ্যা। কেনা গোলাম। ঠাণ্ডা-মাথার ক্রিমিনাল, অবিশ্বাস্য আনন্দ দানের এক পাত্রীবিশেষ, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার নির্যাতনকারিণী। আর কিছু নয়, শুধু ভিত্তিহীন এক বোধ এই জঘন্য হোটেলে তোমাকে ঠেলে দিয়ে অপরাধ, হত্যা আর রক্তের মধ্যে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ঠিক সেই বোধের মতো যার কারণে তুমি পাগলের মতো হয়ে গাড়িটির পেছনে ছুটেছিলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪.

নির্ঘুম রাতের যন্ত্রণা উপশম করতে কফির পর কফি পান করে চলল সে। সিগারেটের ধোঁয়ায় তৈরি মেঘের মধ্যে দিয়ে সে টেলিফোনের ওপর নজর রাখতে লাগল। করিমা কখন ফোন করবে? কয়েক মিনিট স্থায়ী প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ভিজে কর্দমাক্ত হয়ে গেল। মৃতের মতো নীরব করিমা, তার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারছে না। দেদারসে মদ গেলা, নিদ্রাহীন রাত, দুঃস্বপ্ন। সন্ধানী চোখের দৃষ্টি এড়াতে পারবে না এমন চিহ্ন রেখে যাবে এসব তোমার ওপর। আর করিমা, সে কোনো পরোয়া করে না। হোটেলের একজন বাসিন্দা তার কাছে এগিয়ে এসে তার সঙ্গে একই টেবিলে বসতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। খুব জনাকীর্ণ ছিল লাউঞ্জ। সবাই বিদায় নিলে এই লোকটিই এখন শেষ ব্যক্তি। স্পষ্টতই সে খানিকটা রসালো আলাপ করতে চায়। তার সন্দেহ শিগগিরই সত্য প্রমাণিত হলো।

'খুনীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে,' লোকটি বলল।

'হ্যাঁ, জানি,' একটি সূক্ষ্ম হাসির আড়ালে ভয় ও বিরক্তি গোপন করে সাবের বলল।

'আলী সিরিয়াকুস?'

'হ্যাঁ।'

'মনে হয়, উদ্দেশ্য ছিল চুরি,' তার চেয়ারে বেশ আরাম করে বসে লোকটি বলল।

'আমারই ভুল হয়েছিল।'

'আপনি কি ভেবেছিলেন?'

'তা সত্যি বলতে কি, আমি সব সময়ই মেয়েদের সন্দেহ করি।'

সাবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো; লোকটি বলে চলল, 'যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাবে এমন এক সুন্দরী যুবতী।'

'আমিও একই কথা ভেবেছি।' ত্রাসে স্নায়ু তার কট করে ছিঁড়ে যাবে এমন অনুভূতি নিয়ে সাবের বলল। তদন্তকারীও কি একই কথা ভাবে? কিন্তু করিমা মৃত্যুর

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো নিঃশব্দ। টেলিফোন বাজে না। শীত, বৃষ্টি আর কাদা ভিখিরির গান থামিয়ে দেয়নি। টেলিফোন দেখিয়ে মোহাম্মদ আল-স্যাবি তাকে ডাকল। উঠে, ভারী আর যন্ত্রণাকাতর পদক্ষেপে সে কোণের দিকে এগোল।

'হ্যাঁলো?'

'সাবের?'

এই চরম হতাশার মধ্যে তার টেলিফোন পাবে একথা সাবের কখনও ভাবেনি। 'এলহাম। কেমন আছ তুমি?'

'আমি তোমার অসুবিধার সৃষ্টি করছি না তো?'

'না। না। দেখলেই বুঝবে আমি অসুস্থ ছিলাম। তোমার জন্য আজ আমি বসে থাকব।'

যত কষ্টদায়কই হোক না কেন, এলহামকে অবশ্যই তার জীবন থেকে বের করে দিতে হবে। যে পাঁকের মধ্যে পড়ে সে নিজে নাকানিচুবানি খাচ্ছে তার থেকে ওকে অবশ্যই দূরে সরিয়ে দিতে হবে। ওদের দেখা হলো। এই তো সে, সবকিছু সম্পর্কে কি রকম অজ্ঞ, সুন্দর দুই ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখেছে ভর্ৎসনাপূর্ণ একটি হাসি। সাবের নিজে এত গভীর ও অনাবিল ভালোবাসা ওর জন্যে পেল কোত্থেকে?

'নিজেকে কি তোমার অপরাধী মনে হয় না?' মৃদু হেসে এলহাম জিজ্ঞেস করল। সাবের কোনো উত্তর করতে পারল না। এলহাম তার দস্তানা দুটো খুলে ফেলে বসে পড়ল।

'তোমাকে এই শীতে নিশ্চয়ই ধরেছে?'

'ফ্লু-র সাথে নোংরা একদফা ধস্তাধস্তি হয়ে গেল।'

'আর তোমাকে দেখাশোনা করার কেউ ছিল না?'

'এক্কেবারে কেউ না।'

'ডাক্তার দেখিয়েছিলে?'

'না। পাল্লার শেষ মাথায় পৌঁছুতে দিয়েছি অসুখটাকে।'

'ভালো। তোমার এখন ফলের রস পান করা উচিত অনেক। তোমার পক্ষে ভালো সেটা।'

নীরবে তারা খাবার শেষ করল, এলহামের দুটো চোখ সব সময়ই সাবেরের ওপর ধরা থাকল।

'অনেকবার ভেবেছি এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।'

'আল্লাহ্‌র শুকরিয়া তুমি আসনি,' সাবের ওর মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে বলল।

এলহাম সামান্য একটু কাঁধ ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু ব্যাপারটি নিয়ে আর এগোল না। তারপর উষ্ণতায় একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে বলল, 'আমি কিন্তু একটা মিনিটও নষ্ট করিনি।'

ও-হ্! কি যন্ত্রণা যে তুমি দাও, এলহাম। কেন তুমি চলে যাও না?

'তুমি একটি লক্ষ্মী মেয়ে,' শান্তভাবে বলল সাবের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করছ না?' আনন্দে চোখের তারা নাচাতে নাচাতে পাখির সুরেলা কণ্ঠে ডেকে উঠল সে। 'হ্যাঁ, তুমি শিগগিরই শুরু করতে যাচ্ছ; শিগগিরই নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছি আমরা। এ সম্পর্কে তুমি কি বলতে চাও?'

বিষণ্নতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সাবের আপ্রাণ চেষ্টা করল। 'আমি বলি যে তুমি ফেরেশতার মতো একটি লক্ষ্মী মেয়ে আর আমি পঙ্গু একটি পশু।'

'যে মূলধন তোমার দরকার,' অনবদমিত কণ্ঠে এলহাম বলে চলল, 'তা এখন প্রস্তুত।'

'মূলধন?'

'হ্যাঁ। ভবিষ্যতের জন্যে আমার সমস্ত সঞ্চয়। আর যে সমস্ত গয়নাগাটি আমি কখনো পরি না, সেইগুলো। বিশাল ভাণ্ডার এটা নয়, কিন্তু চলার পক্ষে যথেষ্ট। এই ব্যাপারে জানাশোনা আছে এমন দুচারজনকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, আর বিশ্বাস করো, আমরা বেশ পাকাপোক্তভাবেই শুরু করতে পারব।'

এরকম অলৌকিক ঘটনাও কি সম্ভব? স্বপ্নেও কোনোদিন এমনটি ভাবা সম্ভব? কোনো রকম ক্রাইম না করে টাকা, আর তার ওপর আবার ভালোবাসা। নিহত বুড়োকে আবার বাঁচিয়ে তোল আর তোমার দুঃস্বপ্নের নিদ্রা শেষ করে জেগে ওঠো। দুঃখভারাক্রান্ত মনে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'এলহাম, আমার জন্যে যতই তুমি কর, ততই আমার ধারণা বদ্ধমূল হয় যে আমি তোমার যোগ্য নই।'

'এখন কবিত্ব ছাড় তো। হাতে সময় বেশি নেই।'

উজ্জ্বল আলোকশিখার মতো জ্বলজ্বল করছে এলহামের মুখ। এটাকে নিবিয়ে দেয়া হবে তোমার দ্বিতীয় ক্রাইম। কিন্তু যার কোনো অস্তিত্ব নেই তেমন কিছুর দিকে হাত বাড়াচ্ছে সে। তুমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবনি যে তোমার সমস্যার এত সহজ একটা সমাধান থাকতে পারে। হ্যাঁ, ঐ তো ঐখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে ভালোবাসা, স্বাধীনতা, সম্মান, মনের শান্তি। আর তুমি কি অবস্থান নিয়ে আছ? এত দেরিতে, এত বেশি দেরিতে।

'তুমি কি এত চিন্তা করছ? আমি ভাবলাম তুমি আনন্দে লাফিয়ে উঠবে।'

এইবার সময় এসেছে। 'বহুবার তোমাকে আমি বলেছি যে তোমার যোগ্য আমি নই; তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করনি?'

'আমি আশা করেছিলাম তুমি আনন্দে লাফিয়ে উঠবে।'

'বড্ড দেরি হয়ে গেছে,' সাবের প্রায় ককিয়ে উঠল।

'হায় আল্লাহ তুমি আমাকে ভালোবাস না।'

'এলহাম। ঘটনাজাল অনেক বেশি জটিল। প্রথম দর্শনেই আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। কিন্তু কে আমি?'

'তোমার বাবার, তোমার দারিদ্র্যের কিংবা তোমার অযোগ্যতার কথা আমাকে বলো না।'

হায়রে, কি নরকযন্ত্রণা যে আমি ভোগ করছি। সত্য বলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখনও তুমি ফ্লুতে ভুগছ। আমার সঙ্গে তুমি বসে আছ, কিন্তু সাবের কোথায়? প্রথম যখন আমাদের দেখা হয় তখন যে সাবেরকে চিনতাম?'

'এই প্রশ্ন আর কোনোদিন কখনও জিজ্ঞেস করো না।'

'যদি তুমি অসুস্থ হও... '

'না। এটা অসুস্থতার ব্যাপার নয়।'

'তাহলে কি? কি হয়েছে? তুমি কেন বললে বড্ড দেরি হয়ে গেছে?' এলহাম প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ো-পড়ো হলো।

'তাই কি বলেছি?'

'এই তো মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে।'

'আমি শুধু একটি জিনিসই বোঝাতে চাচ্ছি। আমি তোমার যোগ্য নই।'

'গাধার মতো কথা বলো না তো। আমি তোমাকে ভালোবাসি,' রাগতস্বরে সে বলল।

'সেটা আমার অপরাধ। দুর্ভাগ্যবশত আমরা শুধু ভালোবাসার কথাই ভেবেছিলাম।'

'সেটা অপরাধ কেন?'

'কারণ আমার সম্পর্কে সত্য কথা তোমাকে বলা উচিত ছিল।'

'তুমি বলেছিলে। এবং আমি তা মেনেও নিয়েছিলাম।'

'আমি আমার বাবার কথা বলেছিলাম, কিন্তু... ' তারপর তিক্ততাসহকারে সে বলে গেল। 'কিন্তু এবার আমার মায়ের কথা।'

এলহাম অগ্রাহ্য করার ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকাল। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে। এর সাথে তোমার অতীতের কোনোই সম্পর্ক নেই।'

'তোমাকে শুনতে হবে।'

'দোহাই খোদার, তাঁর আত্মাকে শান্তিতে থাকতে দাও।'

'আমি তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি তা আলেকজান্দ্রিয়ার সমস্ত লোক জানে।'

দুঃখ ও তিক্ততায় মেশানো এক তীব্রতায় সাবের ফেটে পড়ল, 'আমার মায়ের জীবন শেষ হয়েছে জেলে।'

এলহাম যেন কোনো উন্মাদের দিকে চেয়ে আছে এমন করে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে কেঁপে উঠল।

'এখন, বুঝতে পারছ?' কঠিন একটা ঢোক গিলে সাবের বলে যেতে লাগল, 'সরকার তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে, আর আমার দারিদ্র্যের কারণ সেটাই। এমন একটা আশা তিনি আমার জন্যে রেখে গেলেন যা আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।' আঘাতটা পাশবিক। কিন্তু এলহাম কাটিয়ে উঠবে। 'তোমার মতো কাউকে ভালোবাসার আমার কোনো অধিকার নেই। আমার সারা জীবন আমি চরিত্রহীনা মেয়েদেরকেই চিনে এসেছি। কিন্তু কি আমি করতে পারতাম? তোমার ভালোবাসায় আমি অসহায় হয়ে পড়েছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলহাম নির্বাক। একেবারে বোবা হয়ে গেছে। সে-ই ভালো। কোনো প্রশ্ন নেই। নতুবা সমস্ত কাহিনী তোমাকে বলতে হতো।

'তোমার প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালোবাসাই আমার একমাত্র ক্ষতিপূরণ। আমার সমস্ত জীবন পাপের পঙ্কিলতায় কাটিয়েছি। পাপই একমাত্র জিনিস যা আমি করতে পারি।'

'সবচেয়ে বড় বাধা এখন তোমার পেছনে। তোমার এখন প্রায় সুখ বোধ হচ্ছে। হায়রে, রাত আর যদি না আসত। অনুতাপকারী এতক্ষণ সম্ভবত এই সমস্ত সত্যই জেনে গেছে। সে উঠে দাঁড়াল, তারপর একটিও শব্দ উচ্চারণ না করে চলে গেল।

পরদিন বিকেলে টেলিফোন বেজে উঠল। 'এলহাম!'

একটি অনুচ্চ কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'সাবের, আমি শুধু এই কথাকটি বলার জন্যে টেলিফোন করেছি যে গতকাল তুমি যা কিছু বলেছ তাতে কোনো কিছুরই কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫.

এলহাম। অবিরাম কষ্টদায়ক এক ব্যথা ছাড়া তুমি আর কিছুই নও। আর করিমা, শুধু মরণের পরে যা আলগা হবে এমন এক রক্তাক্ত বন্ধনে আবদ্ধ তুমি। তোমার জন্যে তার প্রয়োজন হচ্ছে তোমাকে সার্বক্ষণিকভাবে নরকযন্ত্রণায় রাখার মতো এক উন্মাদনাকারী ক্ষুধা। তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের একটা পথ তুমি পাবে। তোমাকে পেতেই হবে।

তখন সবচেয়ে ভালো হবে এই হোটেলটা বেচে দিয়ে অন্য কোনো শহরে গিয়ে থাকা। তখন তুমি যাপন করতে পারবে এক আবেগাকুল, স্বতঃস্ফূর্ত ও বেপরোয়া জীবন। তেমন জীবন এলহামের সাথে অসম্ভব। তোমার জীবনধারায় পরিবর্তনের ডাক দিয়ে তার কণ্ঠস্বর তোমাকে অসীম যন্ত্রণার সাগরে নিক্ষেপ করে। কিন্তু করিমা কখন তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে? টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কি হবে? করিমার জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে যে কোনো কাজই সে গ্রহণ করবে, এমন কি সিরিয়াকুসের কাজও। মনে মনে ভাবি আমি, ওরা কি তাকে ফাঁসি দেবে? বেচারা সিরিয়াকুস! নিজের হাতে তুমি একটা লোককে খুন করেছ; অন্য হাত ব্যবহার করে আরেকজনকে খুন করায় কোনো ক্ষতি নেই। কখন দুঃস্বপ্নের রাত ভোর হবে?

হোটেল ছাড়ার আগে এলহাম তাকে টেলিফোন করল, 'বিজ্ঞাপনটি কি নবায়িত করবে?' পরাজিত কণ্ঠস্বর তার।

'না,' ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর করল সাবের।

'তার কোনো তালিকা-বহির্ভূত নম্বর আছে কিনা দেখার জন্যে আমি একজনকে বলেছি,' কোমল স্বরে বলল এলহাম।

'আর সে নিশ্চয়ই তেমন কিছু পায়নি।'

'দুর্ভাগ্যবশত, না।'

'এজন্যে চিন্তা করো না,' সাবের নিশ্বাস ফেলল।

'অন্যান্য শহরে আমাদের সংবাদদাতারা আছে। তারাও সবাই তোমার বাবার ঠিকানা খোঁজ করছে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাকে কেমন করে যে ধন্যবাদ জানাব জানি না, এলহাম।'

'আমাদের বাসায় কি একবার আসার কথা ভাবছ না?' সলজ্জভাবে জিজ্ঞেস করল এলহাম।

'না,' শক্তভাবে উত্তর করল সাবের। 'আমি তোমার মঙ্গলের কথা ভাবছি।'

'এই সমস্ত কিছু তুমি কিভাবে নিচ্ছ আমি তাই ভাবি।'

'তোমাকে তো বলেছি, এতে আমার কিচ্ছু এসে যায় না।'

'আমার এসে যায়,' এলহাম ফিসফিসিয়ে বলল।

এরপর তাদের যোগযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল। রক্তে কলুষিত এই পৃথিবীতে সৌন্দর্যের কি প্রয়োজন? এলহামের চোখ তো শুধু যা সুন্দর তা-ই দেখতে পায়। কুৎসিতের ব্যাপারে তারা অন্ধ।

বেরিয়ে যাবার পথে সাবি তাকে দেখে মৃদু হাসল। স্নায়ুভারাক্রান্ত শুকনো একটু হাসি ফিরিয়ে দিল সাবের। লোকটি তাকে বসতে দিল। অধৈর্য ও চাপা উত্তেজনা গোপন করে সাবের বসে পড়ল।

'আপনার কি তাড়া আছে,' বুড়ো দারোয়ান জিজ্ঞেস করল।

'না, মোটেই না। আমার করার কিছুই নেই।'

'তাহলে একটু সময় বসুন। সত্যি বলতে কি, খলিল সাহেব মারা যাবার পর আমার ভীষণ একা একা লাগে। কথা বলার মতো আমার কেউ নেই।'

'তোমার ছেলেদের খবর কি?'

'তারা কেউ কায়রোতে নেই।'

লাউঞ্জে মাত্র দুজন ভাড়াটে বাসিন্দা ছিল। গাড়ি-ঘোড়ার শব্দে ভিখিরিটার কর্কশ কণ্ঠের গানের শব্দ কানে আসছিল না।

'নতুন কোনো খবর আছে মাকি?' সাবের জিজ্ঞেস করল।

'পুলিশে আমার এক বন্ধু আছে। সে মনে হয় কিছুটা জানে যদিও গপ্পো করে বেড়ায় তার চেয়ে অনেক বেশি।'

'কি বলে সে?'

'আলী সিরিয়াকুস। আর কাউকেই এখনো পায়নি তারা।'

'সে সম্ভবত স্বীকারোক্তি করেছে?'

'জানি না।'

'ছিঁচকে চুরির কারণেই সে প্রলুব্ধ হয়েছিল।'

'চুরির কথা সে অস্বীকার করেছে।'

'কিন্তু ইতোমধ্যেই তো স্বীকারোক্তি করেছে সে,' যেন নিজের সাফাই গাইছে এমন করে বলল সাবের।

'হ্যাঁ, কিন্তু পরে সে তা অস্বীকার করেছে।'

'কিন্তু তার নিজের বাড়িতে তো টাকা পাওয়া গেছে।'

'সে বলেছে স্ত্রী তাকে দিয়েছিল ঐ টাকা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খলিল সাহেবের স্ত্রী?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন?'

'দান করেছে, হয়তো বা।'

'কিন্তু এমনিভাবে অন্যান্য চাকরদের দান করেছে কি?'

'না। অন্য সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। একমাত্র তাকেই দেয়া হয়েছে এই টাকা পয়সা।'

'এ তো খুব অদ্ভুত ব্যাপার, ঢোক গিলে সাবের বলল। তারও চেয়ে অদ্ভুত যা তা হলো এই যে এরপর আবার সে চুরির কথা স্বীকার করেছে।'

'আর সেই কথাকথিত দানের ব্যাপারটা কি হলো?'

'সে বলেছে যে মহিলার কাজকর্ম করে দিলে তাকে বখশিস টক্‌শিস দিত। টাকা কোথায় রাখা হতো তা সে জানত আর তাতেই প্রলুব্ধ হয়।'

'চুরি করতে গিয়ে সে খুন করেছে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তদন্তকারী কি মনে করে?'

'কে জানে? কিন্তু তারা মনে হয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সে-ই খুনী।'

'সে সম্ভবত স্বীকারোক্তি করেছে,' আশান্বিত হয়ে সাবের বলল।

'নিঃসন্দেহে মহিলাটি তাকে বক্‌শিস টক্‌শিস দিত।'

'হয়তো বা।'

'কিন্তু কেন সে অস্বীকার করল, পরে আবার স্বীকারোক্তিই বা করল কেন?'

'কে জানে?'

'সমস্যার নিশ্চয়ই আরেকটা দিক আছে।'

'আহ্! কে নিশ্চিত করে বলতে পারে?'

প্রথমবারের মতো সে বুড়োর মুখখানা লক্ষ্য করল। রঙচটা সবুজ চোখ। যত ঘনিষ্ঠভাবে সে দেখতে লাগল, ততই মনে হলো পুরনো মুখখানা ভুলে গিয়ে তার জায়গায় নতুন একখানা মুখ দেখছে সে। 'তোমার কি মনে হয় এর আরেকটা দিক আছে?' সাবের জিজ্ঞেস করল।

'জানব কেমন করে?' এই বিষয়ে কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে সাবি উত্তর করল।

হ্যাঁ। দোজখের দরজার দিকে এগোতে থাকা মানুষ এরকমই অনুভব করবে। 'তুমি যা বলতে ইচ্ছুক তার চেয়ে অনেক বেশি জানো,' চতুরতার সঙ্গে সাবের বলল।

'এর উল্টোটাই বরং সত্য।'

'তার স্ত্রীকে কি আর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে?'

'অফিসারটি ওকে একাধিকবার ডেকেছে।'

'সিরিয়াকুসের জবানবন্দীর সঙ্গে কি তার কোনো সম্পর্ক আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ।'

'তোমার বন্ধুর ওপর কি তোমার আস্থা আছে? এই খবরটি যে তোমাকে দিয়েছে তার ওপর?'

'না, বেগম সাহেবা নিজেই একথা বলেছেন।'

'খলিল সাহেবের স্ত্রী?'

'হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যায় এখানে এসেছিলেন তিনি।

সাবের যখন বাইরে থাকবে সেই সময়টাই সে বেছে নিয়েছে! সেই বদমাশ, ধূর্ত, শয়তান! তার এই দুঃসহ অবস্থার তুলনায় তদন্তে কি আর আছে তেমন? সাবধান। তোমার এতগুলো প্রশ্নের মধ্যে স্রেফ কৌতূহল ছাড়া অন্য কোনো বস্তুও দেখতে পারে বুড়ো। কিন্তু এই জাজ্বল্যমান প্রশ্নগুলো এড়াই-ই বা কি করে?

'সিরিয়াকুসকে দেয়া বখ্‌শিস সম্পর্কে কি তিনি কোনো কথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ, এটা অবশ্য স্রেফ দানই ছিল।

'সেকথা যুক্তিসঙ্গত।'

'কেন?'

'আলী সিরিয়াকুসকে দেখে তেমন মানুষ হিসেবে...'

'এসব আপনি জানেন নাকি?' সাবি জিজ্ঞেস করল।

'সবাই সক্ষম লোক নয়।'

'কিন্তু আপনার চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি,' জ্ঞানীর মতো করে বুড়োটি বলল।

'তোমরা কি মহিলার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করছ?'

'আমি সেকথা বলিনি।'

'তাহলে কি তুমি বিশ্বাস কর মহিলা চরিত্রবতী?'

বুড়ো বিষণ্নভাবে চোখ মুদল। 'আমি তাঁকে সন্দেহ করি না, আমি জানি।'

খেয়াল কর ঘটনার জট কিভাবে খুলছে। আসল তদন্তের চেয়ে তোমার তদন্ত অনেক বেশি সফল প্রমাণিত হচ্ছে।

'তাহলে কি তিনি চরিত্রহীনা?'

'দুর্ভাগ্যজনক হলেও... হ্যাঁ... '

'তোমার বন্ধু মারা যাওয়ার আগেও কি একথা জানতে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সত্যের চেয়ে তাঁর মনের শান্তির কথা আমি বেশি ভেবেছি।'

'তদন্তের সময় তোমার মতামত কি পুলিশকে জানিয়েছ?'

'অবশ্যই।'

'তুমি কি ঐ মহিলা আর আলী সিরিয়াকুসের সম্পর্কের কথা বলেছ?'

'আলী সিরিয়াকুস... আমি তার কথা ভাবছি না।'

এটা কি ফাঁদ? আর সে কি ধরা পড়ে গেছে? 'আমরা আলী সিরিয়াকুসের কথা বলছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, কিন্তু তারপর আমরা মহিলার কথা বলছিলাম।'

'অন্য পক্ষ হিসেবে।'

'না। অন্য একটি লোক আছে।'

তার আগুন কি একাধিক পুরুষকে দগ্ধ করতে পারে? অবশ্যই পারে! একেই তো দোজখ বলে!

'আরেকটি লোক?'

'তার আগের স্বামী।'

'যে লোকটি তাকে বেচে দিয়েছিল,' রুদ্ধশ্বাসে সাবের বলল।

'এটা ছিল স্রেফ ব্যবসায়িক একটি লেনদেন।'

'কিন্তু তুমি এতসব জানো কি করে?'

'আমি যখন মহিলার বাড়িতে গেছি, তখন সেখানে ঐ প্রাক্তন স্বামীকে বেশ কয়েকবার দেখেছি।'

দোজখের দরজা হা হয়ে খুলে গেল। 'আর তুমি কারো সামনে এই কথা তুললে না?'

'এটা জানতে পারলে আমার মনিব মরে যেত।'

'জানতে না পারা সত্ত্বেও তো সে মারা গেছে।'

'হ্যাঁ, সেইটেই হলো আসল খারাবি।'

'কিন্তু মহিলার ঐ রকম মায়ের বাড়ি যাওয়া এটা খলিল সাহেব কেন ঘটতে দিলেন?'

'বয়সের ভারে সন্দেহ করার ক্ষমতা তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।'

'তদন্তের সময়েও তুমি এই কথা উল্লেখ করেছ?'

'করেছি।'

'ঐ অন্য লোকটিকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে?'

'খুনের রাতে সে কায়রোতে ছিল না।'

'তাতে সে যে এটা পরিকল্পনা করে থাকতে পারে সে সম্ভাবনা দূর হয়ে যায় না।'

'হ্যাঁ, তা সত্যি। কিন্তু পুলিশ তাকে ছেড়ে দিল।'

'কি ভাবে?'

'মনে হয় এর জন্য তাদের কারণ আছে নিশ্চয়ই।'

'অবিশ্বাস্য ধূর্ততার সঙ্গে তারা চাকরটিকে ব্যবহার করেছে নিশ্চয়ই।'

'কিংবা ঐ রকম অন্য কোনো গর্দভকে।'

সাবের ঢোক গিলল, 'এই সমস্তই হয়তো বা ভিত্তিহীন সন্দেহ।'

'সম্ভবত,' নিজের আসল মনোভাব বুঝতে না দিয়ে সাবি বলল।

'কিন্তু তুমি তো বললে তুমি নিশ্চিত।'

'হয়তো বা গুছিয়ে বলতে পারিনি কথাগুলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা কথা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, আবার তো সেইখানেই ফিরে এলাম।' বুড়ো গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। 'আমার হৃদয় বলছে যে আমার সন্দেহ অমূলক নয়।'

'কিন্তু মহিলার যৌন ব্যভিচার আর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোনো সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে।'

'তা সম্ভব। তা না হলে ওদেরকে ছেড়ে দিত না।'

'আর যাই হোক, সিরিয়াকুস বিশ্বস্ততার সাথেই ওদের সেবা করেছে,' ঘৃণার সাথে সাবের বলল।

'যদি সে খুনটি করে থাকে।'

'সে সম্পর্কে তোমার সন্দেহ আছে নাকি?'

'সবকিছুই সম্ভব।'

'মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি বোধ হয় এটা বিশ্বাস কর না।'

'কেন করব না? সেই ফাইফরমাশ খাটা ছেলেটি সম্পর্কে আপনাকে যা বলেছিলাম তা মনে আছে তো?'

বুড়ো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। 'আমার মনে হয় খুনী আবার আঘাত হানবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি তা না-ও করে কিন্তু আঘাত আবার হানবেই।'

সেই সর্বনাশিনীকে তুমি নিজে প্রশ্ন না করা পর্যন্ত এক পলকের জন্যেও আর ঘুমুতে পারবে না তুমি। কি জঘন্য শয়তান মেয়েমানুষ। কিন্তু সে যদি ভেবে থাকে তোমাকে বোকা বানাবে তাহলে সে একটি আস্ত গাধা। সে জানে প্রয়োজনে তুমি হত্যা করতে পার। কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে কি করে?

'তার আগের স্বামী,' বুড়ো বলল, 'খুনের পরিকল্পনা করেনি, তাহলে পুলিশ অত সহজে তাকে ছেড়ে দিত না, কিন্তু অপরাধটি...'

'সেই লোকটি তো তার জ্ঞাতিভাই,' সাবের বাধা দিয়ে বলল, 'সুতরাং এটা খুব আশ্চর্য কিছু নয় যে মহিলাটিকে দেখতে সে আসবে।'

'আসলে অনেক আগে থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। মহিলার মা এইখানে খুব কাছাকাছিই থাকতেন এবং যখনই বেগম সাহেবা চাইতেন তখনই তাঁর স্বামী তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতেন। তারপর হঠাৎ করেই বেশ কয়েক মাইল দূরে জাইতুন, ২০ নং সাহিল সড়কে তাঁর মা বাসা নিয়ে এখান থেকে উঠে গেলেন। কেন? বেগম সাহেবা যখন ইচ্ছা মাঝেমধ্যে তাঁর মায়ের সঙ্গে দুএকদিন সময় কাটাবেন এমন একটি অজুহাত তৈরি করা ছাড়া এর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাইনি। খলিল সাহেব প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু পরে মেনে নিয়েছিলেন।'

উন্মত্ততায় ফুঁসে ফুঁসে ওঠা তীব্র ঝড়ের মধ্যে সাবের এখন হারিয়ে গেল। তার নাসারন্ধ্রে রক্তের ঝাঁঝালো গন্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬.

সে জানত তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে; নতুবা সঙ্গে সঙ্গেই সে জাইতুন চলে যেত। ধৈর্য এবং পরিকল্পনা দুটোরই দরকার। সাবি নিহত বুড়োর চেয়ার জুড়ে বসেছিল। মুহূর্তের জন্য সাবের ভাবল যে খলিল সাহেবই বসে আছেন, তারপর তার কাজের রূঢ় বাস্তবতা এই প্রথমবারের মতো তীব্র বেগে তার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানল : সে নিজের হাতে একটি জীবন নিয়েছে।

বুড়ো খলিল কি এখন আমার কথা ভাবছেন? যদি তিনি ভাবতেই পারেন, তাহলে তাঁর মনের মধ্যে কি চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে?

সাবিকে সে সালাম দিলে সাবি খুব তাড়াতাড়ি ওয়া আলাইকুম জানিয়ে গতকালের আলাপ-আলোচনা সে যেন ভুলে গিয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে মাথা নিচু করে বালাম বইয়ের দিকে আবার মন দিল।

অন্যমনস্কভাবে, অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন সে লাউঞ্জে সকালের নাশতা সেরে নিল। করিমা। আমাকে কেউ বোকা বানাতে পারবে না। আমার হাত থেকে করিমার নিস্তার নেই। যেমন ইচ্ছা সে চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু জল্লাদের ফাঁসির দড়ি আমার হাতে। লাউঞ্জের কোনো কিছুরই কোনো পরিবর্তন হয়নি, যুদ্ধ আর টাকা পয়সা নিয়ে সেই একই বিরক্তিকর বকবকানি, আর বাইরে, ভিখিরিটির অসহ্য ঘ্যানর ঘ্যানর। এলহাম ফোন ধরে আছে।

'আজকে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি?'

'আমি পারব না।'

'কেন পারবে না তার একটা ভালো কারণ দেখাও।'

'আমি পারব না।'

'যদি এটা তোমার বাবার বিষয়ে হয় তাহলেও না?'

'আমার বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলতে চাও তুমি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজকে দেখা তো কর আগে।'

'আমি পারব না।' তার ক্রোধের ঘূর্ণাবর্ত থেকে এমনকি তার বাবাও তাকে বাঁচাতে পারল না।

'কিন্তু বিষয়টি তো তোমার বাবার। তোমার অনুসন্ধানের বিষয়।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'আমি কি আসব?'

'না,' অধৈর্যসহকারে সাবের বলে উঠল। কি খবর থাকতে পারে তার কাছে? সে কথা থাক, এখন এতে তার কিই বা এসে যায়? এখন লক্ষ্যস্থল হচ্ছে জাইতুন। তার বাবা। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে ওটি হয়তো এলহামের একটি চালাকি ছিল মাত্র। সে মদ গিলল গলা পর্যন্ত বোঝাই করে। শস্তা মদ। সদা সতর্ক চোখকে ফাঁকি কিভাবে দেয়া যায় তার একটি পরিকল্পনা আটার জন্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল সে।

নিজের ঘরে ফিরে যাবো এখন। কিন্তু ঘুমোব না। গোয়েন্দা ঘুমোবে নিশ্চয়ই। কাকডাকা ভোরে, সে বিড়াল-পায়ে আস্তে আস্তে নিচের তলায় নামল। লবিতে, বন্ধ দরজার সামনে পথ আগলে ঘুমুচ্ছিল একটি কাজের লোক। লোকটিকে জাগাতে তার সাহস হলো না। সে-ও গোয়েন্দা হতে পারে। তার পায়ে সে আবার ওপরে উঠে গেল। হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ে সে একদম উপরে, ছাদে উঠে গেল। বন্ধ এপার্টমেন্টটা অতিক্রম করে যাবার সময় একটা ঠাণ্ডা শিরশিরানি তার মেরুদণ্ড বেয়ে নিচে নেমে গেল। ছাদের অন্য মাথায় হেঁটে গিয়ে পাশের দালানে গিয়ে পড়ল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে সে সদর দরজার সামনে উপস্থিত হলো। দারোয়ানের ঘরটি বন্ধ। সদর দরজা বন্ধ। গোল্লায় যাক সব! শুধু বাধা আর বাধা। তালার মধ্যে ঢুকনো চাবি ঘুরিয়ে সে তালাটি খোলার চেষ্টা করল। কোনো কাজ হলো না। কেন? দরজার হাতল ধরে চাপ দিল সে। এইবার কাজ হলো। দরজায় তালা লাগানো ছিল না। কেন? আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে সে দরজাটি খুলে ফেলল। হঠাৎ খোলা দরজার সামনে পথ আগলে দাঁড়াল একটি লোক। 'কে ওখানে?' একটি কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠল।

কোনোরকম ইতস্তত না করে তীব্র বেগে সে লোকটির মুখের ওপর তার বদ্ধ মুষ্টি দিয়ে আঘাত করলে লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের ওপর বেজায় জোরে মারল এক লাথি। দলা পাকিয়ে লোকটি মাটিতে পড়ল, নীরব, নিঃস্পন্দ। রিক্ত প্রত্যুষের কঠিন শৈত্যে সে বেরিয়ে পড়ল। দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হয়ে ছুটে গেল সে চত্বরের দিকে। কোনোরকম সংকেত না পেয়ে সাঁ করে কিসের সাথে ধাক্কা লাগল তার।

'আঃ, আমাকে একটু ধরুন, আমি অন্ধ।'

'আমি দুঃখিত, চারদিকে খুব অন্ধকার,' দৌড়ে যেতে যেতে সে বলল। সে কাঁপছিল। সেই অভিশপ্ত ভিখিরি সর্বত্রগামী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্যাক্সি জাইতুনের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল। গোয়েন্দা বাবাজীকে অনেক লম্বা সময় ধরে অপেক্ষা করতে হবে। সাহিল সড়ক শুরু যেখানে সেইখানেই সে ট্যাক্সি থেকে নামল। ছোট্ট বাংলোটির দিকে সে হেঁটে এগোল। বিস্তীর্ণ অন্ধকার চুঁইয়ে চুঁইয়ে নতুন দিনের আলো একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছিল।

কি হবে না হবে তার কোনো পরোয়া না করে সামনের দরজায় কড়া নাড়ল সে। করিমা! এই তো সেই প্রথম রাতে অভিসারিকার বেশে যেমন লেগেছিল ঠিক তেমনিভাবে সামনে এসে দাঁড়াল সে। তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সাবের ভিতরে ঢুকল।

'তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি?'

একটি অত্যুজ্জ্বল, নগ্ন আলোর নিচে তারা দুজনে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল।

'তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে গেছ।'

'হতে পারে।' তার রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে সে করিমার দিকে তাকাল।

'তোমার এই কাজের ফল কি হতে পারে তা কি উপলব্ধি করো না?'

'আশাহীন অপেক্ষার চেয়ে এই-ই বরং ভালো,' সে হিস্ হিস্ করে উঠল।

'তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না তোমার চেয়ে আমার অবস্থা অনেক বেশি সঙ্গিন?'

'কতকাল আর অপেক্ষা করতে হবে আমাকে? মরণ পর্যন্ত? তুমি একটা ফোন পর্যন্ত কেন করনি?'

'সাবি তো আমার গলার স্বর চিনতে পারবে।'

'তোমার পরিবর্তে অন্য কেউ তো মিথ্যা বলতে পারত?'

'ওরা আমাকে এত কিছু জিজ্ঞাসা করল। আমি ভড়কে গেছি।'

'তুমি ভড়কাও! তুমি যৌনসঙ্গম করতে করতে, বিছানায় শুয়ে হত্যার নীল নক্সা দাঁড় করাও।'

'অত জোরে কথা বলো না। আমার মা ঘুমুচ্ছে।'

'সে কি তোমার সহযোগী নয়?'

'তুমি উন্মাদ। তোমাকে দেখতেও অদ্ভুত লাগছে।'

'আমি তোমার শোবার ঘরটা একটু দেখব।'

'সে তো অন্য যে কোনো ঘরেরই মতো।'

'এখন তামাশা করো না, আমাকে দেখতেই হবে কার সঙ্গে ভাগাভাগি করে শোও সেখানে।'

'তোমার মাথা কি একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে?'

'তোমার জ্ঞাতিভাই। তোমার প্রাক্তন স্বামী। সে কি এখানে নেই?' সাবের চিৎকার করে উঠল।

'কে বলেছে একথা? এখানে কেউ নেই। এখানে এসে তুমি আমাদের দুজনের জন্যে সর্বনাশ ডেকে আনলে।'

'পরোয়া করি না। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে হাতের এক অভব্য ধাক্কায় করিমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে, প্রথমেই যে দরজাটি চোখে পড়ল সেটি খুলে ফেলল। এক বয়স্কা মহিলা গভীর ঘুমে অচেতন। আরেকটি দরজা, অন্য আরেকটি শোবার ঘর। করিমার, খুব সম্ভব। প্রত্যেকটি কক্ষ সে তন্নতন্ন করে খুঁজল। কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। 'তুমি আমাকে পাগল বানিয়ে ছেড়েছ,' হলঘরে ফিরে সে চেঁচিয়ে বলল। 'তদন্ত চলাকালে তাকে অবশ্যই তোমার এগিয়ে চলতে হবে।'

'সাবের, আমার মনে হয় এই সবের পেছনে কেউ কাজ করছে। কোনো ধূর্ত শয়তান,' তাকে শান্ত করার চেষ্টায় করিমা বলল।

'জ্ঞাতিভাইয়ের সাথে তোমার বিয়ে হয়েছিল না?'

'হয়েছিল।'

'আর যে লোকটিকে তুমি হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলে তার কাছে কি সে তোমাকে বেচে দেয়নি?'

'পুলিশ আমাদেরকে গ্রেপ্তার করবে, গাধা কোথাকার। আজকেই।'

'আমার কথার উত্তর দাও।'

'তুমি একটা গাধা। তোমাকে ভালোবাসি বলে আমার জীবন বাজি ধরে আমি নেমেছি।'

'এই, এই... বেশ্যা বাড়িতে সে তোমার সাথে ঘুমোতে আসত।'

'তুমি কি সত্যটি দেখতে পাচ্ছ না? আমাদের মধ্যে কি কথা ছিল তা কি তুমি ভুলে গেছ?'

'বিছানায় প্রত্যেকটি মেয়েমানুষ এক একজন পাকা অভিনেত্রী।'

'শোন, শোন, দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করো। এ সব মিথ্যা।' সে প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো করতে লাগল।

'তুমি কি মনে কর আমি ফাঁসির ভয় পাই? আরেকটি লোকের হাতে তোমাকে আমি কখ্খনো ছেড়ে দেব না।'

'আর কোনো লোক নেই। আমাকে বিশ্বাস কর। যদি তা কর, তাহলে সূর্য ওঠার আগেই পুলিশ আমাদের বেঁধে ফেলবে।'

'বেশ্যা! মিথ্যাবাদী! মিথ্যা দিয়ে আমার সমস্ত জীবনটাকে বরবাদ করে দিয়েছিস তুই।'

'তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি যা কিছু করেছি সব তোমারই জন্যে করেছি।'

'আমার অপরাধের সুফল তোর ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে উপভোগ করার জন্যে তুই আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছিস।'

'তুমিই আমার ভালোবাসার মানুষ! অনেক দেরি হয়ে যাবার আগে আমার এই কথা তুমি বিশ্বাস কর। বহু বছর আগে সেই লোকটি আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেবল শয়তান যেমন পারে তেমন করে গুছিয়ে ভাগ করেছিস তুই সব কিছু। আমার ভাগে খুন, আর অর্থ সম্পত্তি সব তোর ভাগে।'

'আঃ আঃ, আর কি লাভ। আমরা খতম। আরেক বার জিজ্ঞেস করি, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করবে না?'

'না।'

'তাহলে কি চাও তুমি?'

'তোকে খুন করতে।'

'তারপর ফাঁসিতে ঝুলতে?' করিমা চেঁচিয়ে বলল।

'কোনো কিছুতেই আমার আর কিছু এসে যায় না।'

কয়েকজোড়া পায়ের ধুপধাপ শব্দ। তারপর দরজায় বাজ পড়ার আওয়াজের মতো সজোরে আঘাত। করিমা চেঁচিয়ে উঠল। 'পুলিশ! আর কিচ্ছু করার নেই।'

সাবের অন্ধের মতো, উন্মাদের মতো, করিমার শরীরে দুহাতে আঘাতের পর আঘাত করে চলল। করিমার কণ্ঠনালীর ওপর তার হাতের মারণ থাবা অপ্রতিরোধ্য নির্মম নিয়তির মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো। চিৎকার, দরজা ধাক্কানোর জোর আওয়াজ, আরো চিৎকার, দরজা ভেঙে খান খান হয়ে পড়ে গেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭.

কোথায় এখন সাবের? একা, জেলখানায়। কেউ তোমাকে দেখতে আসে না। কেউ নেই তোমার। এলহাম এখন এক দূরাগত স্বপ্ন, একটি মরীচিকা। এতদিনে নিশ্চয়ই সে তার ভালোবাসার মোহ কাটিয়ে উঠেছে। নিজের অদৃষ্টকেই অভিশাপ দিচ্ছে সে!

করিমা, খলিল, করিমার প্রথম স্বামী মোহাম্মদ রজব, এদের সবাইকে নিয়ে পুরো গল্পই খবরকাগজে এসে গেছে। তোমার ছবি। বিয়ের ছবি, এমনকি এলহামেরও, আর অবশ্যই বাসিমা ওমরান। কাগজগুলো কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করে না।

কিন্তু মায়ের গর্ভে যেমন, জেলখানাতেও তেমনি, জীবনের নানা ঝঞ্ঝাট, হৈ-হট্টগোল থেকে তুমি একেবারে মুক্ত, স্বাধীন। প্রেমিকাকে খুন করার সময় সাবের বন্দী হয়েছে। সাবের, তার পেছনে একটি কাহিনী আছে। আলেকজান্দ্রিয়ার নৈশ জীবনের রাণী বাসিমা ওমরান। দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে তার মা তাকে এক অজ্ঞাত পিতা, একটি ফেরারি আশার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। সৈয়দ সায়ীদ আল রহিমির জন্যে অনুসন্ধান। ভালোবাসা। খুন। সাবেরের প্রণয়-অভিযান ও বিজয়। নিষ্ঠুরতা ও দুর্নীতির প্রতিভূ হলো সাবের। এলহামের প্রতি তার ভালোবাসার তারা প্রশংসা করল। একটা নোংরা কাহিনীর মধ্যে ঐ অংশটুকু কত মহৎ।

একটি বিলাসী জীবন সে পেলেও পেতে পারত। সেজন্যে হয় এক বাবা খুঁজে পেতে হতো তাকে, নতুবা করতে হতো হত্যা। তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রথম থেকেই তোমাকে সন্দেহ করেছিল। সারাক্ষণ চোখ রাখা হচ্ছিল তোমার ওপর। করিমার অবিশ্বস্ততা নিয়ে সাবি তোমার সঙ্গে কথা বলেছে। সেই ধূর্ত, বুড়ো শয়তান। কি যে গর্দভই না বনেছি আমি।

তার প্রথম স্বামী মোহাম্মদ রজব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্কের কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। প্রেমিক প্রবরই ফাঁদে আটকা পড়েছে। রজব কি মিথ্যা বলেছিল, নাকি সরল সত্য কথাই বলেছে? তোমার সর্বনাশ হয়েছে যেখানে, সে সম্পর্কে কাগজগুলো তেমন বিস্তারিত কিছু লেখেনি। মৃত্যুর পরে কি সে সত্য জানতে পারবে?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারোয়ান মোহাম্মদ আল-সাবির বোনা মিথ্যার জালের ফাঁদে তুমি আটকা পড়ে গেছ। অনায়াসে করিমার ঠিকানাটি তুমি তার কাছ থেকে বের করে নিয়েছিলে। করিমার কাছে যাওয়ার পথে দালানটির দারোয়ান তোমাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল। ভিখিরিটি ধাক্কা দেয়ার পর তার কাছে যখন মাফ চেয়েছিলে তখন গোয়েন্দাটি তোমার গলা চিনতে পেরেছিল। গোল্লায় যাক ঐ ভিখিরি।

যেমন করে তোমার মায়ের কেলেঙ্কারি ভরা জীবন, তেমনি তোমারও জীবন নিয়ে কাগজগুলো ফলাও করে গল্প ফাঁদে। তোমার মামলাটি নিয়ে একটি ম্যাগাজিন সুদীর্ঘ নিবন্ধ ছেপেছে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁদের মতামত দিয়েছেন। বুড়ো আর করিমার মধ্যে বেখাপ্পা বিয়ে। খুনের প্রধান কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণেই তার প্রথম স্বামী করিমাকে বেচে দিয়েছিল। সাবেরের ইদিপাস কমপ্লেক্স। করিমার মধ্যে সে দেখেছিল মায়ের প্রতিকূল আর ক্ষমতার প্রতীক খলিলকে হত্যা করে সে যেন ক্ষমতাকেই ধ্বংস করল।

মায়ের ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির প্রতিশোধ নিল সে। ধর্মের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার ব্যাপার এটি। বাবাকে খোঁজ করতে সাবের যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করেছে, আল্লাহ্‌কে খোঁজ করতে যদি তার চেয়ে অনেক কমও করত, তাহলে এই অনর্থটি ঘটত না।

এত সব মন্তব্য পড়ে সাবের কাঁধ ঝাঁকাল। কেউই জানে না করিমা সত্যি না মিথ্যা বলছে, কিংবা রহিমি আদৌ আছে কি নেই, সে নিজে নিজে বলল।

একদিন একজন আইনজীবী সাবেরের সঙ্গে দেখা করতে এলো। মনে হলো আগে কোথায় যেন তাকে দেখেছে, কিন্তু কোথায় এবং কখন তা মনে পড়ল না। আইনজীবীর উপস্থিতিতে তার বেশ সহজ মনে হলো নিজেকে। ভদ্রলোক বয়স্ক, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

'আপনিই কি আমার পক্ষ সমর্থনের জন্যে আদালত-মনোনীত আইনজীবী?'

'না।' তারপর, খুব শান্ত কণ্ঠে, আইনজীবীটি বলল, 'আমি মোহাম্মদ আল-তানতাবি।'

সাবের নামটি ঠাহর করতে পারল না। 'কে আপনাকে আমার পক্ষ সমর্থনের ক্ষমতা অর্পণ করেছে?'

'আমাকে আপনার বন্ধু বলে গণ্য করুন।'

'কিন্তু আমার কোনো টাকা পয়সা নেই।'

লোকটি মৃদু হাসল। 'আমি ইহসান তানতাবির বড় ভাই। 'স্ফিঙ্কস' নামক খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপককে আপনি চিনতেন।'

'ও-আচ্ছা! তাই মনে হয়েছিল আপনাকে আগে দেখেছি।' তারপর বিষণ্ণভাবে সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আমার পক্ষ নিয়ে লড়বেন?'

'হ্যাঁ। যদি আপনি আমাকে তা করতে দেন।'

সাবের হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল, ' এলহাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কিছু না বলে উকিলটি একটু হাসল মাত্র।

'আপনার ফিসের কি হবে?'

'শুধু প্রয়োজনীয় খরচপত্র।'

এও কি সম্ভব ছিল? ওর ভালোবাসা আমার দাফনের খরচ জোগাচ্ছে।

'আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনি শুধু শুধুই সময় নষ্ট করবেন।'

'আমাদের অভিধানে 'নিরাশা' নামক কোনো ধারণাই নেই।'

'কিন্তু দুটো লোককে আমি খুন করেছি।'

'আর তাই... '

'আর এলহাম। কেন?'

'আপনার আত্মীয়-স্বজন নেই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আপনার একজন বন্ধুও নেই।'

'আমার স্বীকারোক্তির পরেও?'

'এলহাম সেটা মেনে নিয়েছে।'

চোখের পানিতে দোষের কিছু নেই। আসুন, এবার কাজের কথা বলা যাক।'

'আমি তো সব কিছুই স্বীকার করেছি।'

'তারও একটা অবস্থা আছে।'

'কোন অবস্থা এখন আমাকে সাহায্য করতে পারে?'

'আপনার বেড়ে ওঠা, ভালোবাসা, ঈর্ষা, এলহামের জন্যে আপনার অনুভূতি!'

'এই সমস্ত জিনিস খবরকাগজগুলোকে আরো ইন্ধন জোগাবে।'

'এই সমস্ত জিনিসটাই হচ্ছে এক অদ্ভুত স্বপ্ন। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আমার বাবার খোঁজে এখানে এসেছিলাম, তারপর এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল যে আসল উদ্দেশ্যই ভুলে গিয়ে এখন এই জেলে এসে পৌঁছেছি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার বলতে শুরু করল, 'আর এখন অন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধু মূল উদ্দেশ্যের কথাই মনে পড়ছে। তা, সে সম্পর্কে চিন্তা করে এখন তেমন একটা লাভ আর নেই।'

'আপনার পক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে এটা আমি কাজে লাগাতে পারি। আমি বলব যে এটাই ছিল প্রথম অপরাধ। এমন একটি অপরাধ যা আপনি জন্মাবার অগেই সংঘটিত হয়ে গেছে।'

'কিন্তু এখন আমার একটা কথা মনে পড়ছে। একদিন এলহাম টেলিফোন করে আমাকে বলেছিল যে আমার বাবার সম্পর্কে সংবাদ আছে।'

'কি বলেছিল সে?'

'তখন তার সঙ্গে আমি দেখা করিনি। আমি তখন প্রতিশোধ নেয়ায় ব্যস্ত!'

'তা আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।'

হতাশ ও দিশেহারা হয়ে সাবের মাথা দোলাতে লাগল। 'কাগজগুলোতে অপরাধ জগতের খবর– এই তো হচ্ছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন। এতে হয়তো কিছু ফল ফলবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি নিশ্চিত যে আপনার বাবা এখন যদি কোনোরকম উদ্বেগ প্রকাশও করেন তাতে একেবারে কোনো কিছুই এসে যাবে না।'

'তিনি যদি এখন সশরীরে উপস্থিত হন, তাহলে হয়তো অলৌকিক একটা কিছু ঘটেও যেতে পারে।'

'কিভাবে?'

'তিনি যদি সত্যিই নামী ও প্রভাবশালী লোক হন।'

'আইন তো সে পাল্টাতে পারে না।'

'শুনুন, আমার মা এক সময় খুব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন এবং আইন প্রণয়নকারীদের নাকের ডগার ওপর দিয়েই তিনি আইন পাল্টাতে সমর্থ হয়েছিলেন।'

'তা আপনার বাবা কোন্ সম্ভাব্য পন্থায় আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।'

একটু ইতস্তত করল সাবের, তারপর 'হয়তো বা পালিয়ে যেতে।'

'আপনার কল্পনা এখন বল্গাহীন পাগলা ঘোড়ার উদ্দাম বেগে চলছে। এই সমস্ত সম্ভাবনার চিন্তা বাদ দিন; এতে হৃদয়ের যন্ত্রণাই শুধু বাড়াবে।'

'সে যাই হোক, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আর আপনি যেভাবে চাইবেন, সেইভাবেই আমি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করব। আর আমার এই কল্পনার কথা, তা যদি বলেন, তাহলে ঐ আপনি বলেছিলেন, আমার অভিধানে 'হতাশা' বলে কোনো শব্দ নেই।'

বিচারক তাঁর রায় ঘোষণা করলেন। ফাঁসি। মামলার বিচারের গতির দিকে সাবের লক্ষ্য রাখছিল এবং এরকম একটা কিছুই আশা করছিল। তা সত্ত্বেও সে হতবাক হয়ে গেল।

'এখনও আমাদের আপীলের সুযোগ রয়েছে,' আইনজীবীটি বলল।

'এলহাম কেমন আছে?' হতাশাভরা কণ্ঠে সাবের জিজ্ঞেস করল।

'খুব একটা ভালো নেই। মনে হয়, খবরের কাগজের কাহিনীই তার বাবাকে আসিউত থেকে এখানে নিয়ে এসেছে আর অন্তত হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে হলেও তিনি তাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন।'

'তিনি তাহলে তাঁর গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছেন,' সাবের চেঁচিয়ে উঠল। 'কিন্তু আমার বাবা... '

আইনজীবী মৃদু হাসল। 'ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন। আপনার কি বিশ্বাস হবে যে আপনার বাবার সম্পর্কে আমার কাছে কিছু খবর আছে?'

'না।'

'হ্যাঁ।' উকিল সাহেব বলে চলল, 'আপনি কি কখনো বুড়ো সাংবাদিক নামে খবরের কাগজে এক স্তম্ভ-লেখকের কথা শুনেছেন? অবশ্যই শোনেননি; সে আপনার জন্মের বহু আগে। বছর বিশেক আগে তিনি তো লেখাই ছেড়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তা হেলিওপোলিসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আমার প্রতিবেশী। আইন অনুষদে তিনি আমার শিক্ষকও ছিলেন। আপনার মামলা নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম, তখন আমি আপনার বাবার কথা উল্লেখ করেছিলাম। তিনি তখন আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি কি সৈয়দ সায়ীদ আল-রহিমির কথা বলছ? তাকে আমি তো চিনি। সুপুরুষ রহিমি। তখন তার বয়স ছিল বছর পঁচিশেক। সে কম করে হলেও তিরিশ বছর আগের কথা।'

'কিন্তু আপনার বন্ধু খবরের কাগজে ছবি দেখেননি?'

'বিশ বছর যাবৎ তিনি কোনো খবরের কাগজই ছুঁয়ে দেখেননি। আর তাছাড়া, তিনি অন্ধ।'

'কিন্তু নাম, বর্ণনা, বয়স।'

'হ্যাঁ, সে সব সত্যি।'

'তিনি এখন কোথায়?'

'এটা তিনি জানেন না।'

'আমার বাবার প্রথম বিয়ে সম্পর্কে তিনি কি আপনাকে কিছু বলেছেন?'

আইনজীবীটি মৃদু হাসল। 'তিনি আমাকে বলেছেন যে আপনার বাবার একমাত্র আনন্দই হচ্ছে ভালোবাসা।'

'কিন্তু আমার মা তো তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। এই রকম একটা ব্যাপার তিনি নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন না।'

'রহিমির মতো একটি লোকের জীবনে যেমনিই মেয়ে মানুষ পাল্টায়। কে ত্যাগ করল আর কে ত্যাজ্য হলো তার পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত তার পক্ষে।'

'তাঁর জীবনের এই দিকটি সম্পর্কে আমার মা কখনো আমার সঙ্গে আলাপ করেননি।'

তিনি হয়তো এ সম্পর্কে জানতেন না।'

'কিন্তু বিয়ে তো আর গোপন রাখা যায় না।'

'আমার বন্ধু আলী বোরহান, অর্থাৎ সেই 'বুড়ো সাংবাদিক' নামের স্তম্ভলেখক, বলেছেন যে, সায়ীদ আল রহিমি বুড়ী, যুবতী, ধনী, গরীব, বিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্তা, এমনকি চাকরানি কিংবা বেশ্যা, সব ধরনের মেয়ে মানুষ স্বল্প বিরতিতে বিয়ে করতেন।'

'অবাক ব্যাপার।'

'তবু সত্য।'

'কিন্তু এতে কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি?

'কোনো বাধাই তাঁর পথ আগলাতে পারেনি।'

সাবের তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। 'তিনি কাজটা কি করতেন?'

'তিনি ছিলেন কোটিপতি। তাঁর একমাত্র পেশা ছিল ভালোবাসা। যখনই ধরা পড়তেন, তখুনি আস্তে করে অন্য জায়গায় কেটে পড়তেন।'

'কিন্তু আমার মায়ের বিয়ের কাবিননামা এখনও আমার কাছে আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খোঁজ করলে হয়তো আরও অসংখ্য কাবিননামা পাওয়া যাবে।'

'আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনোদিন মামলা করা হয়নি?'

'কে জানে? তিনি তালাকপ্রাপ্ত, এইটেই যথেষ্ট!'

'আর আইন কি করত, আইন?' শ্লেষের সঙ্গে সাবের বলল।

'তাকে কোনোদিন ফাঁদে আটকানো যায়নি। বোরহান সাহেব বলেছেন যে একবার এক স্বচ্ছল পরিবারের একটি কুমারী মেয়েকে নিয়ে তিনি ঝামেলায় পড়েছিলেন। ঠিক ঠিক সময়ে তিনি দেশ ছেড়ে চলে যান।'

'আবার ফিরে আসেন কখন?'

'ফিরে আসেননি। সারা জগৎই তাঁর খেলার মাঠ হয়ে গেল। যে কোনো জায়গাতেই তিনি তাঁর খামখেয়ালি চালিয়ে যেতে পারতেন।'

'আপনার বন্ধু এতসব কি করে জানলেন?'

'তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে চিঠি লেখালেখি চলত।'

'এখন আমার বাবা কোথায় থাকতে পারেন এ সম্পর্কে তাঁর কি কোনো ধারণা থাকা সম্ভব?'

'না, তিনি কখ্খনো তাঁর ঠিকানা দেননি। আর কোনো একটি জায়গায় তিনি খুব বেশিদিন থাকতেন না।'

'বিদেশে নিশ্চয়ই তিনি খুব পরিচিত।'

'প্রত্যেক কোটিপতিই সুপরিচিত। কিন্তু তিনি সম্ভবত ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করেছেন। তাঁর লাইনে এইটেই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'আপনার বন্ধু তাঁর কাছ থেকে শেষ চিঠি কবে পেয়েছেন?'

'মনে রাখুন, আমার বন্ধুর বয়স এখন নব্বুইয়ের ওপর। সব কিছু তাঁর স্পষ্ট মনে নেই। যা তাঁর মনে আছে তা হলো এই যে পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকেই তাঁর কাছে চিঠি আসত।'

'কিন্তু তাঁর পরিবার সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই সবকিছু জানেন।'

'মিশরে তাঁর কেউ নেই। তাঁর বাবা ছিলেন ভারত থেকে আসা একজন অভিবাসী। আমার বন্ধুর জানাশোনা ছিল তাঁর বাবার সঙ্গে এবং তাঁর মাধ্যমে, তাঁর একমাত্র ছেলে সায়ীদের সঙ্গে। তাঁর অগাধ অর্থসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্রের কাছে রেখে চল্লিশ বছর আগে এই বাবা মারা যান। আনন্দ ফুর্তি সায়ীদ অনেক করেছেন। তাঁর প্রণয় অভিযানের ফলে কেউ থাকতেও পারে, এছাড়া মিশরে তাঁর আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই।'

'আমার মতো যারা আছে?'

'হ্যাঁ, আপনার মতো, সত্যিই যদি তিনি আপনার বাবা হয়ে থাকেন।'

'তাঁর অভ্যাসগুলোর কথা যখন আমাকে শুনিয়েছেন তখন এ সম্পর্কে আর আমি সন্দেহ করি না।'

আইনজীবী শুধু একটু মৃদু হাসল, কিছু বলল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, আমার অভ্যাস তাঁর অভ্যাসেরই মতো। কিন্তু তিনি যখন সেইগুলো পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চরিতার্থ করে বেড়াচ্ছেন, আমি তখন এইখানে জেলে বসে জল্লাদের রশির অপেক্ষা করছি।'

'কিন্তু তিনি খুন করতেন না।'

'আপনার বুড়ো, অন্ধ বন্ধু সব কিছু জানে না,' তিক্ততার সঙ্গে সাবের বলল।

'আর যাই হোক, তিনি একজন কোটিপতি।'

'তারও চেয়ে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই যে আইন তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না।'

'কিন্তু আপনি জানেন যে আপনি গরিব এবং আইন আপনার বেলায় প্রযোজ্য।'

'এবং আমি এও জানি যে আমার বাবা কে ছিলেন।'

'তাতে কি লাভ?'

'হ্যাঁ, তা সত্য। আপনার বুড়ো বন্ধুর চেয়ে আমার মা তাঁকে ভালো করে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে অর্থ সম্পত্তি করে নিয়ে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে পারতেন; আমার মা ছিলেন অভাগিনী।'

'কিন্তু দুর্ভাগ্য কাকে বলে আপনার বাবা কোনোদিনই তা জানেন নি।'

'আমার আসল উৎপত্তির সন্ধান পাওয়ার পর বেশ্যার দালাল হিসেবে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।'

'এবং ভুলেও গেছেন তাঁর কথা। আপনি নিজেই তা বলেছেন।'

'একটি মেয়েমানুষের কারণে। সেটা তিনি বুঝবেন।'

'কিন্তু তিনি আপনার বিচারক নন।'

'কিন্তু তিনিই তো আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন।'

'তিনি হয়তো ভেবে থাকতে পারেন যে আপনি তাঁরই মতো যোগ্য এবং তাঁকে আপনার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আমার মা যদি তাঁকে ছেড়ে না যেতেন তাহলে হয়তো তা হতে পারত।'

'কিন্তু তিনি তো তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিলেন।'

'সেটা তো আমার দোষ নয়।'

'না, সে কথা সত্য।'

'অপরাধের আসল কারণ তো সেইটা।'

'না। সেটা অনেক বেশি দূরাগত।'

'কিন্তু ঘটনাচক্রে করিমা নাম্নী কারও সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার চেয়ে এটা অনেক ভালো কারণ।'

'আইন আইনই।'

সাবের গভীর নিঃশ্বাস ফেলল। তিনি যে আমার বাবা এটা অস্বীকার করাই হয়তো বা এর চেয়ে ভালো হতো।'

'সেইটেই আমার মত ছিল। কিন্তু তার সম্পর্কে যাহোক কিছু জানার জন্যে আপনি যে আগ্রহী ছিলেন তা তো আমি দেখেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কি আর জানতে পেরেছি? কাজের কোনো কিছুই নয়।'

আইনজীবী মাথা নাড়ল।

'স্বাধীনতা, সম্মান, মনের শান্তি, এলহাম, করিমা, সবকিছুই এখন শেষ। বাকি আছে শুধু জল্লাদের রশি,' গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাবের বলল।

'আমরা এখনও আপীল করতে পারি,' আইনজীবী বলল। 'বোরহান সাহেব বলেছেন যে আরও কিছু কথা আছে।'

'কি?'

'একদিন খুব অবাক হয়ে তিনি দেখলেন যে রহিমি তাঁর দরজা ধাক্কাচ্ছেন।'

'কি! কখন?'

'গত অক্টোবর মাসে।'

'হ্যাঁ।'

'সে সময় তো আমি তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়ায় খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলাম।'

'আলেকজান্দ্রিয়ায় তিনি ছ'দিন ছিলেন।'

'এ তো পুরোদস্তুর পাগলামি! সেখানে সব জায়গায় তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি তাঁকে। আলেকজান্দ্রিয়ায় আমি বিজ্ঞাপন দিইনি। ভয় হয়েছে, আমার শত্রুরা হয়তো এই নিয়ে আমাকে ঠাট্টা-তামাশা করতে পারে।'

'নিশ্চয়ই ঠাট্টা-মস্করা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার চেয়ে তাঁকে পাওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! হ্যাঁ, তা সত্যি!' সে কেঁদে ফেলল।

'অস্থির হবেন না। তিনি খবরের কাগজ দেখেননি।'

'হায়রে! আমার হতাশা লাঘবের আর চেষ্টা করবেন না।'

'আমি দুঃখিত এই সবকিছু আপনাকে বললাম।' আইনজীবী সাবেরের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল, তারপর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলল, 'তিনি তখন ভারতে চলে যাচ্ছিলেন। শতবর্ষ কি করে যুবক থাকা যায় তার ওপর লেখা একটি বই তিনি তাঁকে উপহার দিয়েছেন। আর সঙ্গে এক বাক্স সর্বোৎকৃষ্ট হুইস্কি।'

'সম্ভবত সেইদিন রাতে গাড়িতে তিনিই ছিলেন। বইটিতে তিনি কি নিজের স্বাক্ষর দিয়েছেন।'

'মনে হয়।'

'আমি এটি কি একটু দেখতে পারি?'

'আমি নিয়ে আসব।'

'আমি কিছু সময়ের জন্যে বইটি কি আমার কাছে একটু রাখতে পারব?'

'আমার বন্ধু আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না।'

'ধন্যবাদ। আপনার বন্ধু আর কি বলেছেন?'

'বোরহান সাহেব বলেছেন যে তিরিশ বছর আগে রহিমি যেমন যুবা ও পৌরুষপূর্ণ ছিলেন এখনও ঠিক তেমনি আছেন। তিনি কেমন করে পৃথিবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিকে ঘুরে বেড়ান আর পৃথিবীর সমস্ত এলাকায় গিয়ে যৌনক্রিয়া না করতে পারলে নিজেকে জীবিতের মধ্যে ভাবতে পারেন না এই সমস্ত তিনি তাঁকে বলেছেন।'

'তিনি কি তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি নিয়ে কিছু বলেছেন?'

'বলে থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি শুধুই ভালোবাসার কথা বলেন। সমস্তটা সন্ধ্যা তাঁরা মদ্য পান করে কাটিয়েছেন আর রহিমি শুনিয়েছেন তাঁর অসংখ্য কাহিনী। কঙ্গোতে শোনা একটি গ্রামের গান পর্যন্ত তিনি গেয়ে শুনিয়েছেন।'

'মদ গেলা আর গান গাওয়া কিন্তু নিজের ছেলে সম্পর্কে একটি শব্দও নয়?'

'অতিমাত্রায় রপ্ত করলে পিতৃত্বও সম্ভবত পরিবর্তিত হয়ে যায়।'

'কিন্তু সংখ্যায় যতই হোক, ছেলে তো ছেলেই থাকে।'

'ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাবা যখন বিশ্বাস করে যে ছেলেরা তার আদর্শ অনুসরণ করবে, তখন অনেক সময়ই অদ্ভুত বিরোধ দেখা দেয়।'

'গা বাঁচানোর কি ফন্দি,' নিন্দাভরা কণ্ঠে সাবের বলল।

'বিকৃতদের বিচ্যুতি আমরা ক্ষমা করে দিই, কিন্তু অন্যদের দিই না। সুতরাং এই অবিশ্বাস্য ব্যক্তির মতো কাউকে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেব।'

'আমার মাথা ঘুরছে। আমি এর কিছুই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমি দুঃখিত, এইসব আপনাকে বলেছি।'

'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে তিনি এখনও মিশরে।'

'না। বিদেশ থেকে তিনি একটি পোস্টকার্ড পাঠিয়েছেন।'

'আমার ফাঁসি হয়ে যাওয়ার আগে তিনি হয়তো এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।'

'জানেন, প্রত্যেক সপ্তাহে এলহাম আর আপনার ভাই ইহসানের সঙ্গে আমি দেখা করতে যেতাম। তখন আমি বুঝতেই পারিনি যে রহিমির বন্ধু বোরহানের প্রতিবেশী এই আপনার সঙ্গে একদিন আমি এত ঘনিষ্ঠ হবো।'

'কখনো কখনো জীবন এরকমই হয়।'

'কি অপূর্ব সুযোগ হতে পারত সেটা।'

'এখনও আশা আছে।'

'কেমন করে... কি আশা?'

'মৃত্যুর স্থলে আপনার হয়তো যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

'কি আশা!'

'আপনি তাহলে আপীল করার আরেকটি সুযোগ পাবেন।'

'আর আপীলটি যদি বাতিল হয়ে যায়?'

আইনজীবী উত্তর করল না। সে স্নায়ুতাড়িত অবস্থায় হাত একবার মুষ্টিবদ্ধ করছিল আবার খুলছিল। সাবের বলে গেল, 'আপীল যদি বাতিল হয়ে যায় আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনও কিছুটা সময় যদি আমার হাতে থাকে, তাহলে দয়া করে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এইটুকু উপকার করার দাবি রইলো আপনার ওপর।'

'আইন আইনই। আলেয়ার পেছনে দৌড়ে বেড়ানো নয়, ভালো করে আপনার মামলার নথি পড়া হচ্ছে আমার দায়িত্ব।'

'কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যত যা শুনেছেন তাতে তিনি যে এক অদ্ভুত মানুষ এ সম্পর্কে কি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেনি?'

'আমি একজন অইনজীবী। আমি জানি যে একমাত্র আইনই আপনার ভাগ্য নির্ধারণ করবে।'

'আমি হয়তো বোকামি করছি, তবু একটা সুযোগ থাকলে থাকতেও পারে। কিন্তু যে সামান্য সময়টুকু আমি পাবো সেই সময়টুকুতে আপনার কাছে যে অনুরোধ করছি, দয়া করে সেই রকম কাজ করবেন।'

'তাঁকে পাওয়ার মতো কোনো পথই আমার জানা নেই।'

'আপনি অভিজ্ঞ মানুষ। আপনার প্রতিবেশী মনে হয়... '

'তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু সেজন্যে অনেক সময়ের প্রয়োজন। আর ঠিক সেইটেই আমাদের হাতে নেই। বিদেশে আমাদের সমস্ত দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ইতোমধ্যে তিনি অন্যত্র চলে গিয়ে থাকতে পারেন।'

স্মৃতি ধূসর হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এত দূরের কিন্তু তবু যেন ঐখানের, ঐ তো প্রায় ওখানে। আকাশে মেঘের স্তূপ, বাতাস হুড়োহুড়ি করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। জেলখানার লোহার গরাদের ভিতরে যন্ত্রণা তোমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অন্ধ জিজ্ঞাসা নাড়ি ছিঁড়ে বের করে আনে নিষ্পেষক উত্তর। 'মনে হয় কারো ওপর ভরসা করে কোনো লাভ নেই।'

বুঝতে পেরেছে এমনভাবে আইনজীবী মৃদু হাসল।

'শুধু যুক্তিসঙ্গত যা তা-ই কাজে আসে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সাবের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, 'হোক, যা হয় এখন হোক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~